Contents

ঈমান ও ‘আকীদা

হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াবী

আল্লামা ‘আলীমুদ্দীন একাডেমী

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

ঈমান ও ‘আকীদা

হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াবী

অধ্যাপক, কলিকাতা মাদ্‌রাসা আলিয়া

এম.এম. ফার্স্ট ক্লাস, ফার্স্ট রেকর্ড, প্রাইজ ও স্কলারশিপপ্রাপ্ত (কলিকাতা) ॥

ডিপ.ইন.উর্দু ফার্স্ট ডিভিশন, ফার্স্ট রেকর্ড ॥

এম. এ. (আলীগড়)।

আল্লামা ‘আলীমুদ্দীন একাডেমী

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

প্রকাশক ঃ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
২৫৭, পশ্চিম ধানমণ্ডি
রোড-১৯ (পুরাতন)
ঢাকা-১২০৯
ফোন ঃ ০০-৮৮-০২-৮১২৫৮৮৮
মোবা ঃ ০১৭১৫-০৩৫১০৭, ০১৫৫২-৩৪৩৩৭৭

গ্রন্থস্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রধান কার্যালয় ঃ আল্লামা 'আলীমুদ্দীন একাডেমী
(ইসলামী জ্ঞান, গবেষণা, প্রকাশ ও প্রচার কেন্দ্র)
কলেজ রোড, মেহেরপুর, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ০৭৯১-৬২৮৯১, ০১৮১৭-৫৫১১০৫

প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ১৯৯৭ ইং
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জানুয়ারী ২০০২ ইং
তৃতীয় সংস্করণ ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৭ ইং

প্রাপ্তিস্থান ঃ ১। তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০ হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ফোন ঃ ৭১১২৭৬২
২। রশীদ বুক হাউস
৬, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০, মোবাঃ ০১৯১৩-৪৯৩৩১১
৩। ইসলামিয়া কুরআন মহল
২০, আদর্শ পুস্তক বিপনী, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৫৫৯২০২, মোবাঃ ০১৫৫৪-৩০৯৪৮৩

মূল্য ঃ ১০০/= টাকা (অফসেট)

Website: w.w.w.alimuddinacademy.edu : e-mail: info@alimuddinacademy.edu

EMAAN O AQIDA By Hafez Sheikh Ainul Bari Aliabee & Published by Abu Abdullah Muhammad, Ph: 0088-02-8125888 (R), 01715-035107 (M), 01552-343377 (M). [All Rights Reserved]

https://www.facebook.com/178945132263517

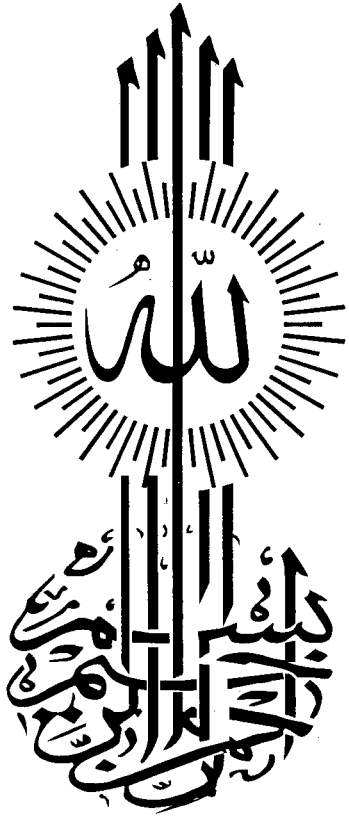

আল্লাহর নামে
যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

https://www.facebook.com/178945132263517

ঐকান্তিক দু'আ

ইয়া রাব্বাল 'আলামীন!

ইসলামী ঈমান ও আকীদাকে যিনি বিশ্বের বুকে প্রকৃত ও নির্ভেজাল আকীদারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করার অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন বিশ্বের সেই অতুলনীয় প্রতিভা- **ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.)**, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম রিজালশাস্ত্রবিদ আল্লামা **আবু মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ.)** ও **আলহাজ্জ ইউসুফ 'আলী ফকীর (রহ.)**-কে জান্নাতুন্ নাঈমে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন। আমীন!

﴿رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ﴾

–আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ

https://www.facebook.com/178945132263517

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নিবেদন

প্রশংসা জগৎসমূহের একমাত্র প্রতিপালক মহান ও মহীয়ান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য নিবেদিত। আমরা শুধু তাঁরই 'ইবাদাত করি, আর তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। পৃথিবীর বুকে হিদায়াতের জ্যোতির্ময় আলোকবর্তিকা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি দরূদ ও সালাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন ঃ

﴿وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ﴾

"তোমাদের ইলাহ (উপাস্য) একজনই ইলাহ, তিনি ছাড়া কোনই (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি অসীম করুণাময়, পরম দয়াশীল।"

(সূরা আল-বাকারা ২ ঃ ১৬৩)

মহান ও মহীয়ান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন ঃ

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ..... بَعِيْدًا﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তিনি যে কিতাব তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাতে ঈমান আন। এবং কেউ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং আখিরাতকে প্রত্যাখ্যান করলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।" (সূরা আন-নিসা ৪ ঃ ১৩৬)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "সর্বপ্রথমে যে বিষয়ে তাদেরকে আহ্বান জানাবে তা হচ্ছে, এ সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ (সত্য উপাস্য) নেই।" (বুখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন ঃ "হে আল্লাহ! তোমারই প্রশংসা, তুমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক।" (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ ঈমান হলো আপনার বিশ্বাস করা আল্লাহকে এবং তাঁর ফেরেশতা ও তাঁর কিতাবগুলোকে, আর তাঁর প্রেরিত দূত

https://www.facebook.com/178945132263517

রাসূলদেরকে এবং শেষ দিনটিকে। আর আপনার বিশ্বাস করা ভাগ্যের ভাল ও মন্দকে.....। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহর ওয়াহ্দানিয়াতের বা একত্বের প্রতি ঈমান রাখা, তাঁর সৃজিত মালায়িকাগণের প্রতি ঈমান রাখা যে, তারা আল্লাহর আদেশে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত আছেন এবং আল্লাহর আদেশ পালনে তাদের কোনরূপ ক্লান্তি আসে না। প্রত্যেক মানুষের সাথে আল্লাহ তা'আলা মালায়িকাদের নিয়োজিত করেছেন। তারা মানুষের প্রতিটি ভাল ও মন্দ কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করেন। মালায়িকাদেরকে আমরা চোখে না দেখলেও কুরআন, হাদীস ও আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বর্ণিত বিভিন্ন দু'আর মাধ্যমে তাদের কথা জানতে পারি। যেমন জিনদের আমরা দেখি না, কিন্তু তাদের অস্তিত্ব ও কার্যাবলীর প্রতিক্রিয়া অনুভব করি এবং কুরআন, হাদীস ও অসংখ্য ঘটনাবলী দ্বারা তা প্রমাণিত।

আল্লাহর অবতীর্ণ শেষ কিতাব কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হবার শুরু হতে অদ্যাবধি এর প্রতিটি অক্ষর, শব্দ ও বাক্য, এমনকি হরকতসমূহ অপরিবর্তিত অবস্থায় সুরক্ষিত আছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ। অন্যান্য আসমানী কিতাব যেমন তাওরাত, ইনজীল প্রভৃতিতে অনেক রদ-বদল ও হেরফের করা হয়েছে, কিন্তু কুরআন মাজীদের একটি শব্দও এ পর্যন্ত কেউ রদ-বদল করতে পারেনি, আর কিয়ামাত পর্যন্ত পারবেও না। কেননা স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা এর সংরক্ষক।

মৃত্যুর পর মানুষকে তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে ঃ (১) তার রব সম্পর্কে, (২) তার দীন বা ধর্ম সম্পর্কে এবং (৩) তার রাসূল সম্পর্কে। এসব প্রশ্নের জবাবের ভিত্তিতে তার কবরে আল্লাহর 'আযাব বা শাস্তি এবং তাঁর করুণা বা রাহমাত বর্ষিত হবে। এ সবের প্রতি ঈমান রাখতে হবে। কবরে সওয়াল জবাবকালীন সময়ে আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন এবং কবরের 'আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন!

কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া, কৃতকর্মের ফলপ্রাপ্ত হওয়া এবং সেদিন বিশ্ব চরাচরের মালিক আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া ইত্যাদির প্রতি ঈমান রাখা জরুরী।

https://www.facebook.com/178945132263517

ঈমানের ৭০টিরও বেশি শাখা রয়েছে। ঈমানের সর্বোৎকৃষ্ট শাখা হল লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ এবং সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। সৎ কর্মে ঈমান বাড়ে এবং অসৎ কর্মে ঈমান কমে। এক্ষেত্রে নাসাফীর 'আকীদার প্রতি কক্ষনো ভ্রুক্ষেপ করা উচিত নয় এবং ঐ কিতাবসমূহ পাঠ্যসূচীরও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়।

ঈমান-'আকীদা হল অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং 'আমালের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার নাম। অন্তর হতে ঈমান দূরীভূত না হয়ে যায় এ ভয় বা আশংকা থাকাও ঈমান। অন্তর হতে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়– সাহাবীগণের এ ভীতি ছিল সর্বক্ষণ। তাবিঈ 'আবদুল্লাহ ইবনে আবি মুলাইকাহ বলেন ঃ আমি ৩০ (ত্রিশ) জন সাহাবীকে এরূপ পেয়েছি যারা নিজেরা মুনাফিক হয়ে যাওয়ার ভয়ে সদা শংকিত থাকতেন। এ আশংকা করা মুসলিমের বৈশিষ্ট্য, আর ঐরূপ আশংকা থেকে মুক্ত থাকা মুনাফিকের আলামাত বলে তারা মনে করতেন। (বুখারী)

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হবার প্রতি দৃঢ় ঈমান রেখে, রাসূল ﷺ-এর নির্দেশিত নিয়মে যথা ওয়াক্তে সালাত আদায় করা আবশ্যক। কেননা সালাতকে কুরআন মাজীদে ঈমান বলা হয়েছে।

হাদীসে বলা হয়েছে ঃ اَلصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّيْنِ সালাত দীন ইসলামের স্তম্ভ স্বরূপ। স্তম্ভ ব্যতীত যেমন ঘর স্থির থাকে না, তেমনি সালাত ব্যতীত দীন ইসলাম বজায় থাকে না। তাই দীন ইসলাম রক্ষার্থে বেহুঁশ হওয়া ব্যতীত সালাত আদায় করা সর্বাবস্থায় ফরয। অসুস্থ হলে বসে এবং তাতেও অপারগ হলে বিছানায় শুয়ে ইশারায় তা আদায় করতে হবে। অর্থাৎ সর্বস্থলে, সর্বাবস্থায় এবং যথা ওয়াক্তে-সময়ে সর্বদা সালাত আদায় করা ফরয।

অতঃপর বছরের রামাযানুল মুবারকের একমাস সিয়াম পালন করা ফরয এবং তার প্রতি দৃঢ় ঈমান পোষণ করা। অতঃপর সাহেবে-নিসাব হলে অর্থাৎ- শরীয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে যাকাত দেয়া ও সামর্থ্য থাকলে হাজ্জ করা ইত্যাদি ফরয হবার প্রতি সুদৃঢ় ঈমান পোষণ

https://www.facebook.com/178945132263517

করা অতি আবশ্যক। যারা সম্পদ থাকতেও যাকাত দেয় না কিংবা সামর্থ্য থাকতে হাজ্জ করে না তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না।

﴿لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾

"তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আলে-'ইমরান ৩ ঃ ৬)

'আকীদা ঃ

মানুষের ধর্ম-কর্ম ও ব্যবহারিক জীবন পরিশুদ্ধ হওয়া নির্ভর করে তার 'আকীদার পরিশুদ্ধির উপর। 'আকীদা সহীহ হলে 'আমালও সহীহ হবে। গলৎ 'আকীদাসম্পন্ন ব্যক্তির 'আমাল অর্থহীন' যেমন অর্থহীন হিন্দু, খৃষ্টান, ইয়াহূদ কিংবা অন্য কোন বেদীনের সালাত আদায় করা। বাতিল 'আকীদায় বিশ্বাসী মুসলিম ব্যক্তি কখনো কখনো কুফ্‌রীর দরজায় পৌঁছে যায়। 'আকীদার বহু বচন 'আকায়িদ। 'আকীদা বলতে ঐ বিষয়কে বুঝায় যা মানুষের অন্তরে নেক চিন্তাধারার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে, যে চিন্তাধারার ভিত্তিতে মানুষ ধর্মীয় কাজ ও বিধিসমূহ পালন করে এবং তার অন্তরের অন্তঃস্থলে ঐ চিন্তাধারাকে সুদৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে আঁকড়ে ধরে থাকে। তাই 'আকীদার গুরুত্ব এত অধিক যে, তারই ভিত্তিতে মানুষের যাবতীয় কাজ কারবার শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হওয়া, জীবনের ব্যর্থতা বা সফলতা নির্ভরশীল।

'আকীদা কী? মানুষ আল্লাহর সৃষ্টজীব। সে তার স্রষ্টার প্রতি সুদৃঢ় প্রত্যয়ের ভিত্তিতে এ ঈমান রাখবে যে, পৃথিবীতে যখন কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না তখন স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বর্তমান ছিলেন। তাঁর আদি নেই, অন্তও নেই। চির অনাদি, চির অনন্ত তিনি। আসমান-যমীনে যখন কোথাও কিছু ছিল না, তখন একমাত্র তাঁর 'আর্‌শ পানির উপর ছিল। তিনি সেই 'আর্‌শে ছিলেন সমাসীন।* সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা তিনিই। তিনিই আহাদ-একক, সামাদ- সর্ববিষয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ। কোন কিছুরই তিনি মুখাপেক্ষী নন,

* 'আর্‌শ অর্থ রাজ্য এবং কুরসী অর্থ ক্ষমতা– এ ব্যাখ্যা উম্মাতে মুসলিমার 'আকীদার পরিপন্থী। 'আর্‌শের প্রকৃত অর্থ আল্লাহর সিংহাসন যার উপর তিনি সমাসীন এবং কুরসী অর্থ পা রাখার জায়গা।

https://www.facebook.com/178945132263517

অথচ সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী এবং তিনিই সকল কিছুর নির্ভরস্থল। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি হাইউল-কাইউম, চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী এবং সকল কর্মের ব্যবস্থাপক ও অতন্দ্র প্রহরী। তাঁকে নিদ্রা ও তন্দ্রাচ্ছন্ন করতে পারে না। তাঁর কুরসী আসমান ও যমীনব্যাপী। আর তাঁর 'আর্‌শের পরিধি কত এবং সেই 'আর্‌শবাহী মালায়িকাদের আকৃতির বিশালতা কেমন তা আল্লাহ্ ব্যতীত আর অন্য কেউ অবগত নয়। তাঁর কাজে বাধা দেয়ার কেউ নেই এবং তিনি সকল প্রকারের ত্রুটিমুক্ত। উপকার কিংবা অপকার করার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই এখতিয়ারভুক্ত।

এছাড়া বিশেষ কোন মাখলুক যেমন- জিন, মালায়িকা কিংবা মানুষকে গাউস মনে করা আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করার নামান্তর। আজ বিশ্বের মানুষ তথা উম্মাতে মুসলিমার 'আকীদা শির্‌ক বিজড়িত হয়ে গেছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আমাদেরকে সর্ব প্রকার শির্‌ক বিমুক্ত হবার তাওফীক দান করুন এবং আমাদেরকে অন্য শক্তির ইবাদাত করা হতে রক্ষা করার তাওফীক দান করে আমাদেরকে সিরাতে মুসতাকীমের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখুন। তিনি রব, তিনিই আমাদের হা-দী। আল্লাহুম্মাহ্ দীনাস সিরাতাল মুসতাকীম। আমীন!

অতএব আমাদের 'আকীদা পরিশুদ্ধির জন্য এ দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে যে, আল্লাহ্ জীবিত করেন ও মৃত্যু দেন। তিনিই সর্ব জীবের আহার ও রিয্‌কদাতা। আসমান ও যমীনের সমস্ত প্রাণী তাঁরই নিকট অনুগ্রহের ভিক্ষুক। আর তিনিই একমাত্র সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক। আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ কারও উপকার কিংবা অপকার করার সামান্যতমও ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে যারা বিপদাপদে ডাকে তারা ঐ সমস্ত লোকদের উপকার করা তো দূরের কথা, বরং যাদেরকে ডাকা হয় তারা তাদের নিজেদের উপকার কিংবা অপকারেরও মালিক নয়। এরা সবাই যদি একত্রিত হয়ে কারও ভাগ্য পরিবর্তন করতে চায় তাহলেও তাদের পক্ষে কখনও তা করা সম্ভব হবে না। তাকদীরের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত। এটাই হল 'আকীদার প্রথম ব্যাখ্যা।

https://www.facebook.com/178945132263517

ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশসহ এ উপমহাদেশে সঠিক ঈমান ও 'আকীদা সম্পর্কে সাধারণতঃ মানুষ উদাসীন। ঈমান ও 'আকীদা সুদৃঢ় মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকলে সত্যিকার অর্থে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ অনুধাবন করা যায় না। তাই মুসলিম মাত্রেরই ঈমান ও 'আকীদা সংক্রান্ত জ্ঞান পরিপূর্ণভাবে অন্বেষণ করা অপরিহার্য।

মুসলিম জাতির পতনের অন্যতম কারণ এ সংক্রান্ত জ্ঞানের অনীহা ও অজ্ঞতা। ফলে ইসলামের পরিপূর্ণ অবয়ব হতে আমাদের অবস্থান আজ অনেক দূরে। পরিণামে ইসলাম আমাদের কাছে একটা গতানুগতিক ধর্মীয় আবরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর না পারছি এর পরিপূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করতে, না পারছি নিজেদের এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সন্তুষ্টিতে নিমগ্ন করতে। ফলতঃ দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝখানে এক গভীর ঘূর্ণাবর্তে আমরা ক্রমাগত ডুবতে বসেছি।

মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে পরিপূর্ণ দীন এবং ঈমান ও 'আকীদার মর্ম অনুধাবন সহ সুদৃঢ় মজবুত ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করুন। দুনিয়া ও আখিরাতে অফুরন্ত কল্যাণ প্রদান করুন। আমীন!

মহান ও মহীয়ান আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লা বলেন ঃ

﴿اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ﴾

"যারা ঈমান আনে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোকে নিয়ে যান।" (সূরা বাকারা ২ ঃ ২৫৭)

রাব্বুল 'আলামীন অপর আয়াতে বলেন ঃ

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ..... وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ﴾

"ঈমান আনার পর যারা কুফরী করে এবং যাদের সত্য প্রত্যাখ্যান-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে তাদের তাওবাহ কখনও কবূল হবে না। এরাই পথভ্রষ্ট।"

(সূরা আলে-'ইমরান ৩ ঃ ৯০)

০৭ ই আগস্ট ২০০৭ ইং

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ

https://www.facebook.com/178945132263517

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

আল্লাহর অশেষ প্রশংসা যে, তাঁর অপার কৃপায় ঈমান ও 'আকীদা নামে এ বইটি প্রকাশ পেল। মহান আল্লাহর শেষনাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর ঘোষণা অনুযায়ী সংক্ষেপে ছয়টি বিষয়ের উপরে বিশ্বাস রাখার নাম ইসলামী-ঈমান। আর ঐ ঈমানকে মনের মধ্যে বদ্ধমূলভাবে আঁকড়ে ধরে রাখার নাম ইসলামী 'আকীদা।

আল্লাহ-বিশ্বাসী একজন ঈমানদার ব্যক্তি ইসলামী ঈমান ও 'আকীদা মোতাবেক প্রত্যেকটি কাজ করতে বাধ্য। তাই ইসলামী ঈমান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান সঞ্চয় করা প্রত্যেকটি মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য। এজন্য আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের প্রায় ৭২০ জায়গায় ঈমানের উল্লেখ করেছেন– (আকীদাতুল মুসলিমীন আর রদ্দু আলাল মুলহিদীন আল-মুবতাদিয়ীন ১৭ ও ২৯ পৃষ্ঠা)। আর এ কারণেই সাহাবায়ে কিরাম আল-কুরআন শিখবার আগে ঈমান শিক্ষা করতেন– (ইবনে মাজাহ, ৭ম পৃষ্ঠা, তাবারানী কাবীর ২য় খণ্ড, ১৬৫ পৃষ্ঠা, আল্লামা মিয্যীর তাহযীব ৭ম খণ্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা)।

ঈমান ও 'আকীদার এ গুরুত্বের কারণেই পবিত্র মাক্কা ও মাদীনার দেশ সউদী আরবে প্রথম শ্রেণী থেকে এম. এ. পর্যন্ত প্রতিটি ক্লাসেই কোন না কোনভাবে 'আকীদার শিক্ষা অবশ্যই দেয়া হয়ে থাকে। এর বিপরীত ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ উপমহাদেশে কয়েক বছর আগে পর্যন্ত 'আকীদা শিক্ষার তেমন কোন গুরুত্বই ছিল না। ফলে এই উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষাতে 'আকীদার বইও লেখা হতো না। ইদানিং ঈমান ও 'আকীদার ব্যাপারে বেশ কিছু বই উর্দুতে এবং নামমাত্র কিছু বই বাংলাতে অনূদিত হয়েছে। কিন্তু মৌলিক কোন উল্লেখযোগ্য বই কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি এবং নির্ভরযোগ্য কিতাবের বরাত দিয়ে এ উপমহাদেশে বিস্তারিতভাবে লিখিত ও প্রকাশিত হয়নি। এ ব্যাপারে আমাদের মাতৃভাষা বাংলার ভাঁড় তো প্রায় শুন্য বললেই চলে।

আমি উমরার উদ্দেশে গত ১৯৯৬ এর ২০শে অক্টোবর থেকে ২রা নভেম্বর পর্যন্ত মাক্কা ও মাদীনায় ছিলাম। তখন উভয় জায়গার প্রায় বারটি বইয়ের দোকানে এমন একটি বইয়ের খোঁজ করেছিলাম যাতে ইসলামী ঈমানের ছয়টি বিষয় যেন

https://www.facebook.com/178945132263517

কুরআন ও হাদীসের বরাত দিয়ে বিশদভাবে লিখিত থাকে। কিন্তু এরূপ একটি আরবী বইও সেখানে আমার নযরে পড়েনি এবং বিভিন্ন বিদ্বানের লিখিত ঐরূপ বইয়ের সন্ধানও আমি পাইনি। অবশ্য এক একটি বিষয়ের উপর লেখা বহু বই আরবীতে ছিল।

ঈমান ও 'আকীদার ব্যাপারে বাংলা ভাষার দৈন্যতা কিছুটা দূরীকরণ এবং ঈমান সংক্রান্ত তথ্যাদি মোটামুটি বিশদভাবে পেশ করণের উদ্দেশে এ বইটি ৮৩ খানা গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা হলো। ইসলামী ঈমানের প্রথম তিনটি অঙ্গ– আল্লাহ এবং ফেরেশতা ও আসমানী গ্রন্থ –এর উপর ভিত্তি করে এই প্রথম খণ্ডটি –'ঈমান ও আকীদা' –নামে প্রকাশ পেল। আর ঈমানের চতুর্থ অঙ্গ রাসূল সংক্রান্ত তথ্যাদি – 'নাবী ও রাসূল' –নামে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকাশিত হলো। এই ঈমানের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্গ – 'পরকাল ও ভাগ্য' –নামে তৃতীয় পর্যায়ে শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে। –ইনশা-আল্লাহ

ছাপার কিছু ভুল হয়ত এতে থাকতে পারে। কিন্তু আমার জ্ঞানমতে এ বইয়ে তথ্যের কোন ভুল নেই। তথাপি মানুষ মাত্রই ভুলের পাত্র। সে হিসেবে এতে যদি কোন ভুল তথ্য কোন পণ্ডিতের নযরে ধরা পড়ে তাহলে কিতাবের বরাতসহ সে ভুলটি ধরিয়ে দিলে আগামী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেব– ইনশা-আল্লাহ! ঈমান ও 'আকীদার এ বইগুলো সাধারণ জনগণ ছাড়াও সরকারী ও বেসরকারী মাদ্‌রাসাগুলোর বিভিন্ন ক্লাসে পাঠ্যপুস্তকরূপে পড়ানো যায় কিনা সে ব্যাপারে মাদ্রাসা-শিক্ষক ও আলিম ভাইদের নিকট এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার আবেদন জানাচ্ছি।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর মনঃপূত কাজ করার তওফীক দিন এবং এটি পড়ে এর পাঠকদের ঈমান ও 'আকীদা শুদ্ধ করার মাধ্যমে আল্লাহ এটাকে আমার পরকালের পাথেয় বানিয়ে দিন। –আমীন!

বিনীত

শেখ আইনুল বারী
এস-১০২, মারে রোড
কলিকাতা-৭০০০১৮

তারিখ ঃ
১৪ই মার্চ, ১৯৯৭ ইং

https://www.facebook.com/178945132263517

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
ঈমানের শব্দগত ব্যাখ্যা	১৭
'আকীদার শব্দগত ব্যাখ্যা	১৭
ইসলামী ঈমান ও 'আকীদার গুরুত্ব	১৭
ইসলামের পরিভাষায় ঈমানের ব্যাখ্যা	১৮
ঈমানের বিষয়বস্তু	২০
শুধু বিশ্বাসই কি ঈমান?	২১
আল্লাহ্ সংক্রান্ত আল্লাহরই তথ্য	২৩
আল্লাহর ব্যাপারে তাঁর রাসূলের বক্তব্য	২৪
আল্লাহ্ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের মন্তব্য	২৫
আল্লাহ্ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ	২৬
আল্লাহ্ নামের বিকল্প শব্দই নেই	২৭
আল্লাহর গুণবাচক নামের সংখ্যা	২৯
আল্লাহর গুণবাচক বিভিন্ন নাম	৩১
আল্লাহর অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ	৩৪
আল্লাহর প্রমাণে আল্লাহরই ঘোষণা	৩৪
বিশিষ্ট তাবিঈ ইমাম জা'ফার সাদিক-এর যুক্তি	৩৫
ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর যুক্তি	৩৬
ইমাম মালিক (রহ.)-এর যুক্তি	৩৭
ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর দলীল	৩৮
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর দলীল	৩৮

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

এক গ্রাম্যব্যক্তির যুক্তি	৩৭
বৈজ্ঞানিক নিউটনের যুক্তি	৩৯
বুদ্ধির অক্ষমতা	৩৯
আস্তিক ও নাস্তিকের বিতর্ক	৪০
সৃষ্টিজগৎ স্রষ্টার পরিচয়	৪১
সৃষ্টিজগতের উপাস্য এক, না একাধিক?	৪৩
ইসলামী উপাস্য একজন মাত্র	৪৪
আল-কুরআন ও এক উপাস্যের প্রমাণ	৪৭
তাওহীদ বা একত্ববাদের ব্যাখ্যা	৪৮
তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ	৪৯
ইবাদাত ও তার অন্তর্গত বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা	৫১
তাওহীদে রবূবিয়্যাহ	৫৫
তাওহীদে আসমা ওয়াসসিফাত	৫৭
আল্লাহর নাম ও গুণে বিকৃতি তাওহীদে আসমা ও সিফাতের পরিপন্থী	৫৯
তিন রকম তাওহীদের সারাংশ	৫৯
আল্লাহ কি নিরাকার, না তুলনাহীন সাকার?	৬১
আল্লাহর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রমাণ	৬২
আল্লাহর হাতের তালু ও আঙ্গুলের প্রমাণ	৬৫
আল্লাহর পা ও পায়ের পাতার প্রমাণ	৬৫
আল্লাহর বিভিন্ন গুণাবলী	৬৬
আল্লাহর মধ্যে কোন রকম দোষই নেই	৬৭
আল্লাহ মানুষের সাথে আছে–তার ভাবার্থ	৭৩
আল্লাহর অবস্থান কোথায়?	৭৫
আল্লাহ 'আর্‌শে অধিষ্ঠিত	৭৬

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

'আর্‌শ ও কুরসীর পরিচিত	৮০
'আর্‌শে আল্লাহর বসা প্রসঙ্গে	৮২
আল্লাহর গুণ ও কাজ সংক্রান্ত-বিশ্বাসে বিভিন্ন দল	৮৪
জাহমিয়াহ ও মুশাববিহা-র পরিচিতি	৮৫
জাবরিয়াহ ও কাদরিয়ার পরিচিতি	৮৬
মুরজিয়া ও মু'তাযিলার পরিচয়	৮৭
খারিজী ও রাফিযী পরিচিতি	৮৯
হাদীসের আলোকে কাদরিয়াহ, মুরজিয়া ও খারিজী	৯১
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিচয়	৯২
আশআরী ও মা-তুরীদী	৯৩
আল্লাহর ক্ষমতার সামান্য নিদর্শন	৯৫
আল্লাহর গাম্ভীর্যের একটি বিবরণ	৯৬
ইসলামে অবতারবাদ নেই	৯৬
ওয়াহদাতুল-ওয়াজুদ ও হুলূলী মতবাদ	৯৭
ঈমানের দ্বিতীয় অঙ্গ ফেরেশতা	৯৯
ফেরেশতার জন্ম ও মৃত্যুর বৃত্তান্ত	৯৯
ফেরেশতাদের সংখ্যা	১০০
ফেরেশতাদের আকৃতি	১০১
ফেরেশতাদের বিভিন্ন নাম	১০৩
ফেরেশতাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	১০৬
ফেরেশতাদের বিভিন্ন রূপধারণ	১০৬
জিবরীল ('আ.)-এর পরিচয়	১০৮
মীকায়ীল ও ইসরাফীলের পরিচিতি	১১০

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

মালাকুল মাওত – ইযরাঈলের পরিচয়	১১২
হারূত ও মারূত প্রসঙ্গে	১১৪
ঈমানের তৃতীয় অঙ্গ আসমানী গ্রন্থ	১১৮
আসমানী কিতাবের সংখ্যা	১১৯
তাওরাতের পরিচয়	১২১
তাওরাতে বিকৃতি	১২২
যাবূর-এর পরিচয়	১২৪
ইনজীল-এর পরিচয়	১২৪
ইনজীলের বিকৃতি	১২৫
একাধিক ইনজীল ও তা নিয়ে বিতর্ক	১২৬
মথি ও তাঁর বাইবেল	১২৭
মার্ক-এর বাইবেল	১২৭
লূক-এর বাইবেল	১২৭
যোহন-এর বাইবেল	১২৮
চার বাইবেলের পরস্পর বিরোধী তথ্য	১২৮
বার্নাবাসের বাইবেল	১২৮
বাইবেল-বিকৃতির কিছু প্রমাণ	১৩০
আল-কুরআনের পরিচয়	১৩১
কুরআনের অর্থ ও বিভিন্ন তথ্য	১৩৩
অন্যান্য আসমানী - গ্রন্থের বিকল্প আল-কুরআন	১৩৬
বেদ কি ঐশীগ্রন্থ	১৩৬
চার বেদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১৩৭
চার বেদের বিভিন্ন শাখা ও সংস্করণ	১৩৮
প্রমাণপঞ্জী	১৪০

https://www.facebook.com/178945132263517

ঈমানের শব্দগত ব্যাখ্যা

আরবী ঈমান শব্দটি আমন শব্দ থেকে উৎপন্ন। আমন শব্দের অর্থ নিশ্চিত হওয়া ও নিরাপদ হওয়া প্রভৃতি। তেমনি ঈমান শব্দের শাব্দিক অর্থ নিশ্চিন্ত করা ও নিরাপদ করা এবং বিশ্বাস করা ইত্যাদি।

(মিসবা-হুল-লুগা-ত ১৭ পৃষ্ঠা)

কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম প্রদর্শিত আল্লাহ ও ফেরেশতা এবং আসমানী গ্রন্থ ও নাবী রাসূল আর পরকাল ও ভাগ্যের ভাল মন্দের উপর বিশ্বাস করে এবং সেইমত কাজ করতে পারে তাহলে তার ঐ বিশ্বাস ও কাজ তাকে আল্লাহর রাগ ও জাহান্নাম প্রভৃতি থেকে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ করতে পারে। এজন্য ঐ ইসলামী বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়।

'আকীদার শব্দগত ব্যাখ্যা

কোন ধারণা ও বিশ্বাস যখন মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় তখন ঐ ধারণাটা তার মনের মধ্যে গেঁথে যায় এবং তা গাঁট বাঁধার মতো চিমটে যায়। আরবীতে বাঁধাকে আক্বদ বলে– (মিসবাহুল লুগাত ৫৪৪ পৃষ্ঠা)। তাই মনের বদ্ধমূল ধারণাকে আরবীতে 'আকীদা বলা হয়। এই ঈমান ও 'আকীদা যখন ইসলাম ভিত্তিক হয় তখন মনের ঐ বিশ্বাসকে ইসলামী ঈমান এবং ওই বদ্ধমূল ধারণাটাকে ইসলামী 'আকীদা নামে অভিহিত করা হয়।

ইসলামী ঈমান ও 'আকীদার গুরুত্ব

যেকোন কাজের ভিতই হচ্ছে মনের বিশ্বাস। কোন বিষয়ের উপরে বিশ্বাস না জন্মালে তা করতে কোন মানুষই উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয় না।

https://www.facebook.com/178945132263517

তেমনি ইসলাম নির্দেশিত সমস্ত কাজকর্মেরই বুনিয়াদ ইসলামী ঈমান ও 'আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য ইসলামী কাজকর্ম করার আগে ইসলামী ঈমানের বিষয়টা জানা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য একান্ত ফরয ও অপরিহার্য কর্তব্য। তাই এক যুবক সাহাবী জনুদুব ইবনে 'আবদুল্লাহ (রাযি.) বলেন, আমরা নাবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তখন আমরা নব যুবক ছিলাম। তাই আমরা কুরআন শেখার আগে ঈমান শিখতাম। তারপরে আমরা কুরআন শিখতাম। ফলে ওর কারণে আমাদের ঈমান বেড়ে যেত। (ইবনে মা-জাহ ৭ম পৃষ্ঠা)

ঈমানের এই গুরুত্বের কারণেই আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে প্রায় ৭২০ (সাতশো বিশ) জায়গায় ঈমানের আলোচনা করেছেন।

('আকীদাতুল মুসলিমীন ১ম খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা)

সঠিক ও বিশুদ্ধ ইসলামী 'আকীদা ছাড়া একজন মুসলিম ইসলাম বিরোধী ধ্যান-ধারণা থেকে বাঁচতে পারে না। সেজন্যই মহানাবী ﷺ নাবী হবার পরে মাক্কা মুআযযামায় সুদীর্ঘ ১৩ (তের) বছর থাকাকালীন লোকদেরকে সালাত ও যাকাত, রোযা ও হাজ্জ এবং জিহাদ প্রভৃতি পালন করার আর সুদ ও ব্যাভিচার এবং মদ ও জুয়া ত্যাগ করার নির্দেশ দেবার আগেই 'আকীদা বিশুদ্ধ করার এবং মূর্তিপূজা ত্যাগ করার তাগিদ দিতে থাকেন। (আল ইরশা-দ ইলা-সহীহিল ইতিক্বা-দ ১৩ পৃষ্ঠা)

ইসলামের পরিভাষায় ঈমানের ব্যাখ্যা

ঈমানের বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন ঃ

﴿لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ...﴾

"পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোটা পুণ্য নয়। বরং পুণ্য হচ্ছে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে আল্লাহ তা'আলাকে এবং শেষদিন ও ফেরেশতাকে আর আসমানী গ্রন্থ ও নাবীদেরকে....।" (সূরা ঃ আল-বাকারা ২ ঃ ১৭৭)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

অন্যত্র আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً بَعِيْدًا ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তিনি যে কিতাব তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাতে ঈমান আন এবং কেউ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং আখিরাতকে প্রত্যাখ্যান করলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।" (সূরা আন-নিসা ৪ ঃ ১৩৬)

উক্ত আয়াত দু'টিতে পাঁচটি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে। তা হলো ঃ (১) আল্লাহ তা'আলা, (২) ফেরেশতা, (৩) আসমানী গ্রন্থাবলী, (৪) নাবী রাসূল, (৫) শেষদিন তথা পরকাল। সহীহ হাদীসে আরো কয়েকটি বিষয় বাড়তি আছে। যেমন 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)-এর বর্ণনায় আছে যে, একবার জিবরাঈল (আঃ) একজন মুসাফিরের বেশে নাবী ﷺ-এর কাছে হাযির হন। তখন বহু সাহাবায়ে কিরা-ম তাঁর কাছে ছিলেন। এমতাবস্থায় জিবরাঈল ('আ.) নাবী ﷺ-কে কয়েকটা প্রশ্ন করেন। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল, ঈমান কী? হে মুহাম্মাদ! তিনি (ﷺ) বলেন ঃ আপনার বিশ্বাস করা আল্লাহকে এবং তাঁর ফেরেশতা ও তাঁর কিতাবগুলোকে, আর তাঁর প্রেরিত দূত রাসূলদেরকে এবং শেষ দিনটিকে। আর আপনার বিশ্বাস করা ভাগ্যের ভাল ও মন্দকে .....।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১১ পৃষ্ঠা)

উক্ত হাদীসটিতে কুরআনে বর্ণিত পাঁচটি বিষয়ের সাথে একটি বিষয় বাড়তি করা হয়েছে। তা হল ভাগ্যের ভাল ও মন্দকে বিশ্বাস করা। তেমনি 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণনায় আরো কতিপয় বিষয় বাড়তি

https://www.facebook.com/178945132263517

আছে। যেমন একদা জিবরাঈল ('আ.) এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কতিপয় বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয় ঈমান কী বর্ণনা করতে বলেন। তখন তিনি (ﷺ) বলেন ঈমান হচ্ছে– আপনার বিশ্বাস করা আল্লাহ তা'আলাকে, শেষদিনটিকে এবং ফেরেশতা ও কিতাব আর নাবীদেরকে। আর আপনার বিশ্বাস করা মৃত্যুকে এবং মৃত্যুর পরের জীবনকে। আর আপনার বিশ্বাস করা জান্নাত ও জাহান্নামকে এবং পরকালের হিসাব ও মীযা-নকে আর আপনার বিশ্বাস করা ভাগ্যের ভাল ও মন্দ সবটাকে। (মুসনাদে আহমাদ ১ম খণ্ড, ৫২৪ পৃষ্ঠা, মুসনাদে বাযযা-র, তাফসীর দুররে মানসূর ১ম খণ্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা)

ঈমানের বিষয়বস্তু

উপরে বর্ণিত কুরআনের দু'টি আয়াত এবং দু'টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী ঈমানের বিষয়বস্তু ১২টি। আর তা হল ঃ

(১) আল্লাহ তা'আলা, (২) ফেরেশতা, (৩) আসমানী গ্রন্থাবলী, (৪) আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত দূত নাবী রাসূল, (৫) শেষদিন তথা পরকাল, (৬) ভাগ্যের ভাল ও মন্দ (৭) মৃত্যু (৮) মৃত্যুর পরের জীবন, (৯) জান্নাত, (১০) জাহান্নাম, (১১) হাশরের মাঠের হিসাব নিকাশ এবং (১২) মীযা-ন।

উক্ত ১২টি বিষয়ের মধ্যে ৭ নম্বর থেকে ১২ নম্বর পর্যন্ত বিষয়গুলো পাঁচ নম্বরের অন্তর্ভুক্ত। তাই সংক্ষেপে ইসলামী ঈমানের বিষয়বস্তু ৬ (ছয়)টি। ঐ ছয়টির মধ্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এক ও পাঁচ নম্বরটি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এবং পরকাল। সেজন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ আল্লাহ এবং পরকালের উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন ঃ

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا﴾

https://www.facebook.com/178945132263517

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

(সূরা আহযা-ব ৩৩ ঃ ২১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মান কা-না ইয়ু'মিনু বিল্লা-হি অলইয়াওমিল আ-খিরি ফালইয়ুকরিম যাইফাহূ-যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষদিনটিকে বিশ্বাস করে সে যেন তার অতিথির সম্মান করে। অন্যান্য বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা এবং শেষদিনটিকে বিশ্বাস করে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষদিনটিকে বিশ্বাস করে সে যেন ভাল কথা বলে, নতুবা চুপ থাকে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষদিনটিকে বিশ্বাস করে সে যেন তার রক্তের সম্পর্ক অটুট রাখে।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৬৮ পৃষ্ঠা)

শুধু বিশ্বাসই কি ঈমান?

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ওয়াকী' (রহ.) বলেন, আহলে সুন্নাত বলেন, ঈমান হচ্ছে, কাওল ও আমল। অর্থাৎ মুখে বলা ও কাজে করা। আর মুরজিয়া ফির্কা বলে, ঈমান কেবলমাত্র মুখে বলা। আর জাহমিয়্যাহ ফির্কা বলে, ঈমান কেবলমাত্র পরিচয় জ্ঞান। (আশ-শারীআহ, ১৩১ পৃষ্ঠা)

মুহাদ্দিস ইমাম আবূ বাকর মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আল আ-জুরী (মৃত ৩৬০ হিঃ) তাঁর বর্ণনাসূত্র চতুর্থ খলীফা 'আলী (রাযি.) পর্যন্ত মিলিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

আল ঈমা-নু ক্বওলুম বিললিসা-ন ০ ওয়া আমালুম বিলআরকা-ন ০ ওয়া ইয়াক্বীনুম বিল ক্বালব ০ অর্থাৎ ঈমান হচ্ছে জিব দিয়ে বলা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে করা আর অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা। (আশ-শারীআহ, ১৩১ পৃষ্ঠা)

দুই বিখ্যাত সাহাবী আলী ইবনে আবী তালিব এবং 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযি.) বলেন, বিনা কাজে শুধু কথা ফায়দা দেয় না এবং বিনা কথায় কাজও হয়না। আর বলা ও করা বিনা নিয়্যাতে বা মন থেকে হয় না। আর

https://www.facebook.com/178945132263517

নিয়্যাতও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরীকা তথা সুন্নাতের মোতাবেক না হলে তা সঠিক হয় না। (আশ-শারীআহ ১৩১, পৃষ্ঠা)

এজন্য নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত এবং তাঁর সাহাবীদের একটি দল থেকে বর্ণিত আর অধিকাংশ তা-বিঈ থেকে বর্ণিত আছে যে, ঈমান হচ্ছে– তাস্বদীকুম বিলক্বালব (অন্তরে সত্য জানা) - ক্বওলুম বিললিসা-ন (জিব দ্বারা বলা) এবং আমালুম বিলজাওয়া-রিহ (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা তা কাজে পরিণত করা)। আর যারা এ কথা বলে না তারা ওদের মতে কুফরী করে।

(আশ-শারীআহ ১৩০ পৃষ্ঠা)

আল্লামা ইবনে রজব 'শারহে আরবায়ীন' গ্রন্থে বলেন, সালাফ ও হাদীস বিশারদদের থেকে একথা প্রসিদ্ধ আছে যে, ঈমান হচ্ছে বলা ও করা এবং মনন। আর সমস্ত কাজই ঈমান নামের অন্তর্ভুক্ত। আর ইমাম শাফিঈ (রহ.) বলেন, এ বিষয়ে সাহাবায়ে কিরাম এবং তাঁদের পরবর্তী তা-বিয়ীনে ইযামদেরও ইজমা তথা সর্বসম্মত রায় আছে– ('আকীদাতুল মুসলিমীন ২য় খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা)। এজন্যই মনে হয় আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের ৭০টি আয়াতে ঈমান ও 'আমলের কথা মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন– (কিতাবুশ শারীয়াত, ৩৪ পৃষ্ঠা)।

ইমান মালিক ও শাফিঈ, ইমাম আহমাদ ও আওযা-য়ী, ইমাম ইসহাক ইবনে রাওয়াহ ও সমস্ত মুহাদ্দিসীনে কিরাম এবং মদীনাবাসী ও আহলে যা-হির আর মুতাকাল্লিমদের একটি দল এদিকে গিয়েছেন যে, ঈমান হচ্ছে তাস্বদীক বিলজিনা-ন (অন্তরে সত্য জানা), ইকরা-র বিললিসা-ন (মুখে স্বীকার করা) এবং 'আম্‌র বিল আরকা-ন (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে কাজ করা)।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) থেকে বর্ণিত এবং কারা-মিয়্যাহ ফির্কাও ঐদিকে গিয়েছেন, তা হল এই যে, ঈমান হচ্ছে কেবলমাত্র ইক্বরার বিললিসা-ন। অর্থাৎ শুধুমাত্র মুখে স্বীকার করা। তাই তাদের মতে মুনাফিকরাও ঈমানে পূর্ণাঙ্গ। তবে তাঁরা এ কথাও বলেন যে, মুনাফিকরা সেইসব শাস্তির অধিকারী হবে যার ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা করেছেন তাদের সাথে। (শারহুল 'আকীদাতিত তাহা-ভিয়্যাহ ৩৭৩ পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

সাহল ইবনে 'আবদুল্লাহ তাসতারী (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ঈমান কী? তিনি বলেন, কথা ও কাজ এবং মনন ও সুন্নত। তাই ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন, ঈমান যখন বিনা কাজে শুধু কথাতে হবে তখন তা কুফরী হবে। আর যখন তা শুধু কথা ও কাজে হবে বিনা মননে (নিয়্যাতে) তখন তা মুনাফিকী হবে। আর যখন তা সুন্নাত মোতাবেক না হয়ে কেবল কথা ও কাজ এবং নিয়্যাত অনুযায়ী হবে তখন তা বিদআত ও মনগড়া হবে। (কিতাবুল ঈমান, ১৫২ পৃষ্ঠা)

বাংলা প্রবাদে বলে, শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজে না। তেমনি শুধু মুখে ঈমান এনেছি বললে তা ঈমান হবে না। শুধু মৌখিক ঈমানের দাবী ভাঁওতাবাজী হয় না কি? মাক্কার কাফিররাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মুখে ঈমান এনেছিল। কিন্তু তারা তা কাজে পরিণত না করার জন্য মহানাবী ﷺ-কে তাদের সাথে নয় বছরে ২৭টি যুদ্ধ করতে হয়েছিল। তাই অন্তরে বিশ্বাস রেখে মুখে উচ্চারণ করে ইসলামী ঈমানের বাস্তব প্রমাণ কাজের মাধ্যমে দিতে হবে। ইসলামী ঈমানের সর্বপ্রথম ও প্রধানতম বিষয় আল্লাহ। তাই এবার আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

আল্লাহ সংক্রান্ত আল্লাহরই তথ্য

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ﴾

"তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং আন'আমের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন

https://www.facebook.com/178945132263517

তাদের জোড়া। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা শূরা ৪২ ঃ ১১)

বিশিষ্ট তাবিঈ যাহহা-ক, কাতাদাহ ও মুক্বাতিল বলেন, একদা ইয়াহূদীদের কয়েকজন পাদ্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললো, হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার প্রতিপালকের গুণাগুণ আমাদের সামনে বর্ণনা করুন। যাতে আমরা আপনার উপরে বিশ্বাস করি। কারণ, আল্লাহ তা'আলা (আমাদের ধর্মগ্রন্থ) তাওরাতেও নিজের গুণ বর্ণনা করেছেন।

অতএব আপনি সংবাদ দিন যে, তিনি কোন্ জিনিস থেকে তৈরী? এবং তিনি কোন্ ধাতু– সোনা ও তামা এবং পিতল ও লোহা, না রূপো থেকে সৃষ্টি? তিনি কী খাওয়াদাওয়া করেন? কার উত্তরাধিকার তিনি? তাঁরও উত্তরাধিকারী কে? তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা ইখলাস নাযিল করে বলেন ঃ

১। তুমি বল (হে মুহাম্মাদ) সেই আল্লাহ একক। ২। যে আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। অথচ সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী। ৩। তিনি (কাউকেই) জন্ম দেননি এবং তাঁকেও (কারো দ্বারা) জন্ম দেয়া হয়নি। ৪। আর তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই।

[ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) রচিত সূরা ইখলাসের তাফসীর, উর্দূ অনুবাদ ২৯ পৃষ্ঠা]

আল্লাহর ব্যাপারে তাঁর রাসূলের বক্তব্য

বিশিষ্ট সাহাবী আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কারো কাছে শয়তান আসে। অতঃপর সে বলে, এটা (আসমানটা) সৃষ্টি করেছে কে? এটা (যমীনটা) সৃষ্টি করেছে কে? পরিশেষে সে বলে, তোমাদের প্রতিপালককে সৃষ্টি করেছে কে? তাই যখন সে এই পর্যায়ে পৌঁছে যাবে তখন সে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করবে এবং ঐ চিন্তা-ভাবনা থেকে বিরত থাকবে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৮ পৃষ্ঠা)

আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তখন সে বলবে,

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

اَللّٰهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ -

আল্লা-হু আহাদ ০ আল্লা-হুস্ সমাদ ০ লাম ইয়ালিদ অলাম ইউলাদ ০ অলাম ইয়াকুল লাহূ কুফুওয়ান আহাদ ০

তারপর সে বামদিকে তিনবার থুথু ফেলবে এবং

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"আ'ঊযু বিল্লা-হি মিনাশ শাইত্ব-নির রাজীম" বলবে।

(আবূ দাউদ, মিশকাত ১৯ পৃষ্ঠা)

একটি দুর্বল সূত্রের হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তাফাককারূ ফী খলক্বিল্লা-হ ০ অলা তাফাককারূ ফিল্লা-হ ০ ফাইন্নাকুম লান তাকদিরূ ক্বদরাহূ ০ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কর। কিন্তু আল্লাহর (সত্ত্বা) সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করো না। কারণ, তোমরা তাঁর মর্যাদায় পৌঁছবার শক্তি কখনই রাখো না।

(আবূ নুআইমের হিলয়্যাহ, আল-'আকায়িদুল ইসলা-মিয়্যাহ ২১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের মন্তব্য

বিশিষ্ট সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রাযি.) বলেন, তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কর। কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করো না। তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর থেকেই বর্ণিত, তোমরা আল্লাহর সম্পদগুলো সম্পর্কে চিন্তা কর। কিন্তু আল্লাহর সত্ত্বা সম্পর্কে চিন্তা করো না। ('আকীদাতুল মুসলিমীন ১ম খণ্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

খ্যাতনামা সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাযি.) বলেন, তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা কর। কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা করো না। প্রসিদ্ধ সাহাবী আবূ যার (রাযি.) বলেন, তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে

https://www.facebook.com/178945132263517

চিন্তা-ভাবনা কর। কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করো না। তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। (ঐ- ১৩৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ

ইসলামী মতে বিশ্বজগতের একচ্ছত্র অধিপতি একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহর সত্ত্বাগত নাম আল্লাহ। তাঁর এই- "আল্লা-হ"– নামটি আল-কুরআনে ২৬২১ জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে। সেজন্য আল্লাহ ছাড়া আর কারো নাম আল্লাহ রাখা হয়নি। ('আকীদাতুল মুসলিমীন ১ম খণ্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ শব্দটি কোন শব্দ থেকে গঠিত কিনা- এ ব্যাপারে ইসলামী বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ আছে। আল্লামা কালবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেন, আল্লাহ শব্দটি ইসমে-জা-মিদ। অর্থাৎ এ শব্দটি কোন শব্দ থেকে উৎপন্ন নয়। এর মধ্যকার– "আলিফ ও লাম"– বর্ণ দুটি এর অপরিহার্য অঙ্গ। এই আলিফ-লামটি আরাবী ব্যাকরণের নিয়মানুসারে "মা'রিফাহ বা বিশেষকরণের আলিফ-লা-ম নয়। (ঐ- ৮০ পৃষ্ঠা)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) বলেন, আল্লাহ শব্দটির আসল হচ্ছে– ইলা-হ। ইলা-হ শব্দের প্রথম বর্ণ হামযাহ উড়িয়ে দিয়ে ওর সাথে আলিফ লা-ম যোগ করার ফলে আল্লাহ হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ শব্দটি হচ্ছে আল+ইলা-হ = আল্লা-হ। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহু হুঅল্লাযী ইয়া'লাহুহু কুল্লু শাইয়িন ওয়া ইয়া'বুদুহু কুল্লু খলক্বিন- অর্থাৎ আল্লাহ সেই, যাঁর উপাসনা করে প্রত্যেক জিনিসই এবং যাঁর গোলামী করে প্রত্যেক সৃষ্টিই। তাই আল্লাহ শব্দের অর্থ- যুলউলুহিয়্যাহ অলউবূদিয়্যাহ, অর্থাৎ আল্লাহ উপাসনা ও গোলামী পাবার যোগ্য।

(তাফসীরে তাবারী ১ম খণ্ড, ৪০ ও ৪১ পৃষ্ঠা)

আল্লামা সীবওয়াহ বর্ণনা করেছেন খলীল থেকে যে, আল্লাহ শব্দের আসল ইলা-হ শব্দটি ফিয়া-লের ওযনে। যেমন না-স শব্দটির আসল উনা-স। কারো মতে, আল্লাহ শব্দের আসল "লা-হ"। সম্মানার্থে ওতে

https://www.facebook.com/178945132263517

আলিফ ও লা-ম যোগ করে আল্লাহ করা হয়েছে। কারো মতে, ইলা-হ আসলে ছিল ভিলা-হ (ওয়াও যের দিয়ে)। এর হামযাহটি ওয়াও দ্বারা বদলে দেওয়া হয়েছে। যেমন ইশা-হ ও ইসা-দাহ শব্দের হামযাহটা বদলে ভিশা-হ এবং ভিসা-দাহ করা হয়েছে। আরাবী– "অলাহা"– শব্দের অর্থ তাহাইয়্যারা বা হতভম্ব হওয়া। ভিলা-হ বা ইলাহকে আল্লাহ এজন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রকৃতি বুঝতে সবারই বুদ্ধি হতভম্ব হয়ে যায়। বিশিষ্ট তা-বিঈ যাহহাক বলেন, আল্লাহর নাম ইলাহ এজন্য হয়েছে যে, সমস্ত সৃষ্টি তাদের সব প্রয়োজনে একমাত্র তাঁরই কাছে আশ্রয় নেয় এবং তাদের বিপদাপদে শুধু তাঁরই কাছে সবাই কাঁদাকাটা করে। (তাফসীরে কুরতুবী ১ম খণ্ড, ৭২ ও ৭৩ পৃষ্ঠা)

হাফিয ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, রব্ব তাবা-রক ওয়া তা'আ-লার বিশেষ নাম আল্লাহ। এটা এমনই নাম যে-নামটা তাঁর ছাড়া আর কারো নামই নেই। এজন্য আরবদের ভাষায় অন্য কারো ব্যাপারে আল্লাহ নামটি পরিচিত হয়নি। ইমাম রা-যী কতিপয় বিদ্বান থেকে বলেন, আল্লাহ শব্দটি হিব্রু ভাষার শব্দ। এটা আরাবী শব্দ নয়। তারপর তিনি বলেন, এই মতটি অতি দূর্বল।
(তাফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড, ২০, ২১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ নামের বিকল্প শব্দই নেই

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন নিজের নামের ব্যাপারে বলেন ঃ

﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾

অর্থাৎ "তুমি কি তাঁর সমগুণসম্পন্ন কাউকেও জান?" (সূরা মারইয়্যাম ১৯ ঃ ৬৫)। এজন্য আল্লাহ শব্দের প্রতিশব্দ পৃথিবীর কোন ভাষাতেই নেই। যেমন বাংলায় আল্লাহর ভাবার্থে ঈশ্বর ও ভগবান প্রভৃতি শব্দ বলা হয়। উক্ত শব্দগুলোর স্ত্রীলিঙ্গ ঈশ্বরী ও ভগবতী আছে। তাই ঐ শব্দগুলো আল্লাহর সমনাম হতেই পারে না। এজন্য বাংলা ভাষাতে আল্লাহর বিকল্প কোন শব্দ না লিখে 'আল্লাহ' শব্দটিই লেখা উচিত।

https://www.facebook.com/178945132263517

তেমনি ইংরেজী ভাষায় আল্লাহর বিকল্প শব্দ God -ও লেখা চলবে না। কারণ গড-এর স্ত্রীলিঙ্গ Goddess আছে।

অথচ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেছেন ঃ

﴿وَلَمْ تَكُنْ لَّهُ صَاحِبَةٌ﴾

"তাঁর কোন সঙ্গিণী নেই।" (সূরা আন'আম ৬ ঃ ১০১)

তাই ইংরেজীতেও আল্লাহর বিকল্প শব্দ "গড" না লিখে আল্লাহই লিখতে হবে। এজন্য সউদী সরকার কর্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত ইংরেজী কুরআনের কোথাও God না লিখে Allah শব্দ লেখা আছে।

ফারসী ভাষায় আল্লাহর বিকল্প শব্দ– "খোদা"– লেখা হয় বাংলা ভাষায় ও খোদা শব্দটি ঢালাওভাবে ব্যবহার করা হয়। 'খোদা' শব্দটাও আল্লাহর সমার্থবোধক শব্দ নয়। কারণ, খোদা শব্দের অর্থ মালিকও হয়। যেমন ফারসীতে বলা হয়- না-ও-খোদা। বহুল প্রচলনে না-খোদা – অর্থাৎ নৌকার মালিক মাঝি। তাই আল্লাহর বিকল্প হিসেবে খোদা শব্দটি ব্যবহার করলে আল্লাহর অর্থ উপাস্য হওয়ার মধ্যে বিকৃতভাব প্রকাশ পায়। যার মধ্যে কিছুটা শির্কের গন্ধ আসে। অতএব আল্লাহর বিকল্প শব্দ হিসেবে খোদা শব্দও লেখা চলবে না।

ফারসী ভাষায় মোটেই জ্ঞান নেই এমন কিছু বাঙালী লেখক বাংলাতে খোদা শব্দটিকে– "খুদা" লিখেছেন। এরূপ উচ্চারণ ভুল। তাই ঐ বানান লেখকদের ভুলটা সংশোধন করে নেয়া উচিত। খোদা শব্দের শব্দগত প্রকৃতি জানার আগে ইতোপূর্বে অনেক বইয়ে আমি নিজেও খোদা শব্দটি লিখেছি। তাই সবাইকে জানিয়ে আগামীর জন্য ঐ ভুলটা আমি নিজেও সংশোধন করে নিলাম। আল্লাহ আমাদের সবাইকে প্রকৃত সত্য গ্রহণ করার তাওফীক দিন– আমীন!

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লাহর গুণবাচক নামের সংখ্যা

আল্লাহর প্রকৃত নাম আল্লাহ। এছাড়া আল্লাহর গুণবাচক বহু নাম আছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন ঃ

﴿وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ﴾

অর্থাৎ "আল্লাহর বহু সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। তাই তোমরা তাঁকে ঐ নামেই ডাকো। আর যারা তাঁর নামগুলোর ব্যাপারে বিকৃতি ঘটায় তাদেরকে তুমি ত্যাগ কর।" (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ১৮০)

কুরআনের আরো তিনটি আয়াতে আছে যে, "আল্লাহর বহু সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে।"

(সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ ১১০, সূরা তা-হা ২০ ঃ ৮, সূরা হাশর ৫৯ ঃ শেষ আয়াত)

আল-কুরআনের কোথাও এ কথা বলা হয়নি যে, আল্লাহর নামের সংখ্যা কত। কিন্তু একটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে যে, ঐ সংখ্যা নিরানব্বই। যেমন বিশিষ্ট সাহাবী আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার একশোতে এক কম ৯৯ (নিরানব্বই)টি নাম আছে। যে ব্যক্তি তা আয়ত্ব করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বিজোড়। তিনি বিজোড়কে ভালবাসেন।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৯৯ পৃষ্ঠা)

অন্য একটি হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহর নামগুলো নিরানব্বই সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যেমন বিখ্যাত সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কিংবা দুর্দশাগ্রস্ত হয়, অতঃপর সে যদি একটি দু'আ পড়ে তাহলে আল্লাহ তার ঐ দুশ্চিন্তা এবং দুঃখ দূর করে দেবেন। ঐ দু'আর মধ্যে এই শব্দগুলো আছে ঃ আসআলুকা বিকুল্লি ইসমিন হুওয়া লাকা সাম্মাইতা বিহী নাফসাকা আও

https://www.facebook.com/178945132263517

আনযালতু ফী কিতা-বিকা আও আল্লামতাহূ আহাদাম মিন খলক্বিকা আভিসতা'সারতা বিহী ফী 'ইলমিল গাইবি ইনদাকা.....।

অর্থাৎ আমি তোমার কাছে ভিক চাচ্ছি তোমার সেই সমস্ত নামের দোহাই দিয়ে যা দ্বারা তুমি নিজের নাম রেখেছো। কিংবা যা তুমি তোমার গ্রন্থে নাযিল করেছো। অথবা যা তুমি তোমার সৃষ্টির মধ্যে কাউকে শিখিয়েছো কিংবা তোমার নিকটে যে অদৃশ্য জ্ঞান আছে তাতে তুমি যে নামকে প্রাধান্য দিয়েছো.....।

(আহমাদ, আবূ ইয়ালা, তাবারানী, বাযযার, মাজমাউয যাওয়া-য়িদ ১০ম খণ্ড-১৮৬ পৃষ্ঠা, বাইহাকীর কিতা-বুল আসমা ওয়াসসিফাত, তাফসীর দুররে মানসূর ৩য় খণ্ড-২৭১ পৃষ্ঠা)

উক্ত হাদীসটিতে এ কথা পরিষ্কার রয়েছে যে, আল্লাহর এমন অনেক নাম আছে, যার জ্ঞানের দোহাই দ্বারা তিনি কোন জিনিসকে প্রাধান্য দেন। তাই তিরমিযীর ভাষ্যকার আল্লামা ইবনুল আরাবী মালিকী তাঁর 'আ-রিয়াতুল আহওয়াযী' গ্রন্থে কোন বিদ্বান থেকে বলেন যে, তিনি কুরআন ও হাদীস থেকে আল্লাহর এক হাজার নাম সংগ্রহ করেছেন। অবশ্য প্রকৃত জ্ঞান তো আল্লাহ তা'আলার কাছে আছে।

('আকীদাতুল মুসলিমীন ১ম খণ্ড, ৭৮ পৃঃ; তাফসীর ফাতহুল বায়ান ৩য় খণ্ড, ৪১৩ পৃঃ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার দু'আ কবূলের জন্য অযূ করে মাসজিদে ঢুকে দু' রাক'আত সালাত আদায়ের পর একটি দু'আ পড়ার কথা 'আয়িশা (রাযি.)-কে বলেন। ঐ দু'আর মধ্যে এই শব্দগুলো আছে ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বি-জামীয়ি আসমা-য়িকাল হুসনা কুল্লিহা মা-'আলিমনা মিনহা ওয়ামা-লাম না'লাম– অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ভিক চাচ্ছি তোমার সেই সমস্ত উত্তম নামগুলোর দোহাই দিয়ে যার মধ্যে কিছু আমরা জানি এবং কিছু আমরা জানিই না।

(বাইহাকী, তাফসীর দুররে মানসূর ৩য় খণ্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা)

তাই ইমাম রা-যী কিছু বিদ্বান থেকে এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর পাঁচ হাজার নাম আছে। কুরআন ও সহীহ হাদীসে এক হাজার।

https://www.facebook.com/178945132263517

তাওরাতে এক হাজার। ইনজীলে এক হাজার। যাবূরে এক হাজার। আরও লাওহে মাহফূযে এক হাজার।

(তাফসীরে কাবীর ১ম খণ্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা; তাফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহর গুণবাচক বিভিন্ন নাম

আগে বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আল্লাহর নিরানব্বইটি নামের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কোন সহীহ হাদীসে ঐ নামগুলোর উল্লেখ নেই। তবে যঈফ তথা দুর্বল সূত্রের হাদীসে ঐ নামগুলোর উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন ইমাম তিরমিযী, ইবনুল মুনযির, ইবনে হিব্বান, ইবনে মানদাহ, তাবারানী, হাকিম, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাক্বী প্রমুখ আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নাম নিরানব্বই– এক কম একশো। যে ব্যক্তি তা আয়ত্ব করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বিজোড়। বিজোড়কে ভালবাসেন। নামগুলো এই ঃ

১) আল্লাহ। ২) আর-রহমান। ৩) আর-রহীম। ৪) আল-মালিক। ৫) আল-কুদ্দুস। ৬) আস-সালাম। ৭) আল-মু'মিন। ৮) আল-মুহাইমিন। ৯) আল-'আযীয। ১০) আল-জাব্বার। ১১) আল-মুতাকাব্বির। ১২) আল খা-লিক্ব। ১৩) আল বা-রী। ১৪) আল-মুসাওভির। ১৫) আল-গফফার। ১৬) আল-ক্বাহহা-র। ১৭) আল ওয়াহহা-ব। ১৮) আর রাযযা-ক্ব। ১৯) আল ফাত্তা-হ। ২০) আল 'আলীম। ২১) আল ক্বা-বিয। ২২) আল বা-সিত্ব। ২৩) আল খা-ফিয। ২৪) আর রা-ফি'। ২৫) আল মু'ঈয। ২৬) আল মুযিল্লু। ২৭) আস-সামীউ। ২৮) আল বাশীর। ২৯) আল হাকাম। ৩০) আল আ'দল। ৩১) আল লাত্বীফ। ৩২) আল খাবীর। ৩৩) আল হালীম। ৩৪) আল 'আযীম। ৩৫) আল গফুর। ৩৬) আশ শাকুর। ৩৭) আল আলী। ৩৮) আল কাবীর। ৩৯) আল হাফীয। ৪০) আল মুকিত। ৪১) আল হাসীব। ৪২) আল জালীল। ৪৩) আল কারীম। ৪৪) আর রাকীব। ৪৫)

https://www.facebook.com/178945132263517

আল মুজীব। ৪৬) আল ওয়া-সি'উ। ৪৭) আল হাকীম। ৪৮) আল ওয়াদুদ। ৪৯) আল মাজীদ। ৫০) আল বা-'ঈস। ৫১) আশ শাহীদ। ৫২) আল হাক্ব। ৫৩) আল ওয়াকীল। ৫৪) আল কভিইয়্যু। ৫৫) আল মাতীন। ৬৫) আল ওয়ালিইয়্যু। ৫৭) আল হামীদ। ৫৮) আল মুহস্বী। ৫৯) আল মুবদী। ৬০) আল মু'ঈদ। ৬১) আল মুহয়ী। ৬২) আল মুমীত। ৬৩) আল হাইয়্যু। ৬৪) আল কাইয়্যুম। ৬৫) আল ওয়া-জিদ। ৬৬) আল মা-জিদ। ৬৭) আল ওয়া-হিদ। ৬৮) আল আহাদ। ৬৯) আস সামাদ। ৭০) আল ক্বা-দির। ৭১) আল মুকতাদির। ৭২) আল মুক্বাদ্দিম। ৭৩) আল মুআখখির। ৭৪) আল আউওয়াল। ৭৫) আল আ-খির। ৭৬) আয যা-হির। ৭৭) আল বা-ত্বিন। ৭৮) আল বার। ৭৯) আত তাওওয়া-ব। ৮০) আল মুন্তাক্বিম। ৮১) আল আ'ফুওউ। ৮২) আর রাঊফ। ৮৩) মা-লিকুল মুলকি যুলজালা- লি ওয়াল ইকরা-ম। ৮৪) আল ওয়া-লী। ৮৫) আল মুতা'আ-ল। ৮৬) আল মুক্বসিত্ব। ৮৭) আল জা-মি'উ। ৮৮) আল গানিইয়্যু। ৮৯) আল মুগনী। ৯০) আন নূর। ৯১) আল মা-নিউ ৯২) আন না-ফিউ ৯৩) আয যা-ররু ৯৪) আল হা-দী। ৯৫) আল বাদী'। ৯৬) আল বা-ক্বী। ৯৭) আল ওয়া-রিস। ৯৮) আর রশীদ। ৯৯) আস সবূর।

(তাফসীর দুররে মানসূর ৩য় খণ্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা)

হাফিয আবূ নু'আইম বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফার থেকে। মুহাম্মাদ বলেন, আমি আমার পিতা আবূ জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ আস সাদিককে আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন তা কুরআনে আছে এরূপ .....। (তাফসীর দুররে মানসূর ৩য় খণ্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা)

উক্ত জা'ফার আস সাদিক-এর কুরআন থেকে সংগৃহীত নিরানব্বইটি নামের মধ্যে অধিকাংশ নামই এর আগে তিরমিযী বর্ণিত যঈফ হাদীসটিতে আছে। আর তাঁর সন্ধানকৃত কিছু নাম এমন আছে যা পূর্বোক্ত হাদীসটিতে নেই। সেগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হল ঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

সূরা ফা-তিহায় আছে ঃ ১) রব্ব এবং সূরা বাকারাতে আছে ঃ ২) ক্বাদীর। ৩) কা-ফী। ৪) শা-কির। ৫) ইলা-হ। ৬) ক্বরীব। ৭) নাসীর। ৮) শাদীদ। ৯) সারী'অ। সূরা আ- লে 'ইমরানে আছে ঃ ১০) ক্বা-য়িম। ১১) স্বা-দিক্ব। ১২) মুন'ইম। ১৩) মুতাফাযযিল। সূরা আল-আন'আমে আছে ঃ ১৪) ফা-ত্বির। ১৫) বুরহা-ন। সূরা আনফালে আছে ঃ ১৬) আল-মাওলা। ১৭) আন-নাসীর। সূরা ইবরাহীমে আছে ঃ ১৮) মান্না-ন। সূরা হিজরে আছে ঃ ১৯) খালাক্ব। সূরা মারইয়ামে আছে ঃ ২০) ফার্দ। সূরা নূরে আছে ঃ ২১) মুবীন। সূরা যুমারে আছে ঃ ২২) 'আ-লিম। সূরা মু'মিনে আছে ঃ ২৩) গা-ফির। ২৪) রফী'। সূরা কামারে আছে ঃ ২৫) মালিক।

হাফিয ইবনে 'আবিদ দুনয়্যা 'আদ্ দু'আ' গ্রন্থে এবং আল্লামা তাবারানী, আবুশ শাইখ, হা-কিম, ইবনে মারদুইয়া, আবূ নু'আইম ও বাইহাক্বী প্রমুখ আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নের নামগুলো অন্যান্য বর্ণনায় নেই। তা হল এই ঃ ১) আল-হান্নান। ২) আল বা-দী। ৩) আল-মুগীস। ৪) আদ দা-য়িম। ৫) আল-মুনীর। ৬) আল-জামীল। ৭) আস-স্বাদিক্ব। ৮) আল-ক্বাদীম। ৯) আল্লাম। ১০) আল-মুদাব্বির। ১১) আল-কাফীল।

(তাফসীর দুররে মানসূর ৩য় খণ্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা)

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) [মৃত ৮৫২ হিঃ] আল-কুরআন থেকে আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম খুঁজে বের করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নের নামগুলো পূর্বে বর্ণিত জা'ফার আস সাদিক-এর অনুসন্ধানকৃত নামের মধ্যে নেই। তা হল এই ঃ ১) আল মুস্তা'আ-ন। ২) আল-খাফিই। ৩) আল গা-লিব। ৪) আল আকরম। ৫) আল আ'লা-। (আল 'আকীদাতু ফিল্লা-হ ১৯২ পৃষ্ঠা)

ইমাম ইবনে হাযম (রহ.) [মৃত ৪৫৬ হিঃ] বলেন, যেসব হাদীসে আল্লাহর নামগুলোর উল্লেখ আছে সে হাদীসগুলোর একটিও সহীহ নয়। তবে ঐসব নামগুলোর মধ্যে আমার নিকটে প্রায় ৮০টি নাম সঠিক।

(তাইসীরুল আযীযিল হামীদ ৬৪৪ পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

ইমাম জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ ও সুফইয়ান ইবনে 'উয়াইনাহ এবং আবূ যায়দ লুগাভী ও ইবনে হাজার আসকালানী আর ইমাম ইবনে হাযম আল্লাহর যেসব নামগুলোর উল্লেখ করেছেন তার সংখ্যা ১৬৫ (একশো পঁয়ষট্টি)। মোটকথা আল্লাহর নামগুলো সীমাবদ্ধ নয়। (ঐ- ৬৪৩ ও ৬৪৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহর অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ

ইতিহাস এ কথা সাক্ষ্য দেয় যে, পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার প্রত্যেক অংশে ও প্রত্যেক এলাকাতে প্রায় সবাই আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব স্বীকার করতো ও করে। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মই এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ আছেন। যিনি এ বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বিসমার্ক বলেন, ইতিহাসে এমন বহু বসতির উল্লেখ বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায় যেখানে কোন কেল্লা ও অট্টালিকা অবশ্যই ছিল। সেখানে বড় বড় পুল ও উঁচু উঁচু ব্যারেজ ও সেতুও ছিল। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোন বস্তির সন্ধান পাওয়া যায় না যে, সেখানে কোন 'ইবাদাতগৃহ ও উপাসনালয় ছিল না। ('আকীদাতুল মুমিন ৪১ পৃষ্ঠার ১নং টীকা)

ঐতিহাসিক বিসমার্কের উক্ত মন্তব্যটি স্বয়ং আল্লাহরই নিম্নে বর্ণিত উক্তিটির ব্যাখ্যা। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ﴾

অর্থাৎ "এমন কোন জাতিই নেই যে, যার মধ্যে (আল্লাহ সম্পর্কে) কোন সতর্ককারী আসেনি।" (সূরা ফা-তির ৩৫ ঃ ২৪)

আল্লাহর প্রমাণে আল্লাহরই ঘোষণা

আল-কুরআনে প্রায় ৫০০ (পাঁচশো) আয়াত এমন আছে যাতে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের প্রমাণ রয়েছে। তাই ইমাম গাযযালী (মৃত ৫০৫ হিঃ) বলেন, ফী ফিত্বরতিল ইনসান ওয়া শাওয়া-হিদিল কুরআ-ন মা-ইয়ুগনী আন

https://www.facebook.com/178945132263517

ইক্বা-মাতিল বুরহা-ন – অর্থাৎ মানুষের প্রকৃতিতে ও কুরআনের বিভিন্ন দলীলে যা কিছু আছে তা অন্য দলীল প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনই বোধ করে না। (ফাতহুল বা-ব লি-আক্বা-য়িদি উলিল আলবা-ব এর সারসংক্ষেপ 'আকীদাতুল মু'মিন ১১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন নিজের অস্তিত্বের প্রমাণে বলেন ঃ

﴿وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ﴾

"আর যমীনের মধ্যে বহু টুকরা রয়েছে পাশাপাশি। আর বাগানও রয়েছে আঙ্গুরের এবং শস্যক্ষেত ও খেজুর গাছও এমন আছে, যা গোছা গোছা ছড়া এবং কিছু বিনা গোছা ছড়া। একই পানি দ্বারা ওতে সেচ দেয়া হয়। এমতাবস্থায় আমি (ঐ ফলগুলোর) খাওয়ার স্বাদে ওদের কিছুকে অন্যের উপরে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এসবের মধ্যে (আমার কুদরাত) বহু নিদর্শন রয়েছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা বুঝে থাকে"– (সূরা আর-রা'দ ১৩ ঃ ৪)। অর্থাৎ একটি ফলন্ত গাছের একটি ফল মিষ্টি, অন্যটি পানসে এবং আরেকটি তেতো। তা হয় কী করে? এ তারতম্যকারী কে? তিনিই একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন।

বিশিষ্ট তাবিঈ ইমাম জা'ফার সাদিক-এর যুক্তি

বিশিষ্ট তাবিঈ ইমাম জা'ফার আস সাদিক (মৃত ৮৪ হিঃ)-এর সামনে এক নাস্তিক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে। তখন ইমাম জা'ফার তাকে বলেন, তুমি কখনো সমুদ্রে নৌকায় চড়েছো? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কখনো তাতে ভয়ে সম্মুখীন হয়েছো? সে বলল, হ্যাঁ। সে আরো বলল, একদিন ভীষণ ঝড় উঠেছিল। যা নৌকাটিকে ভেঙে ফেললো এবং মাঝিদের ডুবিয়ে মারলো। তখন আমি একটি তক্তায় শুয়ে পড়লাম।

https://www.facebook.com/178945132263517

অতঃপর তক্তাটাও আমার হাত থেকে সরে গেল। তারপর সমুদ্রের ঢেউগুলো আমাকে ঝাপটা মারতে মারতে এক কিনারায় ফেলে দিল।

এবার ইমাম সাহেব বললেন, প্রথমে তো তোমার ভরসা ঐ নৌকা এবং ওর মাঝির উপরে ছিল, তারপর ঐ তক্তাটির উপরে, হয়তো তা তোমাকে উদ্ধার করবে। তারপর এসবই যখন তোমার হাত ছাড়া হয়ে গেল তখন তুমি নিজেকে নিশ্চয়ই মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়েছিলে? নাকি বাঁচার আশা করেছিলে? সে বলল, তারপরেও আমি বাঁচার আশা করেছিলাম।

তখন ইমাম সাহেব বললেন, তাহলে তুমি কার কাছে বাঁচার আশা করেছিলে? সে চুপ হয়ে গেল। তিনি বললেন, ঐ মরণাপন্ন অবস্থায় তুমি যার কাছে আশা রেখেছিলে এবং যিনি তোমাকে ডুবে মরা থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন তিনিই আল্লাহ। নাস্তিকটি তখন তাঁর হাতে হাত রেখে ইসলাম কবূল করেন। (তাফসীরে কাবীর ১ম খণ্ড, ২১০ পৃষ্ঠা)

ইমাম জা'ফার সাদিকের উক্ত যুক্তিটি আল-কুরআনের সূরা ইউনুসের ২২ নং আয়াতের ভাবার্থ থেকে গৃহীত।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর যুক্তি

ইমাম ফাখরুদ্দীন রা-যী (মৃত ৬০৬ হিঃ) তদীয় তাফসীরে লিখেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) [মৃত ১৫০ হিঃ] নাস্তিকদের জন্য তলোয়ার স্বরূপ ছিলেন এবং নাস্তিকরাও তাঁকে হত্যা করার বাহানায় থাকতো। ইমাম ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) তাঁর মাসজিদে বসে ছিলেন। হঠাৎ একদল নাস্তিক তাঁকে হত্যা করার জন্য উলঙ্গ তরবারি নিয়ে তাঁর কাছে হাযির হল। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা প্রথমে আমার একটি কথার জবাব দাও। তারপর তোমরা যা চাও তা কর। তারা বলল, হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে আপনি আপনার কথা পেশ করুন।

তিনি বললেন, তোমরা সেই ব্যক্তির ব্যাপারে কী বলবে, যে তোমাদের এ কথা বলে, আমি সমুদ্রে একটি জাহাজ দেখেছি। যার মধ্যে রকমারী মাল

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

বোঝাই রয়েছে। সমুদ্রের ঝড়ো হাওয়া এদিকে ওদিকে বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাহাজটিকে একটুও এদিকে সেদিকে করতে পারছে না। বরং জাহাজটি সর্বদা সোজা চলে যাচ্ছে। অথচ ওর চালক কেউই নেই এবং দেখাশোনাকারীও কেউই নেই। এ ব্যাপারটা কি জ্ঞানতঃ ঠিক, না বেঠিক?

তখন তারা সবাই বলল, এ ব্যাপারটা তো বুদ্ধি গ্রহণ করে না। অতঃপর ইমাম সাহেব বললেন, সুবহা-নাল্লাহ! কী আশ্চর্যের ব্যাপার যে, সমুদ্রে বিনা নাবিকে একটি জাহাজের আপনা আপনি সোজা চলে যাওয়াকে বিবেকবুদ্ধি গ্রহণ করতে পারে না। অথচ এই বিশাল পৃথিবী রকমারি ও ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও একজন তদারকদারী ছাড়াও তা কী করে চলছে? তখন তারা সবাই কেঁদে ফেলল এবং বলতে বাধ্য হল যে, আপনি সত্যই বলেছেন। অতঃপর তারা নাস্তিকতা থেকে তাওবাহ করল– (তাফসীরে কাবীর ১ম খণ্ড, ২১০ পৃষ্ঠা)। পরে তারা তাঁর হাতে ইসলামও কবূল করল- (আকা-য়িদে ইসলাম ইদরীসী ২৩ পৃষ্ঠা)।

ইমাম আবূ হানীফার উক্ত যুক্তিটি আল-কুরআনের সূরা বাকারার ১৬৭ নং আয়াতের ভাবার্থ থেকে গৃহীত।

ইমাম মালিক (রহ.)-এর যুক্তি

বাদশাহ হারূন রশীদ একবার ইমাম মালিক ইবনে আনাস [মৃত ১৭৯ হিঃ] (রহ.)-কে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তখন তিনি শব্দগুলোর বিভিন্নতা এবং সুরগুলোর রকমারিতা আর ভাষাগুলোর ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার ব্যাপারে দলীল পেশ করেন। (তাফসীরে কাবীর ১ম খণ্ড, ২১০ পৃষ্ঠা)

উক্ত দলীলেরও মূল রয়েছে আল-কুরআনে। যেমন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

﴿وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ﴾

https://www.facebook.com/178945132263517

"তাঁর নিদর্শনের মধ্যে একটি হচ্ছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করা এবং তোমাদের ভাষাগুলো ও রংগুলো ভিন্ন ভিন্ন হওয়া। নিশ্চয় এর মধ্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য।" (সূরা রূম ৩০ ঃ ২২)

ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর দলীল

কিছু নাস্তিক ইমাম শাফিঈ [মৃত ২০৪ হিঃ] (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ কী? তখন তিনি বলেন, তুত গাছের পাতাও মজা এবং ওর রং ও গন্ধ আর ওর প্রকৃতি তোমাদের কাছে একই রকম কি না? তারা বলল, হ্যাঁ। এবার তিনি বললেন, ওটাকে গুটিপোকা খায়, ওর পেট থেকে রেশম বের হয়। ওটাকে মৌমাছি খায়, ওর পেট থেকে মধু বের হয়। ওটাকে বকরি খায়, তার পেট থেকে বকরীর পায়খানা বের হয়। আর ওটাকেই হরিণও খায়। কিন্তু তার পেটে মৃগনাভি তৈরী হয়। তাহলে তিনি কে? তিনি এত রকম জিনিসকে একমাত্র প্রকৃতি থেকে তৈরী করেছেন? এর উত্তরে তারা সন্তুষ্ট হল এবং তাঁর হাতে তারা ইসলাম গ্রহণ করল। তাদের সংখ্যা ছিল ১৭ (সতের) জন। (তাফসীরে কাবীর ১ম খণ্ড, ২১০ পৃষ্ঠা)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর দলীল

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে এ হাদীস পেশ করেন যে, একটি চকচকে মযবুত কেল্লা। যাতে কোন ছিদ্র নেই। তার বাহ্যিকটা গলানো-চাঁদির মত এবং ভেতরটা খাঁটি সোনার মতো। তারপর ওর প্রাচীরগুলো হঠাৎ ফেটে যায়। এমতাবস্থায় ঐ কেল্লা থেকে একটি শ্রবণকারী-দর্শনকারী প্রাণী বেরিয়ে পড়ে। ওর জন্য তো একজন কর্তা চাই। সেটাই আল্লাহ। ইমাম সাহেবের মতে কেল্লার ভাবার্থ ডিম এবং ওথেকে বের হওয়া প্রাণীটি হচ্ছে মুরগীর বাচ্চা। (ঐ- ২১০ পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

এক গ্রাম্য ব্যক্তির যুক্তি

এক গ্রাম্য ব্যক্তিকে স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, উটের পায়খানা প্রমাণ দেয় উটের। গাধার বিষ্ঠা প্রমাণ দেয় গাধার। পায়ের দাগগুলো প্রমাণ দেয় চলার। তাহলে রাশিচক্রধারী আকাশ এবং প্রশস্ত রাস্তা সম্বলিত বিশাল পৃথিবী প্রমাণ দেয় না কি সেই বিধাতার? যিনি সুকৌশলী জ্ঞানময় ও শক্তিশালী!

(ঐ- ২১০ পৃষ্ঠা)

বৈজ্ঞানিক নিউটনের যুক্তি

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটন বলেন, একজন দুর্বল লোক যেমন এক মন বোঝা দশ পা নিয়ে যেতে অক্ষম। তাই সে মনে করে যে, তার চেয়েও সবল ব্যক্তি ঐ বোঝাটাকে নিয়ে যেতে পারবে না। এরূপ চিন্তাধারা কমসম্পন্ন একব্যক্তি এটা ভেবে উঠতে পারে না যে, তার চেয়েও বেশি চিন্তাভাবনা সম্পন্ন এবং বেশি বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার বুঝতে অক্ষম-বিষয়টিও বুঝে উঠতে পারবে না।

তাই আল্লাহর পরিচয় পাবার জন্য সাধক ও তাপসগণ এবং ওয়াহীর বাহকগণ তাঁর পরিচয় প্রাপ্তির অংশ যতটা পেয়েছেন তা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, বুদ্ধির মানদণ্ড সবারই সমান নয়। তাই প্রত্যেক রকম চিন্তাভাবনার ব্যাপারটা প্রত্যেকেরই বুদ্ধিতে আসবে তা সবসময়ই জরুরী নয়। অতএব কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর পরিচয় না পায় তাহলে সে যেন সেটাকে তার বুদ্ধির দৌড় কম ভাবে।

(দালায়িলে হাস্তী বা-রী তা'আলা ১১ পৃষ্ঠা)

বুদ্ধির অক্ষমতা

মাটি এবং আগুন ও পানি একটি অংশ থেকে উৎপন্ন, না বহু অংশ দ্বারা গঠিত? ঐ অংশ সীমাবদ্ধ, না সীমাহীন? এর প্রকৃত তথ্য আজও জানা যায়নি। এরূপ রূহ বা আত্মা কী জিনিস? ওর প্রকৃতি সম্পর্কেও পরিষ্কার কোন সন্ধান

https://www.facebook.com/178945132263517

পাওয়া যায় না। অথচ এগুলো সবই আমাদের সাথে সর্বদা আছে। উক্ত বিষয়গুলোর প্রকৃত পরিচয় পেতে মানুষের বুদ্ধি যখন অক্ষম তখন অদৃশ্য আল্লাহর প্রকৃতি পর্যন্ত পৌঁছতে ওই বুদ্ধি হতে পারে কি সক্ষম?

(আকল ওয়া-নাক্বল ২৬ পৃষ্ঠা)

পরমাণু এত সূক্ষ্ম যে, তা দূরবীন দ্বারাও দেখাও যায় না। তথাপি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ওর অস্তিত্ব আছে। তাহলে যার অস্তিত্ব আছে তার অস্তিত্ব দানকারী কেউ নেই কি? কারণ, তৈরীকর্তা ছাড়া কোন জিনিস তৈরী হতে পারে কি? আজ পর্যন্ত এটা আবিষ্কার হয়নি যে, অমুক প্রাণী আপনা আপনিই সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾

অর্থাৎ "তারা (নাস্তিকরা) কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, নাকি তারাই (নিজেরাই নিজেদের) সৃষ্টিকর্তা।" (সূরা তূর ৫২ ঃ ৩৫)

আস্তিক ও নাস্তিকের বিতর্ক

একদা এক নাস্তিকের সাথে এক আস্তিকের বিতর্ক হয়। নাস্তিকটি আস্তিককে বলে, আপনি তো আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এর অর্থ কী? আপনি কি তাঁকে দেখেছেন? তিনি বললেন, না। আপনি কি তাঁকে কথা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, না। আপনি কি তাঁকে শুঁকেছেন কিংবা ছুঁয়েছেন? তিনি বললেন, না। নাস্তিক বলল, তাহলে আপনি কিভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করছেন?

তখন আস্তিকটি বলল, আপনি তো বুদ্ধিমান? তার অর্থ কী? আপনি কি বুদ্ধিকে দেখেছেন? সে বলল, না। আপনি কি বুদ্ধিকে কথা বলতে শুনেছেন? সে বলল, না। আপনি কি তাকে শুঁকেছেন কিংবা তাকে ছুঁয়েছেন? সে বলল, না। এবার আস্তিক বলল, তাহলে আপনি কিভাবে বুদ্ধিকে বিশ্বাস করছেন? উত্তরে সে হতবাক হয়ে গেল। ('আকীদাতুল মুসলিমীন ১ম খণ্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

সৃষ্টিজগৎ স্রষ্টার পরিচয়

যে কোন প্রাণীর প্রাণ ও বুদ্ধিমানের বুদ্ধিকে চোখে দেখা যায় না ও কানে শোনা যায় না এবং তাকে হাতে ধরা যায় না ও নাকে শুঁকা যায় না, তেমনি আল্লাহকেও বাহ্যিক ইন্দ্রিয় দ্বারা নাগাল পাওয়া যায় না। কোন সৃষ্টিকে দেখলে যেমন তার স্রষ্টাকে বোঝা যায়, তেমনি সৃষ্টিজগৎকে নিয়ে মাথা ঘামালে তার স্রষ্টা আল্লাহর পরিচয় পাওয়া যায়। সেজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করার ব্যাপারে আল-কুরআনের প্রায় ৫০ (পঞ্চাশ)টি আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার ব্যাপারে তিনি ১৭ (সতের)টি আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। ('আক্বীদাতুল মুসলিমীন ১ম খণ্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন ঃ

﴿إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُوْلِي الْأَلْبَابِ ۞ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

"নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে বহু নিদর্শন রয়েছে সেসব মগজধারীদের জন্য। যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও বসে বসে এবং তাদের পার্শ্বগুলোর উপরে শুয়ে শুয়ে। আর তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে থাকে (এভাবে চিন্তা-ভাবনার ফলে তাদের সামনে যখন আল্লাহর মাহাত্ম্য ফুটে ওঠে তখন তাদের মুখ দিয়ে আপনি আপনি এ কথা বেরিয়ে পড়ে) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটাকে অকারণে সৃষ্টি করনি। তুমি (সব রকম সন্দেহ থেকেও) পবিত্র। তাই তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।" (সূরা আ-লে 'ইমরান ৩ ঃ ১৯০-১৯১)

https://www.facebook.com/178945132263517

সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর নির্দেশগুলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহর সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা আল্লাহরই 'ইবাদাতের মধ্যে গণ্য। তাই বিখ্যাত তা-বিঈ ও খলীফা 'উমার ইবনে 'আবদুল 'আযীয (রহ.) বলেন, আল্লাহর যিকর সম্পর্কে কথা বলা উত্তম কাজ এবং আল্লাহর সম্পদ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা উত্তম 'ইবাদাত।

('আকীদাতুল মুসলিমীন ১ম খণ্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

কোন ব্যক্তি যদি বিনা থামে তৈরী ঝুলন্ত আকাশমণ্ডলী এবং সীমাহীন যমীনের ব্যাপারে একটু চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে ওদের স্রষ্টার পরিচয় তার সামনে অবশ্যই ভেসে উঠবে। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿اَفِى اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾

"সেই আল্লাহর ব্যাপারেও সন্দেহ আছে কি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকারী?" (সূরা ইবরাহীম ১৪ ঃ ১০)

কবির ভাষায় ঃ

বুদ্ধি যিনি দান করেছেন, বুদ্ধি তাঁরে পায় কেমনে?
বোধ যিনি দান করেছেন বোধে তিনি আসেন কেমনে?
বলে দাও তুমি দার্শনিকের মাথা ঠোক পাথরে,
সত্যিকার মন থাকলে আল্লাহ পাবে অন্তরে।
মনের মধ্যে আসে আল্লাহ, তর্ক তাঁকে পায় না,
হৃদয় দিয়ে বোঝা যায়, অন্য ভাবে তা যায় না।

ফলকথা আল্লাহর সত্যিকার প্রকৃতি কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে আল্লাহর অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং অকল্পনীয় সৃষ্টিজগতের যিনি স্রষ্টা তিনিই সৃষ্টিজীবের শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং উপাসনা ও আরাধনা পাবার যোগ্য নন কি? নিশ্চয়ই, অবশ্যই। এবার প্রশ্ন ওঠে যে, সেই উপাস্য কয়জন? একাধিক জন, না একজন?

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

সৃষ্টিজগতের উপাস্য এক, না একাধিক?

পৃথিবীর সমস্ত ধর্মই স্বীকার করে যে, আল্লাহ সবারই উপাস্য। তথাপি একমাত্র ইসলাম ধর্ম ছাড়া বাকি অন্য সব ধর্মের লোকেরা একাধিক উপাস্যের উপাসনা করে। যেমন হিন্দু শাস্ত্র বলে, পৃথিবীর সবকাজ তিনজনের উপর ন্যস্ত ঃ ১) ব্রহ্ম– যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা। ২) বিষ্ণু– যিনি পালনকর্তা। ৩) শিব তথা মহাদেব– যিনি সংহারকর্তা।

(আকা-য়িদে ইসলাম ক্বাসিমী ৩১ পৃষ্ঠা)

হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ মানুষের রূপ ধারণ করে কখনো কখনো পৃথিবীতে অবতরণ করেন। এ ধারণাকে তাঁদের পরিভাষায় অবতারবাদ বলা হয়। তাই হিন্দুগণ উপরে বর্ণিত তিনরকম গুণে গুণান্বিত - ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও শিবরূপী এক ঈশ্বরের পূজার সাথে তেত্রিশ কোটি দেবতারও পূজা করেন। ফলে হিন্দুমতে উপাস্য অসংখ্য। হিন্দু ধর্মনেতাদের মতে হিন্দু ধর্মনীতি এখন থেকে ৪ হাজার বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে।

(জামিউল আকা-য়িদ ৫ পৃষ্ঠা)

খৃষ্টপূর্বে ৫৬৩ বছর আগে বুদ্ধদেবের জন্ম এবং তাঁর মৃত্যু হয় খৃষ্টপূর্ব ৪৮৮ বছর আগে। বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্মের নামে বৌদ্ধধর্ম– (ঐ- ১৫ পৃষ্ঠা)। উক্ত বৌদ্ধ ধর্মমতে মানুষগণ সাধনাগুণে অর্হৎ, বোধিসত্ব, বুদ্ধ– এরূপ উত্তরোত্তর দেবত্বপদ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন– (শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত বৌদ্ধধর্ম ১৩৪ পৃষ্ঠা)।

উক্ত বর্ণনাটি প্রমাণ করে যে, বৌদ্ধ ধর্মমতে কোন কোন মানুষ দেবতা হতে পারেন। ফলে বৌদ্ধমতেও দেবতা তথা উপাস্য একাধিক।

খৃষ্টপূর্ব ১৪০০ বছর আগে মূসা ('আ.)-এর যুগ। যাঁকে ইয়াহূদী মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়– (জামিউল আকায়িদ ২২ পৃষ্ঠা)। ইয়াহূদীরা তাঁদের এক নাবী উযাইর ('আ.)-কে আল্লাহর ছেলে বলে– (সূরা তাওবাহ ৯ ঃ ৩০)। সুতরাং ইয়াহূদী ধ্যান-ধারণায়ও পরোক্ষভাবে উপাস্য একজন নয়।

https://www.facebook.com/178945132263517

আসমানী গ্রন্থধারী খৃষ্টানদেরকে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ﴾

"তোমরা বলো না, (উপাস্য) তিনজন"– (সূরা নিসা ৪ ঃ ১৭১)। অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন ঃ

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ﴾

"তারা অবশ্যই কুফরী করেছে যারা বলেছে যে, আল্লাহ তিনজনের তৃতীয়জন"– (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৭৩)। তাই খৃষ্টানমতে উপাস্য তিনজন।

পার্সী ও অগ্নিপূজকগণ মনে করে যে, স্রষ্টা দু'জন। একজন ভাল এর স্রষ্টা। তাঁর নাম ইয়াযদাঁ। আর দ্বিতীয়জন মন্দের স্রষ্টা। যাঁর নাম আহরেমান। সাবিয়ীরা অগণিত তারকার উপাসনা করে। তাই তাঁদের মতে উপাস্য অসংখ্য। হিন্দু, সাবিয়ী ও রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানগণ উপাস্যের ধারণার জন্য কোন দেহধারীর প্রয়োজনবোধ করেন। ফলে তাঁরা উপাস্যের নাম করে বহু মূর্তি আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু ওদের সবার বিপরীত ইসলামী মতে উপাস্য কেবলমাত্র একজন।

ইসলামী উপাস্য একজন মাত্র

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿إِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴾

"আল্লাহর সাথে আর কোন উপাস্য আছে কি? তুমি (ওদেরকে) বলে দাও– তোমরা তোমাদের দলীল পেশ কর, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও।" (সূরা নামল ২৭ ঃ ৬৪)

﴿قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ﴾

https://www.facebook.com/178945132263517

"(হে মুহাম্মাদ!) তুমি বলে দাও, আমার কাছে কেবলমাত্র এই ওয়াহী পাঠানো হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য কেবলমাত্র একজন।"

(সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ১০৮)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ﴾

"আল্লাহই তোমাদের একমাত্র উপাস্য।" (সূরা আন-নিসা ৪ ঃ ১৭১)

﴿اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾

"তোমাদের উপাস্য নিঃসন্দেহে একজন।" (সূরা আস-সাফফাত ৩৭ ঃ ৪)

﴿شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾

"আল্লাহ এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া কোন উপাস্যই নেই। আর ফেরেশতারা এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী জ্ঞানীরাও (সাক্ষ্য দিয়েছেন যে,) কোন উপাস্য নেই তিনি ব্যতীত যিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"

(সূরা আ-লে 'ইমরান ৩ ঃ ১৮)

﴿اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ﴾

"তোমাদের উপাস্যই তো একমাত্র উপাস্য। তাই যারা পরকালকে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তরগুলো তাঁকে অস্বীকারকারী হয় এবং তারা অহংকারী।" (সূরা আন-নাহল ১৬ ঃ ২২)

﴿اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ﴾

"তোমাদের উপাস্য কেবলমাত্র সেই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন উপাস্যই নেই।" (সূরা তা-হা ২০ ঃ ৯৮)

https://www.facebook.com/178945132263517

﴿سُبْحَانَهُ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾

"(সবদোষ থেকে) পবিত্র তিনি। তিনিই একমাত্র মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ।" (সূরা যুমার ৩৯ ঃ ৪)

﴿وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾

"মহাপরাক্রান্ত একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্যই নেই।"
(সূরা সাদ ৩৮ ঃ ৬৫)

﴿فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ﴾

"তুমি জেনো রাখো যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্যই নেই।"
(সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ ঃ ১৯)

﴿فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ﴾

"তারা (বহুত্ববাদীরা) যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তুমি বলে দাও, আমার জন্য সেই আল্লাহই যথেষ্ট যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।"
(সূরা আত-তাওবা ৯ ঃ ১২৯)

﴿فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ﴾

"সেই সত্যিকার বাদশাহ–আল্লাহ সর্বোন্নত, যিনি ছাড়া কোন উপাস্যই নেই।" (সূরা আল-মু'মিনূন ২৩ ঃ ১১৬)

উপরে বর্ণিত আল-কুরআনের সমস্ত আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, সৃষ্টিজগতের একমাত্র উপাস্য আল্লাহ তা'আলা। অন্য কেউ নয়। সেজন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ .....اِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا﴾

"সাত আসমান, পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা

https://www.facebook.com/178945132263517

ঘোষণা করে না; কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারো না; নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।" (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ ৪৪)। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আরো বলেন ঃ

﴿وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا﴾

"আসমানসমূহে এবং যমীনে যারা আছে তারা অনুগত ও বাধ্য হয়ে তাঁরই (আল্লাহরই) কাছে আত্মসমর্পণ করে আছে।"

(সূরা আ-লে 'ইমরান ৩ ঃ ৮৩)

আল-কুরআন ও এক উপাস্যের প্রমাণ

একাধিক উপাস্যের প্রতিবাদে যুক্তি দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا﴾

"ওদের (আসমান ও যমীনের) মধ্যে যদি আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য থাকতো তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেতো।" (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ২২)

এর ব্যাখ্যায় ইমাম শাফিঈ (রহ.) বলেন, একজনের বেশি উপাস্য হলে তাদের আপোষে মতভেদ হতো এবং একজনের ইচ্ছা পূরণে অন্যরা বাধা দিত। এজন্যই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেছেন ঃ

ইন্নামা ইলা- হুকুম ইলা- হুঁও ওয়া-হিদ।

"তোমাদের উপাস্য কেবলমাত্র একজন উপাস্য।"

(আল-ফিক্বহুল আকবার ১৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আরও বলেন ঃ

﴿وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ﴾

https://www.facebook.com/178945132263517

"আর তাঁর (আল্লাহর) সাথে কোন উপাস্যই নেই। থাকলে প্রত্যেক উপাস্যই তা নিয়ে চলে যেত যা সে সৃষ্টি করেছে এবং তাদের একে অন্যের উপরে অবশ্যই প্রাধান্য বিস্তার করতো। আল্লাহ তাথেকে পবিত্র যা তারা বর্ণনা করে।" (সূরা মু'মিনূন ২৩ ঃ ৯১)

উপরের বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, জাত বা সত্বার দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়। এ ব্যাপারে তাঁর কোন শরীক ও অংশীদারই নেই। এ প্রসঙ্গে এ প্রশ্নও উঠতে পারে যে, আল্লাহর বিভিন্ন কার্যাবলী ও গুণাবলীতে অন্য কেউ তাঁর শরীক আছে কিনা? ইসলামী মত নেই। আল্লাহ তাঁর সত্বা এবং গুণাবলী ও কার্যাবলী প্রভৃতি সব দিক দিয়ে একক বলে তাঁর ঐ একক সত্বাকে ইসলামের পরিভাষায় তাওহীদ বা একত্ববাদ বলা হয়। তাই এবার তাওহীদ সম্পর্কে মোটামুটি বর্ণনা নিম্নে দেয়া হল।

তাওহীদ বা একত্ববাদের ব্যাখ্যা

আরাবী তাওহীদ শব্দের অর্থ একক তৈরী করা– (মিসবা-হুল লুগা-ত ৯২১ পৃষ্ঠা)। ইসলামী মতে সমস্ত বিষয়ের এক ও অদ্বিতীয় মালিক আল্লাহ তা'আলা। তাই সব বিষয়ে আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে মেনে নেয়ার নাম ইসলামের পরিভাষায় তাওহীদ বা একত্ববাদ। এরই বিপরীত শির্ক তথা অংশীবাদ ও বহুত্ববাদ।

ইসলাম ধর্মের এক ও অনন্য বৈশিষ্ট্য তাওহীদ। ইসলাম ধর্মাবলম্বীর সবচেয়ে বড় পুঁজি তাওহীদ। জিন ও ইনসানের সৃষ্টির কারণও এ তাওহীদ। হাশরের মাঠে জিন ও ইনসানের 'আমালনামার সবচেয়ে ওজনদার বস্তু হবে এ তাওহীদ। ইসলামী শরীআতের সবকিছুরই মূল এ তাওহীদ। তাই তাওহীদই প্রথম এবং তাওহীদই শেষ। এটাই জান্নাতের চাবিকাঠি এবং এটাই দুনিয়াবী সৌভাগ্যের পরশমণি। আর এরই উপরে সব রকম শাফাআত নির্ভরশীল। সমস্ত নাবী ও রাসূলের তাবলীগের মূল বিষয় ছিল

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

তাওহীদের আহ্বান। আল-কুরআনের বিষয়বস্তুর এক তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে এ তাওহীদের আলোচনা।

তাওহীদ বিশারদগণ বলেন, ইসলামী তাওহীদ তিন রকম ঃ ১) তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ। ২) তাওহীদুর রবূবিয়্যাহ। ৩) তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফ-ত– (তাইসীরুল আযীযিল হামীদ ৩৩ পৃষ্ঠা)। এ তিন রকম তাওহীদের ব্যাখ্যা পরস্পর দেয়া হল।

তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ

আরাবী উলূহিয়্যাহ শব্দের অর্থ ইলাহ বা উপাস্য হওয়া। আর তাওহীদের অর্থ একজনকে নির্দিষ্ট করা। অতএব তাওহীদে উলূহিয়্যাহর অর্থ উপাস্যকে একক করা। ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহকে একমাত্র উপাস্যরূপে বিশ্বাস করা এবং সমস্ত কাজে ঐ বিশ্বাসের বাস্তব প্রমাণ দেয়ার নাম তাওহীদে উলূহিয়্যাহ। তিন রকম তাওহীদের মধ্যে এ তাওহীদে উলূহিয়্যার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। এরই অপর নাম তাওহীদুল ইবাদাহ বা উপাসনায় একক সত্বাকে নির্দিষ্ট করা। এটাকেই তাওহীদ ফিল কাস্বদ ওয়াত্তালাব-ও বলা হয়– (ফাতহুল মাজীদ ১৪ পৃষ্ঠা)। এ তাওহীদের জন্যই আল্লাহ তা'আলা জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন।

যেমন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾

"আমি জিন ও ইনসানকে কেবলমাত্র আমার 'ইবাদাত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যা-রিয়া-ত ৫১ ঃ ৫৬)

এ তাওহীদ প্রতিষ্ঠারই জন্য আল্লাহ তা'আলা সমস্ত নাবী ও রাসূলকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। যেমন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ﴾

https://www.facebook.com/178945132263517

"আমি অর্থাৎ প্রত্যেক জাতিরই মধ্যে দূত পাঠিয়েছি (এ নির্দেশ দিয়ে) যে, তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত কর এবং (আল্লাহর বিরোধী সত্বা) তাগূত থেকে বেঁচে থাকো।" (সূরা নাহল ১৬ ঃ ৩৬)

এ ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আরও বলেন ঃ

﴿وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ﴾

অর্থাৎ "(হে মুহাম্মাদ!) আমি তোমার আগে এমন কোন রাসূল পাঠাইনি তার কাছে আমার এ ওয়াহী পাঠানো ব্যতীত যে, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাই তোমরা আমারই 'ইবাদাত কর।" (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ২৫)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন ঃ

﴿وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا﴾

"তোমার পালনকর্তা এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন যে, তোমরা উপাসনাই করবে না কেবলমাত্র তাঁকে ছাড়া।" (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ ২৩)

অন্যত্র আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿اِنَّنِىْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ﴾

"নিঃসন্দেহে আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাই তুমি আমারই 'ইবাদাত কর।" (সূরা তা-হা ২০ ঃ ১৪)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا﴾

অর্থাৎ "তাদেরকে কেবলমাত্র এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন একমাত্র উপাস্যের 'ইবাদাত করে। তিনি ছাড়া কোন উপাস্যই নেই।"

(সূরা তাওবা ৯ ঃ ৩১)

https://www.facebook.com/178945132263517

তাওহীদে উলূহিয়্যার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আসআদুন না-সি বি-শাফা-আতী ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি মান ক্ব-লা লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ খ-লিস্বাম মিন ক্বলবিহী আও নাফসিহী– অর্থাৎ লোকদের মধ্যে আমার শাফাআত দ্বারা ভাগ্যবান হবে সে ব্যক্তি যে তার খাঁটি মনে ও বিশুদ্ধ অন্তরে বলেছে ঃ লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ – অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্যই নেই।। (বুখারী, মিশকাত ৪৮৯ পৃষ্ঠা)

এ তাওহীদে উলূহিয়্যার বিপরীত শির্ক তথা আল্লাহর 'ইবাদাতে কাউকে শরীক করা। যার শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লা বলেন ঃ

﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا﴾

"তুমি আল্লাহর সাথে অন্যকে উপাস্য তৈরী করো না। তাহলে তোমাকে তিরস্কৃত বিতাড়িত করে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে।"
(সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ ৩৯)

আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীককারী মুশরিকদের সম্পর্কে হাশরের ময়দানে জাহান্নামের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের আল্লাহ বলবেন ঃ

﴿اَلَّذِىْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِى الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্যকে উপাস্য বানিয়েছে তাকে তোমরা (জাহান্নামের) কঠিন শাস্তিতে ফেলে দাও।" (সূরা কা-ফ ৫০ ঃ ২৬)

'ইবাদাত ও তার অন্তর্গত বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা

তাওহীদে উলূহিয়্যাতের অপর নাম তাওহীদুল 'ইবা-দাহ– ('আকীদা ওয়াসিতিয়্যাহ ১২ পৃষ্ঠা)। তাই এবার 'ইবাদাত ও তৎসংক্রান্ত বিষয়াবলীর

https://www.facebook.com/178945132263517

আলোচনা করা হল। আরাবী 'ইবা-দাত" শব্দের শাব্দিক অর্থ লাঞ্ছিত হওয়া ও নত হওয়া প্রভৃতি– (মিসবা-হুল লুগাত ৫০৫ পৃষ্ঠা)।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলদের মুখ দিয়ে যেসব নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলোকে মেনে নিয়ে তা পালন করার নাম ইসলামের পরিভাষায় 'ইবাদাত। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলা যেসব প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথাবার্তা ও কার্যাবলী ভালবাসেন এবং পছন্দ করেন তা পালন করার নাম 'ইবাদাত। (ফাতহুল মাজীদ ১৭-১৮ পৃষ্ঠা)

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো 'ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। তা হল এই ঃ ১) সালাত, ২) সিয়াম, ৩) হাজ্জ, ৪) তাওয়া-ফ, ৫) ই'তিকা-ফ, ৬) কুরবানী, ৭) মানৎ, ৮) ভয় করা, ৯) আগ্রহ দেখানো, ১০) ভরসা করা, ১১) সাহায্য চাওয়া, ১২) কাকুতি মিনতি করে ডাকা, ১৩) আশা রাখা ও ১৪) ভালবাসা প্রভৃতি। এগুলো ছাড়া 'ইবাদাতের সেসব দিকও এর অন্তর্গত যেগুলো করতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কুরআনের মধ্যে বলেছেন এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর বাচনিক ও ক্রিয়ামূলক বিশুদ্ধ সুন্নাত দ্বারা যা প্রমাণিত হয়েছে– (আত-তাওহীদ-এর উর্দু তর্জমা ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা)। উক্ত বিষয়গুলোর দলীল এই ঃ

সালাত ও কুরবানী ঃ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

"সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের জন্য সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর।" (সূরা কাওসার ১০৮ ঃ ২)

রুকূ' ও সিজদা ঃ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা রুকূ' কর, সিজদা কর।" (সূরা হাজ্জ ২২ ঃ ৭৭)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

সিয়াম ও হাজ্জ ঃ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾

"হে মু'মিনগণ! যারা ঈমান এনেছো তোমাদের উপরে (রমাযানের) সিয়াম ফরয করা হয়েছে।" (সূরা বাকারা ২ ঃ ১৮৩)

﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً﴾

"মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাবার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশে ঐ (কা'বা) গৃহের হাজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য।" (সূরা আ-লে 'ইমরান ৩ ঃ ৯৭)

মানৎ ও তাওয়া-ফ ঃ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ﴾

"আর তাদের উপর তারা যেন তাদের মানৎগুলো পূরণ করে এবং তারা যেন (আল্লাহর) পুরনো ঘরটির (কাবার) তাওয়াফ করে।" (সূরা হাজ্জ ২২ ঃ ২৯)

ভয় করা ও ভরসা রাখা ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন ঃ

﴿فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ﴾

"তোমরা তাদেরকে (লোকেদেরকে) ভয় করো না। আর তোমরা যদি (সত্যিকার) ঈমানদার হও তাহলে আমাকেই ভয় কর।"
(সূরা আ-লে 'ইমরান ৩ ঃ ১৭৫)

﴿وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ﴾

"আর তোমরা আল্লাহরই উপরে ভরসা রাখো যদি তোমরা (সত্যিকার) ঈমানদার হও।" (সূরা মা-য়িদা ৫ ঃ ২৩)

https://www.facebook.com/178945132263517

আশা রাখা ঃ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أُولٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ﴾

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং (ঈমান বাঁচানোর তাগিদে) যারা মাতৃভূমি ত্যাগ করেছে আর আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে ওরাই তারা, যারা আল্লাহর দয়ার আশা রাখে।" (সূরা বাকারাহ ২ ঃ ২১৮)

সাহায্য চাওয়া ও ফরিয়াদ করা ঃ সাহায্য চাওয়ার নিয়ম বান্দাকে শিখিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন ঃ

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾

"শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।" (সূরা ফাতিহা ১ ঃ ৪)

তেমনি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তুমি যখন সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহরই কাছে সাহায্য চাও। (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত ৪৫৩ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এক মুনাফিক মুসলিমদেরকে কষ্ট দিত। তাই আবূ বাকর (রাযি.) বলেন, চল, আমরা এই মুনাফিকের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফরিয়াদ করি। তখন নাবী ﷺ বলেন ঃ ইন্নাহূ লা- ইয়ুসতাগা-সু বী ওয়া ইন্নামা ইয়ুসতাগা-সু বিল্লাহ– অর্থাৎ আমার কাছে ফরিয়াদ করা যায় না। কেবলমাত্র আল্লাহরই কাছে ফরিয়াদ করতে হয়। (তাবারানী কাবীর, কা-য়িদাহ জালীলাহ ১২৮ পৃষ্ঠা, মাআ-রিজুল কুবূল ১ম খণ্ড, ৪১২ পৃষ্ঠা)

ভালবাসা ঃ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ﴾

"আর যার ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে।" (সূরা বাকারা ২ ঃ ১৬৫)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

উক্ত সমস্ত 'ইবাদাতের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করলে তা তাওহীদ না হয়ে ওর বিপরীত শির্‌ক হয়ে যাবে।

তাওহীদে রবূবিয়্যাহ

আরাবী রুবূবিয়্যাত শব্দটি তারবিয়্যাত থেকে উৎপন্ন। যার অর্থ প্রতিপালন করা। আল্লাহর একটি নাম রব্ব। যার অর্থ প্রতিপালক ও লালন পালনকারী।

ইসলামী পরিভাষায় এ কথা স্বীকার করার নাম তাওহীদে রবূবিয়্যাহ যে, একমাত্র আল্লাহই সমস্ত জিনিসের সৃষ্টিকর্তা ও জীবিকাদাতা এবং মালিক ও পালনকর্তা। আর তিনিই জীবনদাতা ও মরণদাতা এবং লাভ ও লোকসানদাতা আর অসহায়ের ডাক শ্রবণকারী। সমস্ত জিনিসই তাঁর অধীন। তিনি যা ইচ্ছা তা করার ক্ষমতাসীন। আর ঐ সমস্ত ব্যাপারে তিনি শরীকহীন।

(তাইসীরুল আযীযিল হামীদ ৩৩ পৃষ্ঠা)

উক্ত তাওহীদে রবূবিয়্যাহতে বিশ্বাস রাখলেও কোন ব্যক্তি ততক্ষণ তাওহীদবাদী মুসলিম হতে পারে না যতক্ষণ না সে আগে বর্ণিত তাওহীদে উলূহিয়্যাহতে বিশ্বাস রাখে এবং সেই মোতাবেক কাজ না করে। কারণ, অংশীবাদী মুশরিকরাও তাওহীদে রবূবিয়্যাহতে বিশ্বাস রাখতো। তথাপি তাদেরকে মুশরিক বলা হয়েছে। (ঐ- ৩৩ পৃষ্ঠা)

এ ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ﴾

"তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কে? তারা অবশ্য অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।" (সূরা যুখরুফ ৪৩ ঃ ৮৭)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ﴾

"তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন কর যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন কে? তারা অবশ্য অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।" (সূরা লুকমান ৩১ ঃ ২৫)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন ঃ

﴿قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ﴾

"তুমি বল, আসমান ও যমীন থেকে তোমাদেরকে জীবিকা দান করেন কে? কিংবা কান ও চোখগুলোর মালিক কে? আর জীবন্তকে মৃত থেকে বের করেন কে এবং মৃতকেও জীবন্ত থেকে বের করেন কে? আর সব কাজেরই তদবীর করেন কে? তারা বলবে, আল্লাহ। অতঃপর তুমি বল, তাহলেও কি তোমরা (শির্ক থেকে) সাবধান হবে না?" (সূরা ইউনুস ১০ ঃ ৩১)

বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা মুজাহিদ (রহ.) বলেন, মুশরিকরা বলতো যে, আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদেরকে জীবিকা দেন আর আমাদেরকে তিনি মৃত্যু দেন। এ বিশ্বাসের সাথেও তারা তাদের উপাসনায় আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করতো।

তাই তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ﴾

অর্থাৎ "তাদের অধিকাংশই আল্লাহকে বিশ্বাস করে। এমতাবস্থায় তারা কিন্তু মুশরিকও থাকে।" (সূরা ইউসুফ ১২ ঃ ১০৬; তাফসীরে তাবারী ১৩ খণ্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

তাওহীদে আসমা ওয়াসসিফাত

আরাবী আসমা শব্দের অর্থ নামসমূহ এবং সিফা-ত শব্দের অর্থ গুণসমূহ। তাই তাওহীদে আসমা ওয়াসসিফাতের অর্থ আল্লাহকে তাঁর নামসমূহে ও তাঁর গুণাবলীতে একক ও সার্বভৌম স্বীকার করা। ইসলামের পরিভাষায় তাওহীদে আসমা ওয়াসসিফা-ত হচ্ছে এই 'আকীদা পোষণ করা যে, আল্লাহ তা'আলা সব রকম পূর্ণাঙ্গ গুণে গুণান্বিত এবং সব রকম অপূর্ণাঙ্গ গুণাবলী থেকে পবিত্র। আর ঐ সমস্ত গুণে তিনি সৃষ্টিজগৎ থেকে তুলনাবিহীন। (আল-ঈমান ২৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ নিজের সত্বা ও গুণাবলী সম্পর্কে বলেন ঃ

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

অর্থাৎ "তাঁর উদাহরণ দেবার মত কোন জিনিসই নেই।"
(সূরা শূরা ৪২ ঃ ১১)

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ﴾

অর্থাৎ "তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।" (সূরা ইখলাস ১১২ ঃ ৪)

রাব্বুল 'আলামীনের উক্তি ঃ

﴿فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ﴾

"তোমরা আল্লাহর জন্য বিভিন্ন রকম উদাহরণ পেশ করো না।"
(সূরা নাহল ১৬ ঃ ৭৪)

তাই আল্লামা ওয়াসিতী বলেন, আল্লাহর সত্বার মত কোন সত্বা নেই। তাঁর নামের মত কারো নাম নেই। তাঁর কাজের মত কারো কাজ নেই। তাঁর গুণের মত কারো গুণ নেই। তবে কোন কোন গুণের ক্ষেত্রে শব্দের সাদৃশ্য আছে। তাঁর সত্বাতে নতুন কোন গুণের সংযোজন হবে না এবং তাঁর যেসব

https://www.facebook.com/178945132263517

গুণ আছে তার মধ্যে কোনটা নষ্ট হবে না। এটাই আহলে হক ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত-এর মত ও পথ। (তাফসীরে কুরতুবী ১৬ খণ্ড, ৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহর সাথে কিছু কিছু গুণে তাঁর বান্দার মিল আছে। তা কেবল নামে, তা প্রকৃতিতে নয়। যেমন বলা হয় অমুক ব্যক্তি জ্ঞানী ও জীবিত এবং বিরাজমান ও শক্তিমান আর কুশলবিদ ও দয়াবান। এই মিলটা কেবল বাহ্যিক দৃষ্টিতে। কারণ, আল্লাহর মধ্যে জ্ঞান ও জীবন এবং শক্তি ও সামর্থ্য আর দয়া ও মায়া প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ পর্যায়ে আছে। ওর বিপরীত বান্দার মধ্যে ঐসব গুণাবলী আল্লাহর তুলনায় নামমাত্র পর্যায়ে থাকে। যেমন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾

অর্থাৎ "আল্লাহর দৃষ্টান্ত সর্বোচ্চ। আর তিনিই সর্বজয়ী সুবিবেচক"– (সূরা নাহল ১৬ ঃ ৬০)। (আল 'আকায়িদুল ইসলামিয়্যাহ, ৫৭ পৃষ্ঠা)

তাই মানুষ অতি দুর্বল। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা সীমাহীন সবল। মানুষ অভাবে পূর্ণ, কিন্তু আল্লাহ সব রকমেরই অভাবশূন্য। মানুষ জন্মদানকারী ও জন্মলাভকারী, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কারো দ্বারা জন্ম নেননি ও কাউকে জন্ম দেননি। মানুষের জীবনে ভুল-ভ্রান্তি কত ব্যাপক, অথচ এর বিপরীত আল্লাহর দ্বারা ভুল হতেই পারে না। মানুষ অপূর্ণ, কিন্তু আল্লাহ পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। মানুষ মরতে বাধ্য, কিন্তু আল্লাহ চিরজীবন্ত, চিরস্থায়ী।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টিজগতের মধ্যে তাঁর কোন রকমই সাদৃশ্য নেই। তাই ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম নু'আইম ইবনে হাম্মাদ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে তাঁর সৃষ্টির সাদৃশ্য পেশ করে সে কুফরী করে। আর আল্লাহ যা দ্বারা নিজেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর রাসূলও যা দ্বারা বর্ণনা দিয়েছেন তা যে ব্যক্তি অস্বীকার করে সে কুফরী করে। (আর-রওয়াতুন নাদিয়্যাহ ২২ পৃষ্ঠা ও মুহাম্মাদ খলীল হাররাসের শারহুল 'আকীদাতিল ওয়া-সিতিয়্যাহ ২১ পৃষ্ঠার বরাতে আল-ঈমান ২৭ পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লাহর নাম ও গুণে বিকৃতি তাওহীদে আসমা ও সিফাতের পরিপন্থী

ইসলাম আগমনের সাথে আরবের মুশরিকরা আল্লাহর নাম বিকৃত করে তাদের ঠাকুর রূপী আল্লাহর শরীকের নাম রেখেছিল। যেমন আল ইলা-হ এর স্ত্রী লিঙ্গ লা-ত। আযীযের স্ত্রীলিঙ্গ উযযা-। মান্নানের স্ত্রীলিঙ্গ মানা-ত। তেমনি খৃষ্টানরা আল্লাহর মর্যাদা কমিয়ে তাঁকে পিতা বলে। দার্শনিকরা তাঁকে মু-জিব কিংবা ইল্লা-তে ফা-য়িলাহ নামে অভিহিত করে। ইয়াহূদীরা আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ গুণে অপূর্ণতা সৃষ্টি করে বলে ঃ

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ﴾

"ইয়াহূদীরা বলে, আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে।" (সূরা মা-য়িদা ৫ ঃ ৬৪)

তারা বলে, আল্লাহ তা'আলা (সৃষ্টিজগৎ ছয়দিনে সৃষ্টি করার পর ক্লান্ত হয়ে) শনিবারে বিশ্রাম নিয়েছিলেন।

মুসলিমদের একটি দল জাহমিয়্যাহ ফির্কা বলে যে, আল্লাহর নাম সামী' (শ্রবণশীল) ও বাশীর (দর্শনশীল) হলেও তিনি শুনতে-দেখতে পান না। আর একটি দল– ফির্কায়ে মুমাসসিলাহ আল্লাহর ব্যাপারে উদাহরণ পেশ করে বলে যে, আল্লাহর হাত আমাদের হাতের মত ইত্যাদি।

(ডাঃ সালিহ ইবনে ফাওযানের শারহুল 'আকীদাতিল ওয়া-সিতিয়্যাহ ১৬ পৃষ্ঠা)

তিন রকম তাওহীদের সারাংশ

ফলকথা আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় মানার অর্থ তাঁকে উপাসনা ও আরাধনায় একক ও অনন্য মানতে হবে। যার ইসলামী পারিভাষিক নাম তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ। তেমনি সব রকম কাজে তাঁকে একক ক্ষমতার

https://www.facebook.com/178945132263517

অধিকারী হিসেবে মানতে হবে। যার নাম তাওহীদে রবূবিয়্যাহ। এরূপ তাঁর নাম ও গুণাবলীতে তাঁকে পূর্ণাঙ্গ মানা এবং সব রকম দোষ থেকে তাঁকে মুক্ত ও পবিত্র মানার নাম তাওহীদে আসমা ওয়াসসিফা-ত।

উক্ত তিন রকম তাওহীদে বিশ্বাস রেখে যিনি সেই মত কাজ করেন আর ইসলামের পরিভাষায় তাকে মুওয়াহ্হিদ বা একত্ববাদী মুসলিম বলা হয়। আর যে ব্যক্তি উক্ত তাওহীদে কাউকে শরীক করে তাকে মুশরিক তথা অংশীবাদী ও বহুত্ববাদী বলে আখ্যা দেয়া হয়।

উক্ত তিন রকম তাওহীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাওহীদ তাওহীদে উলূহিয়্যাহ। কারণ, প্রায় সমস্ত মুশরিকই তাওহীদে রবূবিয়্যাহ-তে বিশ্বাস করে এবং তাওহীদে আসমা ওয়াসসিফাতে আস্থা রাখে, কিন্তু তারা সেই সঙ্গে 'ইবাদাতমূলক ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্যকেও শরীক করে। তাই তারা আংশিক মুওয়াহ্হিদ হলেও প্রকৃত তাওহীদ তথা তাওহীদে উলূহিয়্যাহতে তারা শির্ক করে বলে আল্লাহ তাদেরকে মুওয়াহ্হিদ না বলে মুশরিক নামে অভিহিত করেছেন। তাওহীদে উলূহিয়্যার প্রমাণে কুরআনে ১৫১টি আয়াত আছে। ('আকীদাতুল মুসলিমীন ১ম খণ্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা)

মুসলিমদের মধ্যেও যাঁরা উক্ত তিন রকম তাওহীদে বিশ্বাস রেখেও কোন জ্যান্ত পীর ও ফকীর এবং অলী ও বুযুর্গ কিংবা কোন মাযার ও দরগার সামনে সালাতের নিয়তের মত দাঁড়ায়, রুকূ'র মত অর্ধেক নত হয়, অথবা সিজদা দেয়, নতুবা কোন জ্যান্ত বা মরা পীর বাবার নামে খাসি-মুরগী মানৎ করে এবং মরা পীরের কাছে কিছু কামনা করে তাঁরা জেনে-শুনে অথবা নিজেদের অজান্তে তাওহীদ ফীল উলূহিয়্যাহ-তে শির্ক করে ফেলে। আল্লাহ তাদের সুমতি দিন– আমীন!

যেমন ভারতীয় হানাফী মাযহাবপন্থীদের একটি উপদল ব্রেলী ফির্কার প্রতিষ্ঠাতা মাওঃ আহমাদ রিযা খান বলেন, প্রত্যেক জিনিস, প্রত্যেক সম্পদ, প্রত্যেক আশা, প্রত্যেক দৌলত, দীন ও দুনিয়াতে এবং আখিরাতে দুনিয়ার জন্মদিন থেকে আজ পর্যন্ত আর আজ থেকে চিরকাল পর্যন্ত যে কেউ

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

পেয়েছে কিংবা পাচ্ছে তা হুযুরে আক্বদস সাইয়িদে আলম ﷺ-এর পবিত্র হাত দ্বারা পেয়েছে ও পাচ্ছে। (ফাতাওয়া রিযভিয়্যাহ ১ম খণ্ড, ৫৭৭ পৃষ্ঠা)

আর এক ব্রেলী আলিম মাওঃ আমজাদ আলী বলেন, রুযী ও খোরাক এবং সব রকম দান "হুযুর"– এরই দরবার থেকে বণ্টিত হয়। দুনিয়া ও আখিরাতে হুযুরেরই দানের একটি অংশ। (বাহা-রে শারীআত ১ম খণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ আমাদেরকে প্রকৃত তাওহীদ বোঝার এবং সে মত কাজ করার তাওফীক দিন– আমীন!

আল্লাহ কি নিরাকার, না তুলনাহীন সাকার?

আল-কুরআনের কোন আয়াত এবং কোন সহীহ হাদীস দ্বারাও এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, আল্লাহর কোন আকার নেই, তাই নিরাকার। কিন্তু এর বিপরীত কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর হাত ও পা এবং চেহারা ও চোখ প্রভৃতি আছে। তাই প্রশ্ন ওঠে যে, আল্লাহর ঐসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিরূপ? তাকে কোন উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাবে না। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন ঃ

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ﴾

"তাঁকে উপমা দিয়ে বোঝাবার কোন জিনিসই নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা শূরা ৪২ ঃ ১১)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আরো বলেন ঃ

﴿فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ﴾

"তোমরা আল্লাহর জন্য বিভিন্ন রকম উপমা পেশ করো না"– (সূরা নাহল ১৬ ঃ ৭৪)। তাই ইসলামী মতে আল্লাহ তুলনাহীন সাকার।

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লাহর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রমাণ

চেহারা ঃ আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের চৌদ্দটি আয়াতে তাঁর চেহারার প্রমাণ দিয়েছেন– ('আকীদাতুল মুসলিমীন ২য় খণ্ড, ৪৬৬ পৃষ্ঠা)। তন্মধ্যে দু'টি বিখ্যাত আয়াত এই ঃ

﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَٰلِ وَالْإِكْرَامِ﴾

"তোমার গাম্ভীর্য ও সম্মানওয়ালা প্রতিপালকের চেহারা চিরকাল বাকী (স্থায়ী) থাকবে যিনি মহিমময়, মহানুভব।" (সূরা রহমান ৫৫ ঃ ২৭)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অন্যত্র বলেন ঃ

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾

"আল্লাহর সত্বা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল।" (সূরা কাসাস ২৮ ঃ ৮৮)

আরো কয়েকটি আয়াত এই ঃ সূরা বাকারা ২৭২ আয়াত, সূরা রা'দ ২২ আয়াত, সূরা রূম ২২ ও ৩৮ আয়াত, সূরা দাহর ৯ আয়াত, সূরা লায়ল ২০ আয়াত।

বহু হাদীসেও আল্লাহর চেহারার উল্লেখ আছে। যেমন- আ'ঊযুবিল্লা-হিল আযীম ওয়াবি ওয়াজহিহিল কারীম– অর্থাৎ আমি মহান আল্লাহর এবং তাঁর উদার চেহারার আশ্রয় কামনা করছি। (আবূ দাঊদ, মিশকাত ৭২ পৃষ্ঠা)

মুআততিলাহ ফির্কা বলে, আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত ওয়াজহুন শব্দের অর্থ আল্লাহর প্রকৃত চেহারা নয়। বরং তা হল আল্লাহর সত্বা কিংবা তাঁর সন্তুষ্টি ও নেকী অথবা তাঁর দিক প্রভৃতি। আহলে সুন্নাতের মতে ঐ ধারণা ভুল। বরং তা হল আল্লাহরই মর্যাদাযোগ্য সত্যিকার চেহারা।

(আস সওয়া-য়িকুল মুরসালাহ ২য় খণ্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা)

চোখ ঃ আল্লাহ তা'আলা নিজের দেখার ব্যাপারে কুরআনের (৫০) পঞ্চাশটি আয়াতে প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু আইন (চোখ) ও আইয়ুন (চোখগুলো) শব্দ পাঁচটি আয়াতে ব্যবহার করেছেন।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

যেমন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا﴾

অর্থাৎ "হে নূহ! তুমি আমার চোখের সামনে আর আমার ওয়াহী মোতাবেক নৌকাটি তৈরী কর।" (সূরা হূদ ১১ ঃ ৩৭, সূরা মু'মিনূন ২৩ ঃ ২৭)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ঃ

﴿وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ﴾

অর্থাৎ "হে মূসা! যাতে তুমি আমার চোখের সামনে হয়ে যাও।"
(সূরা তা-হা ২০ ঃ ৩৯)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আরও বলেন ঃ

﴿فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا﴾

অর্থাৎ "(হে মুহাম্মাদ! তোমার প্রতিপালকের হুকুম মোতাবেক তুমি ধৈর্য ধর) কারণ, তুমি আমার চোখের সামনে আছো।" (সূরা তূর ৫২ ঃ ৪৮)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার উক্তি ঃ

﴿تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا﴾

অর্থাৎ "নূহের নৌকাটি আমার চোখের সামনে গতিশীল হয়।"
(সূরা কামার ৫৪ ঃ ১৪)

সহীহ হাদীসে আছে, 'আবদুল্লাহর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা টেরা নন। অথচ মাসীহুদ দাজ্জাল-এর ডান চোখ টেরা।
(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৭২ পৃষ্ঠা)

কুরআনের উক্ত আয়াতগুলো এবং বিভিন্ন হাদীস এ কথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর দু'টি চোখ আছে। তবে ওর ধরনকরন সবারই অজানা। কারণ, আল্লাহর কোন তুলনা নেই।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

হাত ঃ আল্লাহ তা'আলা কুরআনের ১৩ (তের)টি আয়াতে নিজের হাতের প্রমাণ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

﴿تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾

"সর্বদা বৃদ্ধিময় তিনি যাঁর হাতে রয়েছে সব রকম সাম্রাজ্য।"

(সূরা মুল্‌ক ৬৭ ঃ ১)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ইবলীসকে বলেন ঃ

﴿مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ﴾

"তোমাকে কিসে বাধা দিল তাকে সিজদা করতে, যাকে আমি আমারই দু'টি হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা সাদ ৩৮ ঃ ৭৫)

রাব্বুল 'আলামীন আরও বলেন,

﴿اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ﴾

"তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, আমি তাদের জন্য আমার হাতগুলো দিয়ে তৈরীকৃত জিনিসের মধ্যে গৃহপালিত জন্তুগুলোকেও সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তারাই তো ওসবের মালিক হয়।" (সূরা ইয়াসীন ৩৬ ঃ ৭১)

২০টিরও বেশি হাদীসে আল্লাহর হাতের প্রমাণ আছে– ('আকীদাতুল মুসলিমীন ২য় খণ্ড, ৫০৩ পৃষ্ঠা)। বিশিষ্ট সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে 'আ-স (রাযি.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাত দিয়ে সৃষ্টি করেননি তিনটি বিষয় ছাড়া। তিনি আদমকে সৃষ্টি করেছেন নিজ হাতে এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে গাছ লাগিয়েছেন নিজ হাতে, আর তাওরা-ত লিখেছেন নিজ হাতে– (কুত্বফুস সামার ফী বায়া-নি 'আকীদাতি আহলিল আসার ৫৫ পৃষ্ঠা, কিতা-বুস সিফা-ত লিদ দারাকুতনী ২৭ পৃষ্ঠা, আল আসমা ওয়াস সিফা-ত লিল বাইহাক্বী ৩১৮ পৃষ্ঠা)।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

মুসলিম নামধারী জাহমিয়াহ ফির্কা বলে যে, আল্লাহর হাতের অর্থ প্রকৃত হাত নয়, বরং তা হল আল্লাহর নি'মাত তথা সম্পদ কিংবা কুদরাত ও শক্তি। এ কথার প্রতিবাদে হাফিয ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ২০ (বিশ) রকম জওয়াব দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি জওয়াব এই যে, হাতের অর্থ যদি কুদরাত হয় তাহলে ইবলীসের উপরে আদম ('আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব কি থাকলো? কারণ, আল্লাহ তো তাঁর কুদরাতেই ইবলীসকে সৃষ্টি করেছেন। তাহলে আদমকে তিনি তাঁর কুদরাতে সৃষ্টি করলে আদমের কোন বিশেষত্ব প্রমাণিত হয় কি? তাই আদমকে আল্লাহর দুই হাতে সৃষ্টি করার অর্থ হল আল্লাহর প্রকৃত হাত– তা কুদরাতী হাত মোটেই নয়। (আস্-সওয়া-য়িকুল মুরসালাহ আলাল জাহমিয়্যাহ ওয়াল মুআত্ত্বিলাহ ২য় খণ্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহর যেহেতু কোন উদাহরণই নেই সেহেতু তাঁর প্রকৃত হাতেরও কোন দৃষ্টান্ত নেই। এটাই ভ্রান্ত জাহমিয়াহদের বিশ্বাস।

আল্লাহর হাতের তালু ও আঙ্গুলের প্রমাণ

আবূ হুরায়রাহ (রাযি.)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সদাক্বাহ কবূল করেন। অতঃপর তা রহমানের হাতের তালুতে বাড়তে থাকে....। (মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা)

'আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আস (রাযি.) একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেন যে, সমস্ত আদম সন্তানের হৃদয়গুলো রহমানের আঙ্গুলের মধ্যে দু'টি আঙ্গুলের মাঝখানে আছে একটি হৃদয়ের মত। তিনি যেভাবে চান ওটাকে হেরফের করে দেন। (মুসলিম ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২০৪৫, দারাকুতনীর কিতা-বুস সিফা-ত ২৭ পৃষ্ঠা, মিশকাত ২০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহর পা ও পায়ের পাতার প্রমাণ

আবূ হুরায়রাহ (রাযি.)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ জাহান্নাম ততক্ষণ ভরবে না যতক্ষণ না

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর পা জাহান্নামে রেখে দিবেন। তখন জাহান্নাম বলতে থাকবে ব্যস! ব্যস! (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫০৫ পৃষ্ঠা)। ইবনে 'আব্বাসের বর্ণনায় নাবী ﷺ বলেন ঃ আলকুর্সী মাওযাউল ক্বদামাইন– অর্থাৎ কুরসী হচ্ছে আল্লাহর দু'টি পায়ের পাতা রাখার জায়গা– (মুস্তাদরাক হা-কিম ২য় খণ্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা)।

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযি.)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ হাশরের মাঠে মু'মিনদের আল্লাহকে দেখা সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তাঁর সা-ক্ব (পায়ের গাঁট থেকে হাঁটুর মাঝের অংশটা) খুলে দেবেন। ফলে প্রত্যেক ঈমানদার তাঁর জন্য সিজদায় পড়ে যাবেন। (বুখারী, মুসলিম, ক্বতফুস সামার ৬৬ পৃষ্ঠার ১২০ নং টীকা)

দু'টি হাদীস আল্লাহর কোমরের বর্ণনায় আছে। (মুসনাদে আহমাদ ইবনে আবী আ-সিমের আসসুন্নাহ ৫৪০ হাদীস, কতফুস সামার ৬৬ পৃষ্ঠার ১২১ নং টীকা)

আল্লাহর বিভিন্ন গুণাবলী

উক্ত সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে গণ্য করা হয়। তাছাড়াও কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর বহু গুণাবলীর উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন ঃ ১) আল্লাহর সত্বা, ২) আত্মা, ৩) ব্যক্তিত্ব, ৪) আকৃতি, ৫) ডানহাত, ৬) আঁজলা, ৭) হাতের কব্জি, ৮) গজহাত, ৯) বুক প্রভৃতি, ১০) আল্লাহর দয়া, ১১) ছায়া, ১২) অধিষ্ঠিত হওয়া, ১৩) উপরে থাকা, ১৪) আকাশে থাকা, ১৫) উন্নত হওয়া, ১৬) চড়া, ১৭) সাথে থাকা, ১৮) সদা প্রস্তুত থাকা, ১৯) কাছে থাকা, ২০) আসা, ২১) নামা, ২২) দৌড়ে আসা, ২৩) পিষ্ট করা, ২৪) হাসা, ২৫) খুশি হওয়া, ২৬) আশ্চর্য হওয়া, ২৭) দেখা, ২৮) শোনা, ২৯) আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন হওয়া, ৩০) লজ্জা না করা, ৩১) ঠাট্টার জওয়াবে ঠাট্টা করা, ৩২) ধোঁকার জওয়াব দেয়া, ৩৩) চক্রান্ত ব্যর্থ করা, ৩৪) কোন কিছু থেকে ফারিগ হওয়া, ৩৫) অনুদান

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

দেয়া, ৩৬) ভালবাসা, ৩৭) সন্তুষ্ট হওয়া, ৩৮) নারাজ হওয়া, ৩৯) রাগান্বিত হওয়া, ৪০) দুশমনী রাখা, ৪১) বন্ধুত্ব করা, ৪২) পছন্দ করা, ৪৩) ধৈর্য ধরা, ৪৪) পুনরায় সৃষ্টি করা, ৪৫) মুসা-ফাহা করা, ৪৬) উঁকি মারা, ৪৭) মনকে বদলে দেয়া, ৪৮) কথা বলা, শাফাআতের অনুমতি দেয়া; ৫০) যা ইচ্ছা তা করা প্রভৃতি। (ফতহুল বা-ব এর উর্দু সারাংশ 'আকীদাতুল মু'মিন ৩৪-৩৫ পৃষ্ঠ)

৫১) আল্লাহর বাম হাত, ৫২) শক্তি, ৫৩) অপছন্দ করা, ৫৪) ঘৃণা করা, ৫৫) অবগত হওয়া, ৫৬) চিরজীবী হওয়া প্রভৃতি। উল্লিখিত সমস্ত গুণাবলী আল্লাহর। ওগুলোর উপর ঈমান রাখা এভাবে অবশ্য কর্তব্য যে, ঐ গুণগুলো তাঁর প্রকৃত গুণ। ওগুলোকে সৃষ্টিজীবের সাথে তুলনা করা যাবে না। আর উদাহরণ দেয়া যাবে না। ওগুলোকে অনর্থক গুণ বলে এমন কোন রকম ব্যাখ্যা ও ভাবার্থও করা যাবে না যা ওর বাহ্যিক অর্থের বিপরীত হয়।

(কতফুস সামার ৬৫, ৬৭ ও ৬৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহর মধ্যে কোন রকম দোষই নেই

আল্লাহ তা'আলার মধ্যে এমন কতকগুলো গুণ আছে যে, যার বিপরীত দোষ তাঁর মধ্যে থাকতেই পারে না। যেমন- মরণ, অজ্ঞতা, অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বধিরতা, অন্ধত্ব, অবসন্নতা, তন্দ্রা ও নিদ্রা, বোবা হওয়া এবং অত্যাচার ও অবিচার করা প্রভৃতি।

আল-কুরআনের পাঁচটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর জীবনের প্রমাণ দিয়েছেন। তা হল সূরা বাকারার ২৫৫ আয়াত, সূরা আ-লে 'ইমরানের ৫ম আয়াত, সূরা তা-হার ১১ আয়াত, সূরা মু'মিনের ৬৫ আয়াত, সূরা ফুরক্বানের ৮৫ আয়াত। শেষোক্ত আয়াতটিতে রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾

অর্থাৎ "তাঁর চেহারা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল।" (সূরা কাসাস ২৮ ঃ ৮৮)

https://www.facebook.com/178945132263517

এ আয়াতসহ বহু আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ চিরজীবী। সেহেতু তাঁর মরণ ও ধ্বংস কখনই হবে না। তাই তিনি ছাড়া সব জিনিসই ধ্বংসশীল।

অজ্ঞতা ঃ আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই জানেন। এ কথার প্রমাণ তিনি কুরআনের ৩৫০টি আয়াতে দিয়েছেন– ('আকীদাতুল মুসলিমীন ২য় খণ্ড, ৫১১ পৃষ্ঠা)। যেমন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ﴾

"এটা এজন্য যে, তোমরা যেন জানতে পার যা কিছু আসমান ও যমীনে আছে আল্লাহ তা জানেন এবং আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।"

(সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৯৭)

উক্ত আয়াতসহ বহু আয়াত ও হাদীস প্রমাণ করে যে, আল্লাহই এমন এক সত্বা যিনি সবকিছুই জানেন। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার মধ্যে পাওয়া যাবে না কোন রকম অজ্ঞতা। এজন্যই তিনি বলেন ঃ

﴿اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন, যাঁর নিকট গোপন নেই কোন জিনিসই যমীনে, আর না আসমানে।" (সূরা আ-লে 'ইমরান ৩ ঃ ৫)

অক্ষমতা ঃ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (সূরা বাকারা ২ ঃ ১৪৮)

এ আয়াতসহ বহু আয়াত ও হাদীস প্রমাণ করে যে, একমাত্র আল্লাহ সব রকম কর্তৃত্বের অধিকারী। তাই কোন জিনিসই কোন ব্যাপারে তাঁকে তাঁর

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

কর্তৃত্ব খাটাতে বাধা দিতে পারে না। সেজন্য আল্লাহর মধ্যে অক্ষমতা নেই। এ ব্যাপারে তিনি বলেন ঃ

﴿وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا﴾

"আর আল্লাহ এমন নন যে, তাঁকে অক্ষম করতে পারে কোন জিনিসই আকাশমণ্ডলীতে, আর না যমীনে। নিশ্চয় তিনি জ্ঞানী কর্তৃত্বশালী।"

(সূরা ফাতির ৩৫ ঃ ৪৪)

বাধ্যবাধকতা ঃ আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। তাঁর এই ইচ্ছা ও বাধ্যবাধকতার প্রমাণ কুরআনের ২৮৬ (দু'শো ছিয়াশি)টি আয়াতে বর্ণিত আছে। ('আকীদাতুল মুসলিমীন ২য় খণ্ড, ৫১১ পৃষ্ঠ)

যেমন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তা করেন যা তিনি চান।" (সূরা হাজ্জ ২২ ঃ ১৮)

তিনি আরও বলেন ঃ ﴿اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ﴾

"তোমার প্রতিপালক নিশ্চয়ই তা কার্যকরী করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন।" (সূরা হূদ ১১ ঃ ১০৭)

অতএব উক্ত ঘোষণা মোতাবেক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা যেহেতু যা ইচ্ছা তা করতে পারেন সেহেতু তাঁকে কেউ কোন কাজ করতে বাধ্য করতে পারে না। তেমনি তিনি কোন কাজ করতে ইচ্ছা করলে তাঁকে কেউ তা না করতে বাধ্য করতে পারে না। যেমন আল্লাহ রাব্বুল 'আলমীন বলেনঃ

﴿وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ﴾

https://www.facebook.com/178945132263517

"আর আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়ের মন্দ করার ইচ্ছা করেন তখন সেটাকে রদ করার কেউই নেই এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক নেই।" (সূরা আর রা'দ ১৩ ঃ ১১)

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ (হে আল্লাহ!) তুমি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকো। অথচ তোমার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না।

(তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মা-জাহ, দা-রিমী, মিশকাত ১১২ পৃষ্ঠা)

বধিরতা ও অন্ধতা ঃ আল্লাহ তাআলা কুরআনে ৫৭ (সাতান্ন)টিরও বেশি আয়াতে নিজের জন্য শোনার প্রমাণ দিয়েছেন। আর ৫০ (পঞ্চাশ)টিরও বেশী আয়াতে নিজের জন্য দেখার প্রমাণ দিয়েছেন।

('আকীদাতুল মুসলিমীন ২য় খণ্ড, ৪৮১ ও ৪৮৬ পৃষ্ঠা)

যেমন মূসা ও হারূন ('আ.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِىْ مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرٰى﴾

"তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের দু'জনের সাথে আছি। আমি শুনি এবং আমি দেখি।" (সূরা তা-হা ২০ ঃ ৪৬)

খাইবার যুদ্ধের সময় সাহাবায়ে কিরাম যখন খুব চেঁচিয়ে তাকবীর দিচ্ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা শান্ত হও। কারণ, তোমরা যাঁকে ডাকছো তিনি কানে বধির নন। (বুখারী, মুসলিম)

তাই আল্লাহর মধ্যে বধিরতা নেই। তেমনি আল্লাহ যেহেতু চিরকাল-দর্শনশীল, সেহেতু তাঁর মধ্যে অন্ধত্ব আসতেই পারে না। যেমন চোখওয়ালা মানুষের মধ্যে কখনো অন্ধত্ব এসে থাকে এবং কখনো তার চোখে ছানিও পড়ে থাকে।

অবষণ্নতা ও ক্লান্তি ঃ অভিশপ্ত ইয়াহূদীরা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা ছয়দিনে আসমান ও যমীন প্রভৃতি সৃষ্টি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তাই তিনি শনিবারে একটু বিশ্রাম নেন। এ প্রতিবাদে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ﴾

"আমি অবশ্যই সৃষ্টি করেছি ছয়দিনে আকাশমণ্ডলী ও যমীনকে এবং ওদের উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে। অথচ কোন রকম ক্লান্তি আমাকে স্পর্শ করতেই পারেনি"– (সূরা কাফ ৩৮)। তাই আল্লাহর মধ্যে ক্লান্তি নেই।

তন্দ্রা ও নিদ্রা ঃ ক্লান্তি আসলে ঘুম ঘুম ভাব লাগে। ফলে চোখ বুঁজে আসে। তাই মানুষ ঝিমাতে থাকে। আল্লাহর যেহেতু ক্লান্তিই আসে না, সেহেতু তাঁর ঝিমুনী ও ঘুমের প্রশ্নই ওঠে না।

তাই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ﴾

"তাঁকে ধরতেই পারে না, তন্দ্রা আর না নিদ্রা।" (সূরা বাকারা ২ ঃ ২৫৫)

একবার মূসা ('আ.) জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার রব্ব ঘুমান কি? তখন আল্লাহর নির্দেশে মূসাকে দু'টি শিশি দিয়ে বলা হয় যে, এ দু'টোকে আজকে রাতে ধরে রাখো। কিন্তু ঘুমাতে পারবে না। তারপর মূসা ঘুমিয়ে পড়েন। ফলে শিশি দু'টো ভেঙ্গে যায়। অতঃপর আল্লাহ বলেন, আমার পক্ষে ঘুমানো উচিতই নয়। যদি আমি ঘুমাতাম তাহলে আসমান ও যমীন ধ্বংস হয়ে যেত। (আশ শারীআহ ৩০৫ পৃষ্ঠা)

বোবা হওয়া ঃ আল্লাহ তাআলা কথা বলেন। এ কথার প্রমাণে আল-কুরআনে ২৭৫টি আয়াত আছে। তন্মধ্যে বারটি আয়াতে স্বয়ং কুরআনকেই আল্লাহর কালাম (কথা) বলা হয়েছে।

('আকীদাতুল মুসলিমীন ২য় খণ্ড ৪৭০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

﴿وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا﴾

"আর আল্লাহ মূসার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।" (সূরা নিসা ৪ ঃ ১৬৪)

তিনি আরও বলেন ঃ

﴿وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ﴾

"আর আল্লাহ হক কথা বলে থাকেন।" (সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ৪)

ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাবারকা ওয়াতা'আলা মূসা আলাইহিস সালামের সাথে ১,৪০,০০০ (এক লাখ চল্লিশ হাজার) বাক্য গোপনে বলেছেন– (আশ শারীআহ ৩১৭ পৃষ্ঠা)। আল্লাহ যেহেতু চিরকাল কথা বলেন, সেহেতু তাঁর মধ্যে বাকশক্তিহীনতা তথা বোবা হওয়ার কল্পনাও করা যায় না।

অত্যাচার ও অবিচার ঃ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি কিছুই যুল্‌ম করেন না। কিন্তু মানুষই নিজেদের প্রতি যুল্‌ম করে থাকে।" (সূরা ইউনুস ১০ ঃ ৪৪)

তিনি আরও বলেন,

﴿اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ অণু সমানও অত্যাচার করেন না।" (সূরা নিসা ৪ ঃ ৪০)

অত্যাচারের মাধ্যমে অবিচার এসে থাকে। তাই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যেহেতু অত্যাচার করেন না, সেহেতু আল্লাহর মধ্যে অত্যাচার এবং অবিচারের লেশমাত্রও থাকতে পারে না।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

আল্লাহ মানুষের সাথে আছে–তার ভাবার্থ

আল-কুরআন ও হাদীসে বহু তথ্য এমন আছে, যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আছেন মানুষের সাথে। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ﴾

"তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তোমরা যা কর আল্লাহ তার দ্রষ্টা।" (সূরা হাদীদ ৫৭ ঃ ৪)

রাসূলুল্লাহ ﷺ সওর গুহাতে আত্মগোপন করা অবস্থায় তাঁর সাথী আবূ বাকরকে বলেন, চিন্তিত হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন– (সূরা তাওবা ৯ ঃ ৪০)। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"

(সূরা বাকারা ২ ঃ ১৫৩, সূরা আনফাল ৮ ঃ ৪৬)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ﴾

"আমি (মানুষের) ঘাড়ের শিরার চেয়েও তার বেশী নিকটে আছি।"

(সূরা কাফ ৫০ ঃ ১৬)

'উবাদাহ ইবনে সামিত (রাযি.)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ উত্তম ঈমান হচ্ছে, তোমার এ কথাটা জানা যে, আল্লাহ তোমার সাথে আছেন, তুমি যেখানেই থাক না কেন– (তারারানী, শারহুল 'আকীদাতুল ওয়া-সিত্বিয়্যাহ ১১৭ পৃষ্ঠা)। অন্য বর্ণনায় সাহাবাগণকে বলেন ঃ তিনি সওয়ারীর ঘাড়ের চেয়েও বেশী নিকটে আছেন – (বুখারী, মুসলিম, 'আকীদা ওয়া-সিত্বিয়্যাহ ১৭ পৃষ্ঠা)।

উক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মানুষের সাথে আছেন এবং তার অতি নিকটেই আছেন। এর ব্যাখ্যায় ইমাম

https://www.facebook.com/178945132263517

ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন, আল্লাহর উক্তি-অহুওয়া মাআকুম-তিনি তোমাদের সাথে আছেন-এর অর্থ এ নয় যে,আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির সাথে মিশে আছেন। কারণ, "সাথে" শব্দটি ভাষাগতভাবেও ঐ ভাবটাকে সমর্থন করে না এবং (সাহাবী ও তাবিঈ প্রমুখ) পূর্ববর্তী উম্মাত যার উপরে একমত তার পরিপন্থী এই ভাবটা। আর আল্লাহ যে-প্রকৃতির উপর সৃষ্টিজীবকে তৈরী করেছেন তারও বিরোধী এটা। যেমন আল্লাহর সবচেয়ে ছোট সৃষ্টির মধ্য হতে তাঁর বিভিন্ন নিদর্শনের মধ্যে একটি নিদর্শন চাঁদ। যা আকাশে রাখা আছে। অথচ ঐ চাঁদ একজন সফরকারী এবং একজন ঘরে বসবাসকারী উভয়েরই সাথে থাকে তারা যেখানেই থাকুক না কেন। তেমনি আল্লাহ তা'আলা 'আর্‌শের উপরে আছেন। সেখান থেকে তিনি তাঁর সৃষ্টিকে পর্যবেক্ষন করছেন ও তত্ত্বাবধান করছেন। এসব কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা নিজেই বলেছেন যে, তিনি 'আর্‌শের উপরে আছেন এবং তিনি আমাদের সাথেও আছেন। তাই এসবের ভাবার্থে কোনরকম বিকৃত অর্থ করার প্রয়োজন নেই।

(ঐ- ১৭ পৃষ্ঠা, মাজমূআ আল-ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ১৪২ পৃষ্ঠা)

আমরা কখনো বলি, আমার সাথে আমার স্ত্রী আছে। অথচ আমি থাকি এক জায়গায় এবং আমার বিবি থাকেন আর এক জায়গায় আমরা এ কথা প্রায়ই বলে থাকি, আমরা চলছিলাম এবং চাঁদ আমাদের সাথে ছিল অথচ চাঁদ আকাশে রয়েছে। তাই চাঁদ আমাদের সাথে ছিল অথচ চাঁদ আকাশে রয়েছে। তাই চাঁদ আকাশে থাকা সত্ত্বেও তা-আমাদের সাথে আছে- বলাটা যেমন, ঠিক সেইরূপেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন- যদিও তিনি সাত আসমানের উপরে কুরসী পার হয়ে 'আর্‌শের ওপরে আছেন। কোন কোন জায়গায়-সাথে-এর অর্থ হয় আল্লাহর মদদ-সাহায্য সাথে আছে। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ তিনি তোমাদের সাথে আছেন-এর অর্থ তাঁর জ্ঞান সাথে আছে– (আশ শারীআহ ২৮৯ পৃষ্ঠা)। তাঁর সত্ত্বা তোমাদের সাথে নয়– (আস সওয়া-য়িকুল মুরসালাহ ২য় খণ্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা)।

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লাহর অবস্থান কোথায় ?

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى﴾

"পরম করুণাময় (আল্লাহ) 'আর্‌শের উপর সমুন্নত।"

(সূরা তাহা ২০ ঃ ৫)

আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ আকাশে 'আর্‌শের উপরে সমুন্নত আছেন। যেমন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ﴾

"তোমরা কি তাঁর থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছো যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদেরকে যমীনে ধ্বসিয়ে দেবেন না।" (সূরা মুল্‌ক ৬৭ ঃ ১৬)

﴿اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ﴾

"তোমরা কি তাঁর থেকে নির্ভাবনায় আছো যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের উপরে পাথর বর্ষাবেন না?" (সূরা মুল্‌ক ৬৭ ঃ ১৭)

আবূ দারদার বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন অসুখে পড়বে তখন সে যেন বলে, রব্বানাল্লা-হুল্লাযী ফিস সা-মা-য়ি..... অর্থাৎ হে আমাদের পালনকর্তা যিনি আকাশে আছেন– (আবূ দাউদ, মিশকাত ১৩৫-১৩৬ পৃষ্ঠা)। এক সাহাবী মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম (রাযি.) তাঁর একটি দাসীকে স্বাধীন করতে চাইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন,

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লাহ কোথায়? সে বললো, আকাশে। তিনি আরো বলেন, আমি কে? সে বললো, আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, একে স্বাধীন করে দাও। কারণ, এ ঈমানদার– (মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, 'আকীদাতুল মুসলিমীন ২য় খণ্ড, ৪২৩ পৃষ্ঠা)।

আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর বর্ণনায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে যখন আগুনে ফেলা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি একা আকাশে। আর আমি একলা যমীনে তোমার ইবাদত করি। (মাআ-রিজুল কুবূল ১ম খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা)

ইমাম বাগাভী সা-বিত বুনানী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, দাউদ আলাইহিস সালাম দীর্ঘক্ষণ ধরে সালাত আদায় করতেন। তারপর রুকূতে যেতেন। ফের তিনি তাঁর মাথাটা আকাশের দিকে তুলে বলতেন, হে আকাশের আবাদকারী! আমি আমার মাথাটা তোমার নিকটে তুলছি।

(ঐ- ১২৯ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পরে আবূ বাক্‌র (রাযি.) বলেছিলেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদকে পূজা করতো সে মুহাম্মাদ অবশ্যই মারা গেছেন। কিন্তু যারা আল্লাহর ইবাদত করতো সেই আল্লাহ আকাশে জীবিত আছেন। তিনি মরেন না। (বুখারী ১ম খণ্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা)

ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা আকাশে আছেন। অথচ তাঁর জ্ঞানটা প্রত্যেক জায়গায় আছে। কোন জায়গাই তাঁর জ্ঞান থেকে খালি নেই। (আশ-শারীআহ- ২৮৯ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত সমস্ত বর্ণনা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ আকাশে আছেন। এবার প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আল্লাহ আকাশে কোথায় ও কিভাবে আছেন? তারই বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হল।

আল্লাহ 'আর্‌শে অধিষ্ঠিত

আল-কুরআনের ৭ (সাত)টি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ 'আর্‌শের উপর অধিষ্ঠিত আছেন।

https://www.facebook.com/178945132263517

যেমন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক সেই আল্লাহ যিনি ছয়দিনে আকাশমণ্ডলী ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি 'আর্‌শের উপরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন– (সূরা- আ'রা-ফ ৭ ঃ ৫৪)। বাকী আয়াতগুলো এই–

১। সূরা ইউনুস ১০ ঃ ৩। ২। সূরা রা'দ ১৩ ঃ ২।
৩। সূরা তা-হা- ২০ ঃ ৫। ৪। সূরা ফুরক্বান ২৫ ঃ ৫৯।
৫। সূরা সাজদা ৩২ ঃ ৪। ৬। সূরা হাদীদ ৫৭ ঃ ৪।

ইমাম ইবনে জারীর তাবারী তাঁর তাফসীরে এবং আল্লামা বাইহাকী 'আলআসমা- অসসিফা-ত' গ্রন্থে আল্লাহর উক্তি ঃ সুম্মাসতাওয়া ইলাস সামা-য়ি- এর ব্যাখ্যায় বিখ্যাত সাহাবী ইবনে আব্বাস ও কতিপয় অন্যান্য সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহর 'আর্‌শ পানির উপরে ছিল এবং তিনি পানির উপরে কোন জিনিসই সৃষ্টি করেননি, অতঃপর তাঁর ইচ্ছা হল সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করার। তাই তিনি পানি থেকে ধোঁয়া বের করলেন। অতঃপর তা পানির উপরে উঠে পড়লো। তারপর তিনি উপরে উঠলেন। এরপর ধোঁয়াটাকে আকাশ বানালেন। তারপর তিনি পানিটাকে শুকিয়ে সাতটি যমীন তৈরী করলেন।..... পরিশেষে যখন তিনি তাঁর পছন্দনীয় সৃষ্টি শেষ করলেন তখন তিনি 'আর্‌শের উপরে সমুন্নত হলেন।

(মাআ-রিজুল কুবূল ১ম খণ্ড, ১১১ ও ১১২ পৃষ্ঠা)

ইমাম নাসায়ীর 'সুনানে কুবরা' গ্রন্থে সূরা সাজদার তাফসীরে আছে, আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর বর্ণনায় নাবী ﷺ বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ছয়দিনে সৃষ্টি করেন আকাশমণ্ডলী ও যমীনগুলোকে এবং উভয়ের মাঝে যা আছে তাকে। তারপর সপ্তম দিনে তিনি 'আর্‌শে অধিষ্ঠিত হন।

(ঐ- ১১২ পৃষ্ঠা)

বিশিষ্ট সাহাবী ইবনে মাসঊদ (রাযি.) বলেন, পৃথিবীর আকাশটি থেকে তার নিকটবর্তী আকাশ পাঁচশো বছর চলার পথ। তারপর থেকে প্রত্যেক আকাশের মাঝে পাঁচশো বছর চলার পথ। আর সপ্তম আসমান ও কুরসীর

https://www.facebook.com/178945132263517

মাঝে পাঁচশো বছর চলার পথ। আর 'আর্‌শটি আছে পানির উপর এবং আল্লাহ আছেন 'আর্‌শের উপরে। আর তিনি তা জানেন যার উপরে তোমরা আছো। (রদ্দুল ইমাম দা-রিমী আলাল মুরিসী ৯০ পৃষ্ঠা)

ইবনে মাস'উদের অন্য বর্ণনায় আছে, কুরসী এবং পানির মাঝে ৫শো বছরের পথ। আর 'আর্‌শ আছে পানির উপর এবং আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা আছেন 'আর্‌শের উপরে। আর তিনি তা জানেন যার উপরে তোমরা আছো। (ঐ- ৭৩ পৃষ্ঠা)

ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ (মি'রাজের রাতে) আমি জান্নাতের দরজায় এলাম। অতঃপর আমার জন্য তা খুলে দেয়া হল। তারপর আমি আমার প্রতিপালককে দেখলাম। এমতাবস্থায় তিনি কুরসীর উপরে ছিলেন। কখনো তিনি নিজ সত্ত্বা-সহ 'আর্‌শের উপরে হচ্ছিলেন এবং কখনো তিনি নিজ সত্ত্বা-সহ কুরসীর উপরে হচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি আমার সামনে প্রতিভাত হলেন। ফলে আমি তাঁর সামনে সিজদায় পড়ে গেলাম।* (রদ্দুল ইমাম দা-রিমী ৭১-৭২ পৃষ্ঠা)

---

* বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী এবং তিরমিযী (রহ.) মাসরূক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি (মাসরূক) 'আয়িশা (রাযি.)-কে জিজ্ঞেস করলেন,

"হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ ﷺ কি স্বীয় প্রভু পরোয়ারদিগারকে দেখেছিলেন?

'আয়িশা (রাযি.) তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, সুবহানাল্লাহ! তোমার এ প্রশ্ন শুনে আমার শরীর (বিস্ময়ের আধিক্যে) রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্বন্ধে এ তিনটি কথা কী করে সম্ভব? যদি কেউ তোমাকে এ ধরনের কোন কথা বলে থাকে তাহলে সে মিথ্যুক। কথা তিনটি এই ঃ

১। কোন ব্যক্তি– সে যে কেউ হোক, যদি বলে যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহকে দেখেছেন, সে নিশ্চিতভাবে মিথ্যুক, তারপর তিনি এ দু'টো আয়াত পাঠ করলেন ঃ

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

"চক্ষুসমূহ তাঁকে (আল্লাহকে) দেখতে পারে না, তিনিই দেখতে পান সকল চক্ষুষ্মানকে,তিনি সকল বোধের অতি সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতম অথচ তিনি সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞানী।" (সূরা আন'আম ৬ ঃ ১০৩)

https://www.facebook.com/178945132263517

সাহাবী জুবাইর ইবনে মুত'ইম (রাযি.) এক গ্রাম্যলোককে বলেন, তুমি কি জানো, আল্লাহ কী? তাঁর 'আর্‌শ আছে আকাশমণ্ডলীর উপরে এভাবে। অতঃপর তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলো দিয়ে বললেন, গম্বুজের মত। তারই উপরে

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَايَشَآءُ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ﴾

"কোন মানুষের জন্য এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন ওয়াহীর মাধ্যম ছাড়া অথবা পর্দার অন্তরাল ছাড়া, অথবা তিনি কোন ফেরেশতা প্রেরণ করেন, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর যা ইচ্ছা সেই ফেরেশতা তাই ওয়াহী করে দেন, নিশ্চয় আল্লাহ অতি প্রবল, প্রজ্ঞামণ্ডিত।" (সূরা শূরা ৪২ ঃ ৫১)

২। কোন ব্যক্তি– সে যে কেউ হোক যদি বলে যে, মুহাম্মাদ ﷺ আগামীকালের (অর্থাৎ গায়িবের) খবর জানেন তাহলে জেনে রাখো যে, সে ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে মিথ্যুক। তারপর তিনি এ আয়াত পড়লেন ঃ

﴿وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ﴾

"কোন প্রাণীই জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে– কী তার উপর ঘটে যাবে, আর এ কথাও কোন প্রাণী জানে না কোন ভূমিতে তাকে মরতে হবে।"

(সূরা লুকমান ৩১ ঃ ৩৪)

৩। আর কোন ব্যক্তি– সে যে কেউ হোক, যদি বলে যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত ওয়াহীর কিছু অংশ লুকিয়ে রেখেছেন, সে নিশ্চিতভাবে মিথ্যুক। তারপর তিনি এ আয়াত পড়লেন ঃ

﴿يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ﴾

"হে রাসূল! আপনার প্রভুর নিকট থেকে যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয় আপনি তার সমস্তই (লোকদের মধ্যে) পৌঁছিয়ে দিন, যদি তা না করেন তাহলে আপনি তাঁর পয়গামই পৌঁছালেন না–রিসালাতের যে দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হয়েছে আপনি তা পালন করলেন না। আল্লাহ আপনাকে (হে রাসূল) মানুষের অপকীর্তি থেকে রক্ষা করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৬৭)

[যাদুল মা'আদ-এর মিসরী সংস্করণ অবলম্বনে]

https://www.facebook.com/178945132263517

তিনি আছেন। আর ওটা আওয়াজও করে যেমন আরোহণের উপরে আরোহী চাপলে মচমচ আওয়াজ হয়। (আবূ দাউদ, মিশকাত ৫০৯ পৃষ্ঠা)

উক্ত সমস্ত বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, মানুষের মাথার উপর থেকে প্রথম আকাশ পর্যন্ত পাঁচশো বছরের দূরত্ব। তার উপরে পাঁচশো বছর করে দূরত্ব আছে পর পর ছয়টি আকাশ। তারপর তার উপরে পাঁচশো বছর দূরত্বে আছে আল্লাহর কুরসী। তার উপরে পাঁচশো বছর দূরত্বে আছে পানি। পানির উপরে গম্বুজের মত আছে আল্লাহর 'আর্‌শ। সেই 'আর্‌শের উপরে আল্লাহ অধিষ্ঠিত আছেন– (কতফুস সামার ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা)। অর্থাৎ আল্লাহ যমীন থেকে পাঁচ হাজার বছর উপরের দূরত্বে আছেন। 'আর্‌শে তাঁর অধিষ্ঠান সংক্রান্ত আলোচনা পরে আসছে। তার আগে জানা যাক যে, 'আর্‌শ ও কুরসী কী?

'আর্‌শ ও কুরসীর পরিচিতি

আরাবী 'আর্‌শ শব্দের অর্থ বাদশার সিংহাসন– (মিসবা-হুল লুগা-ত ৫২১ পৃষ্ঠা)। ইসলামের পরিভাষায় 'আর্‌শ হচ্ছে সাত আসমানের বহু উপরে গম্বুজের মত আল্লাহর সিংহাসন। বিখ্যাত তাবিঈ ইমাম শা'বীর মুরসাল বর্ণনায় আছে, 'আর্‌শ হচ্ছে লাল ইয়াকূত মার্বেলের তৈরী– (আবুশ শাইখের আযমাহ, কানযুল উম্মাল ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা)।

ইমাম তাবারানী মু'জামে আওসাতে এবং আবুশ শাইখ ও ইবনে মারদুইয়াহ প্রমুখ আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র এবং তারকাসমূহ 'আর্‌শের জ্যোতি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (তাফসীরে দুররে মানসূরে ৩য় খণ্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহর 'আর্‌শের উল্লেখ আল-কুরআনের ২১টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। ('আকীদাতুল মুসলিমীন ২য় খণ্ড, ৪২৭ পৃষ্ঠা)

কুরসী ঃ আরাবী কুরসী শব্দের অর্থ বসার জায়গা– (মিসবা-হুল লুগা-ত ৭২১ পৃষ্ঠা)। ইসলামের পরিভাষায় কুরসী হচ্ছে, আল্লাহর দু'টি পায়ের পাতা

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

রাখার জায়গা। যেমন বিখ্যাত সাহাবী ইবনে 'আব্বাস (রাযি.) বলেন, কুরসী হচ্ছে আল্লাহর দু'টি পায়ের পাতা রাখার জায়গা। আর 'আর্‌শ ওর পরিমাণ এমন, যা আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না– (রদ্দুল ইমাম দা-রিমী ৬৭ পৃষ্ঠা), মুস্তাদরক হা-কিম ২য় খণ্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা)।

আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ﴾

"তাঁর কুরসীটি আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত।"

(সূরা বাকারা ২ ঃ ২৫৫)

এ আয়াতটি সম্পর্কে নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তাঁর কুরসী তাঁর দু'টি পায়ের পাতা রাখার জায়গা।

(তাফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা)

আবুশ শাইখ (রহ.) ইকরিমাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সূর্যটি কুরসীর জ্যোতির সত্তর ভাগের একভাগ। আর কুরসীটি 'আর্‌শের জ্যোতির সত্তরভাগের একভাগ। (তাফসীর দুররে মানসূর ১ম খণ্ড, ৫৮১ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক সাহাবী থেকে বর্ণিত, আকাশমণ্ডলী ও যমীন কুরসীর পেটের ভেতরে এবং কুরসীটি 'আর্‌শের সামনে আছে।

(তাফসীরে কুরতুবী ৩য় খণ্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা)

ইবনে যায়দের পিতার বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সাতটি আসমান কুরসীর মধ্যে ঐরূপ, যেমন সাতটি চাঁদির টাকা একটি ঢালে মারা আছে।

(তাফসীরে তাবারী ৩য় খণ্ড, ৭ পৃষ্ঠা)

ইবনে 'আব্বাসের বর্ণনায় আছে, সাতটি আসমান ও সাতটি যমীন যদি বিছিয়ে দেয়া হয়। তারপর ওদেরকে যদি একে অপরের সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়। তাহলেও তা কুরসীর বিস্তৃতির সামনে একটি বিশাল ময়দানে একটি গোলচক্র ছাড়া আর কিছু মনে হবে না।

(তাফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা; দুররে মানসূর ১ম খণ্ড, ৫৮০ পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

'আর্‌শে আল্লাহর বসা প্রসঙ্গে

সাহাবায়ে কিরাম ও তা-বিয়ীনে ইযামের মধ্যকার সমস্ত মুসলিমই এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশগুলোর উপরে 'আর্‌শে আছেন। নিজ সৃষ্টিজগৎ থেকে তিনি আলাদা আছেন– (মাআ-রিজুল কুবূল ১ম খণ্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা)। অর্থাৎ অবস্থানের দিক দিয়ে তাঁর সত্বা সৃষ্টি থেকে বহু দূরে, কিন্তু জ্ঞানের দিক দিয়ে তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকে ঘিরে আছেন।

দশ লাখ হাদীসের হাফিয ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন, একদা আমাদের নিকটে মুহাদ্দিস ওয়াকী' একটি হাদীস ইসরাঈল থেকে বর্ণনা করলেন ঃ ইযা জালাসার রব্বু জাল্লা জালালুহূ আলাল কুরসী– মহান প্রতিপালক (আল্লাহ) যখন কুরসীতে বসলেন। এ কথা শুনে একজন লোক কেঁপে উঠলো ওয়াকী'র নিকটে। ফলে ওয়াকী' রেগে উঠলেন এবং বললেন, আমরা আ'মাশ ও সাওরীকে পেয়েছি। তাঁরা (আল্লাহর 'আর্‌শে ও কুরসীতে বসা সংক্রান্ত) এসব হাদীসে বর্ণনা করতেন। অথচ তাঁরা এগুলোকে অস্বীকার করতেন না। (ঐ- ১৪৭ পৃষ্ঠা)

'আর্‌শে আল্লাহর বসার ব্যাপারে "ইসতাওয়া" শব্দ আল-কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। আরাবীতে "ইসতাওয়া" শব্দের অর্থ হয় আলউলওউ – অর্থাৎ উঁচুতে ওঠা এবং ইস্তাক্বাররা অর্থাৎ স্থিতিশীল হওয়া ও সোজা হওয়া, সওয়ারীতে আঁটসাট করে বসা। আর 'ইসতাওয়া ইলাস সামা-য়ি'-এর অর্থ ইচ্ছা করা। কখনো ইস্তাওয়ার অর্থ হল– ইসতাওলা ওয়া যাহারা– অর্থাৎ শক্তিপ্রাপ্ত হওয়া ও বিকশিত হওয়া। (তাফসীরে কুরতুবী ৭ম খণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা)

'আর্‌শে আল্লাহর থাকার ব্যাপারে– ইসতাওয়া আলাল 'আর্‌শ-বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা কুরতুবী বলেন, ওর অর্থ ১৪ রকম করা হয়েছে। যা আমি আমার গ্রন্থ– আল কিতা-বুল আসনা– ফী শারহি আসমা-য়িল্লা-হিল হুসনা ওয়া সিফা-তিহিল উ'লা-তে বর্ণনা করছি। (ঐ- ১৪০ পৃষ্ঠা)

উপরে আল্লামা ওয়াকী' বর্ণিত হাদীসটিতে– "জালাসার রব্বু 'আলাল কুরসী"– বাক্যটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইসতাওয়া আলাল 'আর্‌শ– এর

https://www.facebook.com/178945132263517

অর্থ সিংহাসনে বসা। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, কোন জায়গায় কোন ব্যক্তি বসলে তিনি সেই বসার জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যান। তাহলে আল্লাহ যখন 'আর্‌শে বসলেন তখন তিনি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন নাকি? নাঊযুবিল্লা-হ মিন হা-যায যন্ন!

প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। কারণ, আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, (আমাদের জ্ঞানে সীমাহীন) সাতটি আসমান ও যমীনের মত বস্তু কুরসীর পেটে রয়েছে– (তাফসীরে কুরতুবী ৩য় খণ্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা)। আর ঐ কুরসী হচ্ছে আল্লাহর দু'টি পায়ের পাতা রাখার জায়গা– (তাফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা)।

তাহলে আল্লাহর বসার জায়গা 'আর্‌শের পরিধি এবং ওর বিশালতা মানুষের কল্পনায় আসে কি? না, কখনই না। তাই আল্লাহর 'আর্‌শ যখন মানুষের কল্পনার অতীত তখন ওতে তাঁর বসার ধরনকরনও মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের গণ্ডি বহির্ভূত। সেজন্যই আল্লাহর উক্তি–সুম্মাস তাওয়া 'আলাল 'আর্‌শ– সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে সালামাহ (রাযি.) বলেন ঃ আল-কাইফু গাইরু মা'কুল - ওয়াল ইসতিওয়া-উ গাইরু মাজহূল - ওয়াল ইকরা-রু বিহী ঈমা-নুন - ওয়াল জুহুদ বিহী কুফরুন – অর্থাৎ আল্লাহর 'আর্‌শে বসার ধরনটা বোধগম্য নয়। অথচ বসা (কথাটা) অজানাও নয়। এমতাবস্থায় ওটাকে স্বীকার করা ঈমানের পরিচায়ক এবং ওটাকে অস্বীকার করা কুফরী। (তাফসীর দুররে মানসূর ৩য় খণ্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা)

ইবনে 'উয়াইনাহ (রহ.) বলেন, (ইমাম মালিকের শিক্ষাগুরু) ইমাম রবীআহকে জিজ্ঞেস করা হয়, ইসতিওয়া কিভাবে? তিনি বলেন, ইসতাওয়াটি অজানা নয়। তথাপি ওর ধরনটা বোধগম্য নয়। তাই আল্লাহর তরফ থেকে রাসূলের দায়িত্ব (আল্লাহর বাণী) পৌঁছে দেয়া। আর আমাদের কর্তব্য তা মেনে নেয়া। (ঐ- ১৭০ পৃষ্ঠা)

ইমাম মালিককে– ইসতাওয়া কেমন– জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আল ইসতিওয়া-মা'লুম * ওয়াল কাইফু মাজহূল * ওয়াল ঈমা-নু বিহী

https://www.facebook.com/178945132263517

ওয়া-জিবুন * ওয়াস সুওয়া-লু আনহু বিদআতুন– অর্থাৎ ইসতিওয়া (বসাটা) জানা এবং ওর ধরনটা অজানা। ওটাকে বিশ্বাস করা অপরিহার্য এবং ঐ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদআত। (তাযকিরাতুল হুফফা-য ১ম খণ্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা, পূর্বোক্ত, ১৭০ পৃষ্ঠা, শারহু ফিক্বহী আকবার ৪৬ পৃষ্ঠা)

ইবনে আবী হা-তিম কা'ব পাদ্রী থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ যখন সৃষ্টিজগৎকে সৃষ্টি করে 'আর্‌শে সমাসীন হন তখন 'আর্‌শটি তাঁর তাসবীহ (পবিত্রতা বর্ণনা) করে– (দুররে মানসূর ৩য় খণ্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা)। 'আবদ ইবনে হুমাইদ (রহ.) আবূ 'ঈসা থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ যখন 'আর্‌শের উপরে বসেন তখন একটি ফেরেশতা সিজদায় পড়ে যায়। অতঃপর সে কিয়ামাত কায়িম না হওয়া পর্যন্ত ঐ অবস্থায় সিজদারত থাকবে। তারপর যখন কিয়ামাত হবে তখন সে মাথা তুলে বলবে– আমি তোমারই পবিত্র বর্ণনা করেছি। আমি তোমার 'ইবাদাতের যোগ্য 'ইবাদাত করতে পারিনি। তবে হ্যাঁ, আমি তোমার সাথে আর কাউকে শরীকও করিনি এবং তোমাকে বাদ দিয়ে কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করিনি– (দুররে মানসূর ৩য় খণ্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা)।

আল্লাহর গুণ ও কাজ সংক্রান্ত বিশ্বাসে বিভিন্ন দল

আগে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহর হাত ও চোখ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। (সূরা সা-দ ৩৮ ঃ ৭৫, সূরা তা-হা ২০ ঃ ৩৯)

তেমনি এ বর্ণনাও দেয়া হয়েছে যে ঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

"আল্লাহ শোনেন ও দেখেন।" (সূরা নিসা ৪ ঃ ৫৮)

এখন প্রশ্ন ওঠে যে, সত্যিসত্যি কি আল্লাহর হাত ও চোখ আছে? নাকি তাঁর হাত ও চোখ এর কথা রূপক অর্থে বলা হয়েছে। যেমন হাত মানে শক্তি এবং চোখ মানে শুভদৃষ্টি। তেমনি সত্যিসত্যিই তিনি শুনতে ও দেখতে পান কি? নাকি তাঁর শোনা ও দেখা প্রভৃতি কাজগুলো অর্থহীন? এ ব্যাপারে

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন, আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাখ্যায় দু'টি দল আছে ঃ ১) আহলে তা'ত্বীল - জাহমিয়াহ। ২) কাদরিয়াহ। অন্যদিকে আল্লাহর ডাঁট সংক্রান্ত ব্যাপারে দু'টি দলের উদ্ভব হয়েছে ঃ ১) মুরজিয়াহ। ২) ক্বাদরিয়্যার মধ্যে ওয়ায়ীদিয়্যাহ। আবার ঈমান ও দীনের নামকরণের ব্যাপারে দু'টি দল সৃষ্টি হয়েছে ঃ ১) হারূরিয়্যাহ। ২) মু'তাযিলাহ। তেমনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবায়ে কিরামের আপোষে মতভেদের ব্যাপারে দু'টি দল মাথা চাড়া দিয়েছে ঃ ১) রাফিযী। ২) খারিজী। এ সমস্ত দলের মধ্যপন্থী দল হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। (আল-'আক্বীদাতুল ওয়া-সিত্বিয়্যাহ ১৬ পৃষ্ঠা)

জাহমিয়াহ ও মুশাববিহা'র পরিচিতি

১। জাহমিয়াহ ঃ জাহমিয়াহ ফির্কাটি জাহম ইবনে সফওয়ান-এর নামের সাথে জড়িত। এ ফির্কা আল্লাহর নামগুলো এবং তাঁর গুণাবলীকে স্বীকার করে না। যাতে আল্লাহর সাথে সৃষ্টিজগতের সাদৃশ্য প্রমাণিত না হয়ে যায়। যেমন আল্লাহর হাত আছে এবং মানুষেরও হাত আছে। তাহলে দু' রকম হাতই কি একই রকম হাত? তাই স্রষ্টার হাত এবং সৃষ্টির হাত উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য হয়ে যেতে পারে বলে জাহমিয়াহরা আল্লাহর নাম ও গুণগুলোকে অস্বীকার করে এবং ঐসব গুণগুলোকে তারা অর্থহীন বলে। ঐ অনর্থক ভাবটাকে আরাবীতে তা'ত্বীল বলা হয়। তাই এ ফির্কার অপর নাম মুআতত্বিলাহ।

জাহমিয়াহ ফির্কার উক্ত ধারণার মূলে আছে অভিশপ্ত ইয়াহূদী ধারণা। কারণ, জাহম এ 'আকীদা গ্রহণ করে জা'দ ইবনে দিরহাম থেকে। জা'দ এ 'আকীদা গ্রহণ করে আবা-ন ইবনে সাম'আন থেকে। সাম'আন তা পান ত্বা-লুত ইবনে আখত থেকে। ত্বালুত তা অর্জন করেন লাবীদ ইবনে আ'সম ইয়াহূদী থেকে। যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যাদু করেছিলেন– (আল-ফাতওয়া আল-হামাভিয়াহ ৯৫ পৃষ্ঠা, ইসলামী মাযাহিব ১৪৫ পৃষ্ঠা)। উক্ত জাহমকে ১২৮

https://www.facebook.com/178945132263517

হিজরীতে হত্যা করা হয়– (লিসা-নুল মীযা-ন ২য় খণ্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা)। উক্ত বাতিল 'আকীদার কারণে মার্ভ শহরে তাকে হত্যা করেন সা-লিম ইবনে আহওয়ায–* (আল-মিলাল ওয়াননিহাল ৯০ পৃষ্ঠা)।

২। মুশাববিহাহ ঃ মুআতত্বিলার বিপরীত ফির্কা মুশাববিহাহ বা সাদৃশ্য পেশকারী। কারণ, এরা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীকে অস্বীকার না করে স্বীকার করে। কিন্তু সেই সঙ্গে এরা সাদৃশ্য পেশ করে বলে যে, আল্লাহর হাত আমাদেরই হাতের মত। এদের অপর নাম মুমাসসিলাহ– তথা দৃষ্টান্ত পেশকারী। এদেরকে মুজাসসিমাহ বা অবয়বের ধারণা পোষণকারীও বলা হয়। ('আকীদাতুল মুসলিমীন ২য় খণ্ড, ৪১৪ পৃষ্ঠা)

তাজসীম বা আল্লাহর গুণের অবয়ব আছে– এ কথা সর্বপ্রথম বলেন, মুকাতিল ইবনে সুলাইমান খোরাসানী। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, জাহম সাদৃশ্যকে অস্বীকারের ব্যাপারে খুব বাড়াবাড়ি করেছেন। পরিশেষে তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কিছুই নন। আর মুকাতিল তা স্বীকারের ব্যাপারে খুব বাড়াবাড়ি করেছেন। এমনকি তিনি আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির মত বানিয়ে দিয়েছেন। (মীযা-নুল ই'তিদা-ল ৩য় খণ্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা)

জাবরিয়াহ ও কাদরিয়া'র পরিচিতি

৩। জাবরিয়াহ ঃ জাবরিয়াহ ফির্কার জাবর শব্দের সাথে। আরাবী জাবর শব্দের অর্থ বাধ্য হওয়া। এই ফির্কার লোকেরা আল্লাহর কাজগুলোকে স্বীকার করে এবং বান্দার কাজগুলোকে অস্বীকার করে। ফলে এরা বলে যে, বান্দাহ কোন কাজই করে না। বরং সব রকম কাজের একমাত্র কাজী আল্লাহ এবং বান্দাহ তাঁর কাজটি করতে বাধ্য। তাই বান্দার সব রকম গতি ও

---

* এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানতে আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ.) রচিত 'শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.)' গ্রন্থের ১৫৬-১৫৭ পৃষ্ঠা দেখুন।
– প্রকাশক

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

কার্যাবলী স্বেচ্ছামূলক নয়, বরং তা বাধ্যতামূলক। যেমন হাত-কাঁপা ব্যক্তির হাত আপনা আপনি কাঁপতে বাধ্য হয়। তেমনি তাদের মতে বান্দার দিকে কোন কাজের সম্পর্ক প্রকৃত নয়, বরং তা হল রূপক।

(শারহুল 'আকীদাতিল ওয়া-সিত্বিয়্যাহ ১২৫ পৃষ্ঠা)

কিছু বিদ্বানের ধারণা যে, এ ধারণা ইয়াহূদীদের মধ্য থেকে মুসলিমদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। তবে তাদেরও আগে অগ্নিপূজক ইরানীদের মধ্যেও এ ধারণা ছিল। যার কারণে তারা আপন বোন ও আপন মা-কেও বিয়ে করতো এবং বলতো যে, এটা আল্লাহরই তৈরীকৃত ভাগ্য। যা আমরা করতে বাধ্য। (ইসলামী মাযা-হিব ১৪৫-১৪৬ পৃষ্ঠা)

৪। **কাদরিয়াহ ঃ** কাদরিয়াহ ফির্কার সম্পর্ক 'কাদর' শব্দের সাথে। আরাবী কাদর শব্দের অর্থ ভাগ্য। এ ফির্কা জাবরিয়ার বিপরীত ফির্কা। এদের ধারণায় সমস্ত কাজের কাজী মানুষ নিজেই। মানুষের কোন কাজে আল্লাহর কোন রকমই দখল নেই। এরা আল্লাহর তৈরীকৃত কাদর তথা ভাগ্যকে মিথ্যা ভাবে এবং মানুষকে নিজের ভাগ্য রচনাকারী বলে বিশ্বাস করে। তাই এদেরকে কাদরিয়াহ বলা হয়।

ইমাম আওযা-য়ী (রহ.) বলেন, সর্বপ্রথম যিনি – 'কাদর' – সম্পর্কে কথা বলেন তিনি একজন ইরাকবাসী। তাঁর নাম সাওসান। তিনি খৃষ্টান ছিলেন। অতঃপর মুসলিম হন। তারপর আবার তিনি খৃষ্টান হয়ে যান। তাঁর থেকে মা'বাদ জুহানী এ মতবাদ গ্রহণ করেন। আর মা'বাদ থেকে গাইলান তা অর্জন করেন– (আশশারীআহ ২৪৩ পৃষ্ঠা)। খলীফা হিশাম ইবনে 'আবদুল মালিক গাইলানকে কাদরিয়াহ মতবাদের জন্য হত্যা করেন– (লিসা-নুল মীযা-ন ৪র্থ খণ্ড, ৪৯২-৪৯৩ পৃষ্ঠা)।

মুরজিয়া ও মু'তাযিলা-র পরিচয়

৫। **মুরজিয়া ঃ** মুরজিয়া ফির্কার সম্পর্ক 'ইরজা' শব্দের সাথে। ইরজা'র অর্থ দেরী করা, সরিয়ে রাখা। এ ফির্কার লোকেরা ঈমান থেকে

https://www.facebook.com/178945132263517

কাজ করাটাকে দূরে সরিয়ে রাখে। তাই এদেরকে মুরজিয়া বলা হয়।

(আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক্ব ১৯ পৃষ্ঠা)

এদের ধারণা যে, ঈমান থাকলে কোন পাপ ক্ষতি করতে পারে না। যেমন কুফরী থাকলে কোন আনুগত্য ফায়দা দেয় না– (আল-মিলাল ওয়াননিহাল ১ম খণ্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা)। তাই এদের নিকট কাবীরা গুনাহকারীরা পূর্ণাঙ্গ ঈমানওয়ালা ব্যক্তি। তাকে আল্লাহর কোন ডাঁটের জন্য পেশ করা হবে না। তেমনি কোন পাপের কারণে ঈমান ঘটে না। তাই কাবীরা গুনাহকারীকে ফাসিক বলা যাবে না– (শারহুল 'আকীদাতিল ওয়া-সিত্বিয়াহ ১২৬ পৃষ্ঠা)।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন, মুরজিয়া তিন রকম। এক- যারা বলে, ঈমান হচ্ছে অন্তরের বিশ্বাস। এদের সংখ্যাই বেশী। দুই- যারা বলে, ঈমান হচ্ছে কেবল মুখে স্বীকার করা। তিন- যারা বলে ঈমান হচ্ছে অন্তরের বিশ্বাস এবং মুখে বলা। এটাই প্রসিদ্ধ কথা ফিকাহ্ওয়ালাদের পক্ষ থেকে।

(লাওয়া-মিউল আনওয়া-র ১ম খণ্ড, ৪২২ পৃষ্ঠা)

৬। মু'তাযিলা ঃ বিখ্যাত তাবিঈ হাসান বাসরী (রহ.)-এর বিশিষ্ট ছাত্র ওয়াসিল ইবনে আত্বা ও তাঁর অনুসারীদেরকে মু'তাযিলা বলা হয়। এর কারণ এই যে, একবার হাসান বাসরী (রহ.)-এর মজলিসে এক ব্যক্তি এসে বলল, আমাদের যুগে একটি দলের উদ্ভব হয়েছে যারা কাবীরা গুনাহকারীকে কাফির বলে। আর একদল বলে, 'আমালটা ঈমানের অঙ্গ নয়। তাই ঈমান থাকা অবস্থায় পাপ করলে কোন ক্ষতি নেই। এসব ব্যাপারে আপনি কি বলেন? লোকটির কথা শুনে হাসান (রহ.) চিন্তা করতে লাগলেন।

এমতাবস্থায় তাঁর জওয়াব দেবার আগেই ওয়াসিল ইবনে আতা উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি এ কথা বলি না যে, কাবীরা-গুনাহকারী সম্পূর্ণ মু'মিন। আর না সে সম্পূর্ণ কাফির। বরং সে দু'টি স্তরের মধ্যবর্তী স্তরে আছে। তাই সে মু'মিন নয় এবং কাফিরও নয়। তারপর তিনি ঐ মাসজিদের একটি থামের কাছে সরে গিয়ে নিজের জওয়াবটাকে দৃঢ় করতে থাকেন। তখন হাসান (রহ.) তাঁকে বলেন, তুমি আমাদের নিকট থেকে পৃথক হয়ে যাও।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

ফলে তাকে এবং তার সাথীদেরকে মুতাযিলাহ তথা বিচ্ছিন্নতাবাদী নাম দেয়া হয়। (আল-মিলাল ওয়াননিহাল ১ম খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা)

মিসরী ঐতিহাসিক ডঃ আহমাদ আমীন বলেন, আল্লামা মাকরিযীর 'আলখিতাত'-এ আছে যে, ঐ সময় ইয়াহূদীদের একটি দল ছিল ফ্রোশীম– নামে। যার অর্থ মু'তাযিলাহ। তাদের 'আকীদা ছিল যে, বান্দার সব কাজ আল্লাহর সৃষ্টি করা নয়। তাই এর ধারণা দূরবর্তী নয় যে, ইয়াহূদীদের মধ্যে যারা মুসলিম হয়েছিল তারা এ সাদৃশ্যের কারণে মু'তাযিলাদেরকে ঐ নামে আখ্যায়িত করেছিল। (ফাজরুল ইসলাম)

মু'তাযিলারা বুদ্ধির উপরে জোর দিত। এরা কোন কোন ব্যাপারে কুরআন থেকে দলীল পেশ করলেও হাদীস পেশ করতো না। কারণ, এরা হাদীস জানতো না। এরা ১২ দলে বিভক্ত– (ইসলামী মাযাহিব ১৯১ পৃষ্ঠা)। এরা হাদীস না জানার কারণে যুক্তি ও বুদ্ধির উপরে নির্ভর করতে গিয়ে অনেক জায়গায় ঠোকর খেয়েছে এবং বাতিল ফির্কার মধ্যে শামিল হয়েছে।

খারিজী ও রাফিযী পরিচিতি

৭। খারিজী ঃ আরাবী "খারাজা" শব্দের অর্থ বেরিয়ে যাওয়া। এই খারাজা থেকে খারিজী শব্দটি তৈরী হয়েছে। চতুর্থ খলীফা 'আলী (রাযি.)-এর খিলাফতের যুগে ৩৭ হিজরীতে সিফফীনের যুদ্ধ শেষে বার হাজার সৈন্য 'আলী (রাযি.)-এর নেতৃত্ব থেকে বেরিয়ে যায়। তাদেরকে এই বেরিয়ে যাবার কারণে খারিজী নাম দেয়া হয়।

(আলবিদা-য়াহ ওয়াননিহা-য়াহ ৭ম খণ্ড, ২৮৯ পৃষ্ঠা)

এরা আরও কতিপয় নামে পরিচিতি হল ঃ ১) মাহকামাহ, ২) আশশুরা-হ, ৩) আল-হারূরিয়য়াহ, ৪) আননাওয়া-সিব, ৫) আলমা-রিক্বাহ।(আল-আদয়্যান ওয়ালফিরাক্ব ওয়াল মাযা-হিবুল মুআ-স্বরাহ ১০৩ পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

এরা ৬টি দলে বিভক্ত। এদের বিখ্যাত শ্লোগান ঃ "লা হুকমা ইল্লা-লিল্লা-হ"। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর কোন হুকুমই নেই। এরা বলে, কাবীরা গুনাহকারী কাফির এবং কোন বাদশাহ সুন্নাতের খেলাফ কাজ করলে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা ওয়াজিব তথা অবশ্য কর্তব্য। এরা বাহ্যিকভাবে সালাত ও সিয়ামের খুবই পাবন্দ। (আল-মিলাল ওয়াননিহাল ১ম খণ্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা)

আবুল 'আব্বাস মুবাররাদ বলেন, একবার খারিজীদের কাছে একজন মুসলিম ও একজন খৃষ্টান এসে যায়। তখন তারা মুসলিমটিকে হত্যা করে এবং খৃষ্টানটিকে যিম্মী ভেবে ছেড়ে দেয়– (আল-কামিল ২য় খণ্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা)। খারিজীরা তৃতীয় ও চতুর্থ খলীফা 'উসমান ও 'আলী (রাযি.)-কে এবং যারা তাঁদের দু'জনকে ভালবাসে তাদের সবাইকে কা-ফির বলে– (আল-কাওয়া-শিফুল জালীলাহ ৫০৬ পৃষ্ঠা)।

৮। রাফিযী ঃ রাফিযী নামটি আরাবী "রাফয" শব্দ থেকে তৈরী। রাফয-এর অর্থ তার্ক, অর্থাৎ ত্যাগ করা। হুসায়ন (রাযি.)-এর পৌত্র যাইদ ইবনে 'আলীকে তাঁর অনুসারীগণ একবার বলে যে, আপনি আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রাযি.)-এর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। তখন তিনি বলেন, মাআ-যাল্লা-হ! (আল্লাহরই আশ্রয় চাই)। আমি তাঁদের দু'জনকে ভালবাসি এবং তাঁদের দু'জনের প্রতি যারা বিরূপ তাদের থেকে আমিও বিরূপ। অতঃপর ঐসব লোকেরা তাঁকে ত্যাগ করে। ফলে তারা রাফিযী তথা সঙ্গত্যাগকারী হয়ে যায়।

সর্বপ্রথম রাফযের কথা যিনি বলেন এবং 'আলী (রাযি.)-এর ব্যাপারে যিনি বাড়াবাড়ি করে বলেন যে, তিনি নাবী। তারপরে বলেন, তিনি আল্লাহ। আর এই উক্তিকারী ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইবনে সাবা। ইনি ইয়াহূদী ছিলেন। পরে মুসলিম হন তৃতীয় খলীফা 'উসমানের যুগে ইসলাম ধর্মে বিকৃতি আনার জন্যে। (আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক্ব ২৩৫ পৃষ্ঠা)

কোন কোন পণ্ডিত শী'আদেরকে 'রাফিযী' নাম দেয়। এটা ঠিক নয়। কারণ শী'আদের একটি উপদলের নাম রাফিযী। যারা যাইদ ইবনে 'আলীর

https://www.facebook.com/178945132263517

সঙ্গ ত্যাগ করে। কেউ কেউ রাফিযীদের যায়দী নামে অভিহিত করে। কারণ, যায়দীদের বহু আগে শী'আদের সাকায়িয়াহ ও কাইসানিয়াহ উপদল ছিল।

(আল-আদয়্যান ওয়ালফিরাক্ব ওয়াল মাযা-হিবুল মুআ-সরাহ ১৪৬ পৃষ্ঠা)

রাফিযী সহ সমস্ত শী'আদের ধারণায় তিন খুলাফায়ে রাশিদীন আবূ বাকর ও 'উমার এবং 'উসমান (রাযি.)-এর উপরে চতুর্থ খলীফা 'আলী (রাযি.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব আছে। আর তাঁদের মতে খিলাফতের অধিক হকদার রাসূলুল্লাহর বংশধর তথা আহলে বাইতগণ। (ঐ- ১৪৫ পৃষ্ঠা)

হাদীসের আলোকে কাদরিয়াহ, মুরজিয়াহ ও খারিজী

বিশিষ্ট সাহাবী ইবনে 'আব্বাস (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমার উম্মাতের দু'টি দল এমন, যাদের দু'জনের কোন অংশই নেই ইসলামে। তারা হল মুরজিয়া ও কাদরিয়াহ– (তিরমিযী, মিশকাত ২২ পৃষ্ঠা)। ইবনে 'উমারের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এই উম্মাতের মাজূস (অগ্নিপূজক) হচ্ছে কাদরিয়াহ। তারা যদি অসুখে পড়ে তাহলে তোমরা তাদের রোগ দেখতে যেয়ো না। আর তারা যদি মারা যায় তাহলে তাদের জানাযায় তোমরা শরীক হয়ো না– (আহমাদ, আবূ দাঊদ, মিশকাত ২২ পৃষ্ঠা)।

আবূ হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমার আগে যে কোন নাবীকেই আল্লাহ পাঠিয়েছেন তাঁর উম্মাত যেন তাঁর মতানুসারী হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে মুরজিয়াহ এবং কাদরিয়াহও ছিল। যারা সেই নাবীর পরে তাঁর বিষয়গুলো তালগোল পাকিয়ে দিত। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ৭০ জন নাবীর মুখ দিয়ে মুরজিয়াহ ও কাদরিয়াহকে লা'নত দিয়েছেন। আমি তাঁদের শেষজন। (আশ-শারীআহ ১৯৩ পৃষ্ঠা)

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, হারূরিয়াহ (খারিজীদের) ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের পরে কতিপয় সম্প্রদায় আসবে। তাদের সালাতের সাথে তোমাদের সালাতকে এবং তাদের

https://www.facebook.com/178945132263517

সিয়ামের সাথে তোমাদের সিয়ামকে আর তাদের 'ইবাদাতের সাথে তোমাদের 'ইবাদাতকে তোমরা হেয় মনে করবে। তারা কুরআন পড়বে। কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীনে ইসলাম থেকে ঐভাবে বেরিয়ে যাবে যেভাবে ধনুক থেকে তীরে বেরিয়ে যায়।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ ১৫ খণ্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা)

ইবনে আবী আওফার বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, খারিজীগণ জাহান্নামের কুকুর। (ঐ- ৩০৫ পৃষ্ঠা)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিচয়

আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসে আল্লাহর বিভিন্ন গুণাবলী ও বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সেসব বর্ণনাগুলোকে যারা ঐভাবেই মানে যেভাবে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তাদেরকেই 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' নামে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁরা আল্লাহর গুণ ও কাজগুলোকে মুআতিলাহ-জাহমিয়ার মত অনর্থক ভাবে না এবং মুজাসসিমাহ-মুমাসসিলার মত ওগুলোর কোন উদাহরণ ও অবয়বও স্বীকার করে না। তাঁরা মুরজিয়ার মত 'আমালটাকে বাদ দিয়ে কেবল অন্তরের বিশ্বাসকে ঈমান ভাবে না। বরং তাঁরা অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকৃতি এবং বাস্তবে ওর প্রমাণ দেবার নামকে ঈমান বলে।

তাঁরা জাবরিয়ার মত মানুষকে অসহায় এবং আল্লাহর হাতের খেলনা মনে করে না এবং কাদরিয়ার মত ভাগ্যকে অস্বীকার করে না। বরং তাঁরা ভাগ্যকে স্বীকার করে এবং কিছু বিষয়ে মানুষকে অসহায় মনে করে। তাঁরা খারিজীদের মত কবীরা-গুনাহকারীকে কাফির বলে না এবং মুতাযিলার মত তাকে না-মু'মিন ও না-কাফির ভাবে না। বরং তাঁরা কাবীরা গুনাহকারীকে পাপী মু'মিন তথা ফাসিক নামে অভিহিত করে। তাঁরা রাফিযীদের মত 'আলী (রাযি.)-কে তিন খুলাফায়ে রাশিদীনের উপর প্রাধান্য দিয়ে এক নম্বর খলীফা ভাবে না। বরং তাঁকে তাঁরা চার নম্বর খলীফা হিসেবে বিবেচনা করে।

https://www.facebook.com/178945132263517

এ সকল ব্যক্তি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা ঃ

১) ইমাম রবীআতুর রায় (মৃত ১৩৬ হিঃ)। ২) ইমাম মালিক (মৃত ১৭৯ হিঃ)। ৩) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস শাফিঈ (মৃত ২০৪ হিঃ)। ৪) ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [রহ.] (মৃত ২৪১ হিঃ)। ৫) ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (মৃত ২৫৬ হিঃ)। ৬) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযাইমাহ (মৃত ৩১১ হিঃ)। ৭) ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে 'উমার দারাকুতনী (মৃত ৩৮৫ হিঃ)। ৮) ইমাম আবূ বাকর আহমাদ ইবনুল হুসায়ন বাইহাক্বী (মৃত ৪৫৮ হিঃ)। ৯) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে 'আলী ইবনে হাযম (মৃত ৪৫৬ হিঃ)। ১০) শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবনে তাইমিয়াহ (মৃত ৭২৮ হিঃ)। ১১) হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম (মৃত ৭৫১ হিঃ)। ১২) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে 'আবদুল ওয়াহহাব নাজদী (মৃত ১২০৬ হিঃ)। ১৩) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে 'আলী শাওকানী (মৃত ১২৫০ হিঃ)। ১৪) আল্লামা ইমাঈল শহীদ (জন্ম ১১৯৩ হিঃ)। ১৫) ইমাম নাওওয়াব সিদ্দীক হাসান খান (মৃত ১৩০৭ হিঃ)।

আশআরী ও মা-তুরীদী

ইসলামী 'আকীদার ব্যাপারে উক্ত দলগুলো ছাড়াও আরো দু'টি বিখ্যাত দল ছিল। তা হল ঃ ১) আশআরী। ২) মা-তুরীদী। আশ'আরী দলটির সম্পর্ক ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাঈল-এর সাথে জড়িত। এ বংশের ঊর্ধ্বতম দশম পুরুষ ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী আবূ মূসা আশআরী (রাযি.)। তাই তিনি আশ'আরী নামে প্রসিদ্ধ। ইমাম আবুল হাসান ইরাকের বসরা শহরে ২৭০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। অন্যমতে ২৬০ হিজরীতে তার জন্ম। তিনি ৩২৪ হিজরীতে ওফাত পান। অন্যমতে ৩৩০ কিংবা ৩৩৫ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। (বিদায়াহ ওয়াননিহায়াহ ১১ খণ্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী প্রথমে মূতাযিলী ছিলেন। তারপর তিনি একদিন বাসরার জামে মাসজিদে জুমু'আর দিনে মিম্বারে চড়ে ঐ মতবাদ থেকে তাওবা করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের দলভুক্ত হয়ে যান। আশ'আরীরা আল্লাহর সাতটি গুণাবলী– ১) জীবন, ২) জ্ঞান, ৩) শক্তি, ৪) ইচ্ছা, ৫) কথা বলা, ৬) শোনা, ৭) দেখা–এর ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের সাথে একমত। কিন্তু আল্লাহর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও 'আর্‌শে বসা প্রভৃতি বহু গুণাবলীর ব্যাপারে তাঁরা আহলে সুন্নাতের বিরোধী। তাই তাঁদের সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন, আশ'আরীগণ আল্লাহর নামসমূহ ও বিভিন্ন হুকুমের ব্যাপারে বেশীর ভাগ মুরজিয়াহ এবং ভাগ্যের ব্যাপারে তাঁরা অনেকটা জাবরিয়াহ। আর আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাপারে তাঁরা জাহমিয়াহ না হলেও তাঁদের মধ্যে কিছুটা জাহমিয়াহ-ভাব পাওয়া যায়।

('আকীদাতুল মুসলিমীন ২য় খণ্ড, ৫৪২, ৪৪৩ ও ৫৪৫ পৃষ্ঠা)

আশ'আরী মতবাদের বিখ্যাত প্রবক্তা ছিলেন– ১) ইমাম আবূ বাকর বা-কিল্লা-নী (মৃত ৪০৩ হিঃ), ২) ইমাম আবূ হা-মিদ গাযযালী (মৃত ৫০৫ হিঃ), ৩) আল্লামা 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার বাইযাভী (মৃত ৭০১ হিঃ), ৪) আল্লামা সাইয়িদ শারীফ জুরজা-নী (মৃত ৮১৬ হিঃ)।

(ইসলামী মাযাহিব ২৩৩-২৩৪ ও ২৩৬ পৃষ্ঠা)

মা-তুরীদী ঃ মা-তুরীদী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ। ইনি আবূ মানসূর মা-তুরীদী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি সমরকন্দের মা-তুরীদিয়াহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৩৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ইনি হানাফী মাযহাবপন্থী ছিলেন। আশ'আরীদের সাথে মা-তুরীদের কেবলমাত্র ১০টি মাসআলায় মতভেদ আছে। তাও কেবল শব্দের মতভেদ। এ ব্যাপারে আল্লামা কাওসারী হানাফী বলেন, আশ'আরীগণ মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও মু'তাযিলীদের মাঝামাঝি ছিলেন। আর মা-তুরীদীগণ আশ'আরী ও অন্যান্য ফির্কাদের মাঝে ছিলেন।

(ইসলামী মাযা-হিব ২৩৮, ২৪২, ২৪৫ পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লাহর ক্ষমতার সামান্য নিদর্শন

বিখ্যাত সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাযি.) বলেন, ইয়াহূদীদের একজন পাদ্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! কিয়ামাতের দিন যখন হবে তখন আল্লাহ আকাশগুলোকে রাখবেন এক আঙ্গুলে ও যমীনগুলোকে এক আঙ্গুলে এবং পাহাড়গুলোকে রাখবেন এক আঙ্গুলে আর পানি ও পাতালকে এক আঙ্গুলে এবং সমস্ত সৃষ্টিজগৎকে এক আঙ্গুলে। তারপর তিনি ওগুলোকে নাড়াবেন। তারপরে বলবেন, আমিই বাদশাহ। ইবনে মাস'ঊদ বলেন, অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম, তিনি (ইয়াহূদীটির কথাগুলো শুনে) হেসে ফেললেন। এমনকি তাঁর সামনে দাঁতগুলো প্রকাশ পেল ওর কথাটির সত্যতার প্রমাণে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি আয়াত পড়লেন ঃ

﴿وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ﴾

অর্থাৎ লোকেরা আল্লাহকে তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি। অথচ সমস্ত যমীনটা কিয়ামাতের দিনে তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে এবং আকাশমণ্ডলী তাঁর ডান হাতে জড়ানো থাকবে– (সূরা যুমার ৩৯ ঃ ৬৭)।

(আশ'শারীআহ ৩১৮ পৃষ্ঠা, বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, তাফসীর ইবনে কাসীর ৪র্থ খণ্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা)

ইবনে 'আব্বাস (রাযি.) বলেন, সাত আসমান ও যমীনগুলো এবং ওদের মধ্যে যা কিছু আছে সেসবই করুণাময়ের হাতে ঐরূপ যেমন তোমাদের কারো হাতে একটি সরিষার দানা। (তাফসীরে তাবারী ২৪ খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা)

ইবনে 'উমার (রাযি.)-এর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিনে আকাশমণ্ডলী ও যমীনগুলোকে একটি তালুতে রাখবেন। তারপর ঐ দু'টোকে তিনি সেভাবে নাচাবেন যেমনভাবে ছেলেরা বলটাকে নাচায়। (ফাতহুল বারী ১৩ খণ্ড, ৩৯৬ পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লাহর গাম্ভীর্যের একটি বিবরণ

বিশিষ্ট সাহাবী নাওয়াস ইবনে সাম'আ-ন (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ যখন ওয়াহীর কথা বলেন, তখন তার ফলে আসমানে কম্পন ধরে আল্লাহর ভয়ে। অতঃপর আকাশমণ্ডলীর বাসিন্দারা যখন তা শুনতে পায় তখন তারা বেহুঁশ হয়ে যায় এবং আল্লাহর জন্য সিজদায় পড়ে যায়। তারপর সর্বপ্রথম যিনি নিজের মাথাটা তোলেন তিনি হচ্ছেন জিবরীল ('আ.)। অতঃপর আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাঁর ওয়াহীর কথাটা তিনি জিবরীলকে বলেন।

তারপর জিবরীল ('আ.) সেই ওয়াহীটাকে নিয়ে প্রত্যেক আসমানের ফেরেশতাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে থাকেন। তিনি যখন এক একটি আকাশ অতিক্রম করতে থাকেন তখন তাঁকে আকাশের ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করেন যে, আমাদের প্রতিপালক কী বলেছেন, হে জিবরীল! তিনি বলেন, আল্লাহ সত্য বলেছেন। আর তিনি তো উন্নত মহান। তারপর তারাও তা বলে জিবরীল যা বলেন। এরপর জিবরীল ('আ.) সেই ওয়াহীটাকে আসমান ও যমীনের সেখানে পৌঁছাতে থাকেন যেখনে আল্লাহ হুকুম দেন।
(তাফসীর ইবনে কাসীর ৩য় খণ্ড, ৫৩৮ পৃষ্ঠা, আশ শারীআহ ২৯৪ পৃষ্ঠা, ইবনে খুযাইমাহ, তাবারানী, কিতা-বু অসূলিল ঈমান ১৩-১৪ পৃষ্ঠা)

ইসলামে অবতারবাদ নেই

কিছু অমুসলিম এ কথা বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবী যখন পাপে ডুবে যায় এবং অশান্তি ও অরাজকতায় ভরে যায়, তখন পৃথিবীকে পাপ ও অশান্তি মুক্ত করার জন্য স্বয়ং ঈশ্বর স্বর্গ থেকে নেমে মানুষের রূপ ধরে মর্তে আসেন। এ নামটাকে তাঁদের পরিভাষায় অবতারবাদ বলা হয়। তাদের মতে যে-মহাপুরুষের রূপে স্বয়ং ভগবান পৃথিবীতে নেমে আসেন সেই মহাপুরুষকে তাঁরা অবতার নামে অভিহিত করেন।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

ইসলাম এরূপ অবতারবাদকে কখনও বিশ্বাস করে না। তাই ইসলামে অবতারবাদ বলে কিছু নেই। 'আর্‌শ থেকে পৃথিবীতে আল্লাহর নামার কথা নয়, বরং পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে তাঁর নামার কথা। তার প্রমাণ সহীহ হাদীসে আছে। যেমন বিশিষ্ট সাহাবী আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমাদের নিত্যবৃদ্ধিময় মহান প্রতিপালক প্রত্যেক রাতে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসেন– যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ সময় বাকী থাকে। তখন তিনি বলতে থাকেন, কে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব; কে আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করবো। কে আমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করবো।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১০৯ পৃষ্ঠা)

হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন, দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে আল্লাহর নামার প্রমাণে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ২৮ জন সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। ('আকীদাতুল মুসলিমীন ২য় খণ্ড, ৪৩৭ পৃষ্ঠা)

ওয়াহ্‌দাতুল-ওয়াজুদ ও হুলূলী মতবাদ

মুসলিম সূফীদের মধ্যে একটি দল বলেন যে, তাঁদের পালনকর্তা প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে ঢুকে আছেন। যেমন খেজুর-আঁটি থেকে খেজুর গাছ বের হয় এবং কাঁচা কাঠ থেকে দরজা ও জানালা এবং চেয়ার ও বেঞ্চ প্রভৃতি তৈরী হয়। এই ধারণাটাকে তাঁদের পরিভাষায় হুলূলীদের প্রধানতম প্রবক্তা ও নেতা ছিলেন মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী। (মৃত ৬৩৭ হিঃ) এর হুলুলী মতবাদের বিখ্যাত সমর্থক ছিলেন সুলাইমান ইবনে আলী তিলিমসানী (মৃত ৬০৯ হিঃ) ও আব্দুল হক ইবনে ইবরাহীম মূরীসী ওরফে ইবনে সাবঈন (মৃত ৬৯৯ হিঃ) এবং ইবনুল ফা-রিয (মৃত ৬৪২ হিঃ) প্রমুখ।*

(আশ শারীআহ ২৮৫ পৃষ্ঠা, 'আকীদাতুল মুসলিমীন ২য় খণ্ড, ৬৪৮ পৃষ্ঠা)

---

* এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ.)-এর 'ইসলামে বিভিন্ন দল ও উহার উৎস' গ্রন্থ অধ্যয়ন করুন।

https://www.facebook.com/178945132263517

হুলুলী মতবাদের অপর নাম– ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ। তাই এদের মতে স্রষ্টার অস্তিত্বই সৃষ্টির অস্তিত্ব এবং স্রষ্টাই সৃষ্টি ও সৃষ্টিই স্রষ্টা। আর উপাসনাকারীই উপাস্য। হুলুলী মতবাদে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই। তাই যতরকম অস্তিত্ব পাওয়া যায় সমস্ত রকম অস্তিত্ব একটিই অস্তিত্ব। একে বলা হয়– ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ বা অস্তিত্বগুলোর এককতা।

('আকীদাতুল মুসলিমীন ২য় খণ্ড, ৬৪৮ পৃষ্ঠা)

ইবনে আরাবী হা-তিমী তা-য়ী বলেন ঃ আলআব্দু রব্বুন অর্রব্বু আব্দুন– অর্থাৎ বান্দাই রব্ব এবং রব্বই বান্দাহ। অন্য হুলূলী বলেন ঃ অমাল ক্বালবু অলখিনযীরু আল্লা-ইলা-হুনা অমাল্লা-হু ইল্লা-রা-হিবুন ফী কানীসাহ– অর্থাৎ কুকুর এবং শূকরও আমাদের উপাস্য ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর আল্লাহ তো গির্জার মধ্যে একজন যোগী ছাড়া অন্য কিছু নয়। (আশ-শারীআহ ২৮৫ পৃষ্ঠা)

ইবনুল ফা-রিয বলেন ঃ ওয়ালা ফালাকুন ইল্লা অমিন নুরে বা-ত্বিনী বিহী মালাকুন ইয়াহদিল হাদইয়া বি-মাশিইয়্যাতী অর্থাৎ কোন আকাশই তৈরী হয়নি মম গুপ্ত-জ্যোতি ছাড়া ওরই দ্বারা মোর ইচ্ছামত সুপথ পায় ফেরেশতারা।

('আকীদাতুল মুসলিমীন ২য় খণ্ড, ৬৫১ পৃষ্ঠা)

উক্ত হুলুলী তথা ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ মতাবলম্বীদের সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন যে, ওদের ঐ সংক্রান্ত উক্তিগুলো আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দু' দিক দিয়ে কুফরী উক্তি। তাই ওদের ঐসব উক্তিগুলো জানার পরও ওদের কুফরীর ব্যাপারে যে ব্যক্তি সন্দেহ করবে সেও কাফির হয়ে যাবে। (ঐ- ৬৫২ পৃষ্ঠা)

ইসলামী ঈমানের প্রথম অঙ্গ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সংক্রান্ত কাজ প্রতিপালন ও তথ্য জানার পর আমাদেরকে ঈমানের দ্বিতীয় অঙ্গ ফেরেশতা সম্পর্কে অবগত হওয়া উচিত। তাই এবার ফেরেশতাদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

https://www.facebook.com/178945132263517

ঈমানের দ্বিতীয় অঙ্গ ফেরেশতা

ইসলামী ঈমানের দ্বিতীয় অঙ্গ ফেরেশতার উপর বিশ্বাস করা– (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১১ পৃষ্ঠা)। আরাবীতে যাকে মালাক বলা হয় তাকেই ফারসীতে ফেরেশতা বলে। এই 'মালাক' শব্দের বাংলা কোন প্রতিশব্দ নেই। কেউ কেউ মালাক এর বাংলা 'দেবদূত' লেখে ও বলে। কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ, দেবদূতের অর্থ দেব এর দূত। ইসলামী মতে দেব, দেবী ও দেবতা প্রভৃতি শব্দ নেই। তাই আরাবী মালাক এর বাংলা প্রতিশব্দ নেই। বাকী থাকলো ফারসী ফেরেশতা। ফারসী ফেরেশতা শব্দের অর্থ প্রেরিত। সেই হিসেবে মালাক এর প্রতিশব্দ ফেরেশতাও হয়না। কিন্তু ফেরেশতা শব্দ দ্বারা মালাক বোঝাক কিংবা না বোঝাক, বাংলাভাষী মুসলিমরা যেহেতু ফেরেশতা শব্দ দ্বারা মালাককেই বোঝেন সেহেতু বহুল প্রচলিত শব্দ হিসেবে আমি ফেরেশতা শব্দটি মালাকের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতে বাধ্য হলাম।

ফেরেশতার জন্ম ও মৃত্যুর বৃত্তান্ত

'আয়িশা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলেন ঃ ফেরেশতাদেরকে নূর থেকে পয়দা করা হয়েছে। আর জিনদেরকে ধোঁয়াহীন আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আদমকে তাথেকে পয়দা করা হয়েছে যার বর্ণনা আমাদের কাছে দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ মাটি থেকে)। (মুসলিম, মিশকাত ৫০৬ পৃষ্ঠা)

এখন প্রশ্ন যে, ফেরেশতাদেরকে কবে সৃষ্টি করা হয়েছে? তার কোন উত্তর কুরআন ও হাদীসে নেই। তবে কুরআন দ্বারা এতটা বোঝা যায় যে, আদমকে সৃষ্টি করার আগেই ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল– (সূরা বাকারা ২ ঃ ৩০, ভাবার্থ)। কুরআন ও হাদীস দ্বারা এটা জানা যায় না যে, ফেরেশতাদের আয়ু কত বছর? সূরা ঃ কাসাসের ৮৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া সব জিনিসই ধ্বংসশীল। এই আয়াত প্রমাণ করে যে,

https://www.facebook.com/178945132263517

ফেরেশতাদেরও মৃত্যু হবে। তা কবে হবে, সে সম্পর্কেও পরিষ্কার কোন বর্ণনা নেই। তবে কুরআনের সূরা ঃ যুমারের ৬৮ নং আয়াতের ভাবার্থ দ্বারা বোঝা যায় যে, কিয়ামাতের সময় দ্বিতীয় শিঙ্গায় ফুঁক দেবার পর ফেরেশতারাও মারা পড়বে। (তাফসীর ইবনে কাসীর ৪র্থ খণ্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা)

ফেরেশতাদের সংখ্যা

ফেরেশতাদের সংখ্যা কত, তা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা ছাড়া আর কেউই জানে না। যেমন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ﴾

অর্থাৎ তোমার প্রতিপালকের সৈন্যদেরকে কেউই জানে না কেবলমাত্র তিনি ছাড়া। (সূরা মুদ্দাসসির ৭৪ ঃ ৩১)

তবে বিভিন্ন হাদীস দ্বারা ফেরেশতাদের সংখ্যা অগণিত হবার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন মি'রাজের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সপ্তম আকাশে অবস্থিত বায়তুল মা'মূরে প্রত্যেক দিন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে, তারপর তারা ওখানে পুনরায় আর ফিরে আসে না।

(মুসলিম, মিশকাত ৫২৮ পৃষ্ঠা)

ইবনে মাস'ঊদ (রাযি.)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কিয়ামাতের দিনে জাহান্নামকে আনা হবে। জাহান্নামের মুখে সত্তর হাজার লাগাম আছে। ওর প্রত্যেক লাগামে সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকবে। যারা ওকে টেনে আনবে– (মুসলিম, মিশকাত ৫০২ পৃষ্ঠা)। এই ফেরেশতাদের সংখ্যা ৪,৯০,০০০,০০,০০ (চারশত নব্বই কোটি)।

আবূ যার (রাযি.)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আকাশে এমন চার আঙ্গুলও জায়গা নেই, যেখানে একজন ফেরেশতা আল্লাহর জন্য সিজদায় পড়ে না আছে। (তিরমিযী, কিতাবূ অসূলিল ঈমান ১০ম পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সাতটি আসমানেই একটি পায়ের পাতা রাখার জায়গা নেই এবং এক বিঘতও জায়গা নেই আর একটি হাতের তালুর মতও জায়গা নেই যেখানে কোন ফেরেশতা দাঁড়িয়ে না আছে। কিংবা সিজদারত অবস্থায় কোন ফেরেশতা না আছে। অথবা রুকূরত কোন ফেরেশতা না আছে। অতঃপর কিয়ামাত যখন হবে তখন তারা সবাই বলবে, ইয়া রাব্বাল 'আলামীন! আমরা তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমরা তোমার যথাযোগ্য ইবাদাত করতে পরিনি। তবে হ্যাঁ, আমরা তোমার সাথে কোন জিনিসকে শরীকও করিনি।

(তাবারানী, কিতাবু অসূলিল ঈমান ২২ পৃষ্ঠা)

ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর কসম! সূর্য ততক্ষণ উদিত হয় না যতক্ষণ না তাকে ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) ফেরেশতা উদ্বুদ্ধ করে বলে, তুমি উদিত হও। তুমি উদিত হও.....– (তাফসীরে কুরতুবী ১৫ খণ্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা)। আল্লামা মাহদাভী তাঁর 'ফায়সাল' গ্রন্থে বলেন, কথিত আছে, প্রত্যেক মানুষের উপর তার মাতৃগর্ভে বীর্য পড়া থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত ৪০০ (চারশত) ফেরেশতা মোতায়েন আছে– (তাফসীরে রূহুল মাআ-নী, আমপারা ৬৫ পৃষ্ঠা)।

সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণনায় নাবী ﷺ বলেন ঃ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে ফেরেশতার চেয়ে বেশী কোন সৃষ্টি নেই। কোন জিনিসই উৎপন্ন হয় না ওর সাথে একটি ফেরেশতা মোতায়েন থাকা ব্যতীত। (আবুশ শাইখ, আলহাবা-য়িক ফী আখবা-রিল মালা-য়িক ১৪ পৃষ্ঠা)

ফেরেশতাদের আকৃতি

আল-কুরআনের সূরা সাফফা-তের ১৪৯ নং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশতাগণ নারী নন– যেমন মাক্কার মুশরিকরা বিশ্বাস করতো। তাই আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) হানাফী বলেন, কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ করে যে, ফেরেশতারা জ্যোতির্ময় সৃষ্টিজীব। তাদের এমন কোন

https://www.facebook.com/178945132263517

দেহ নেই, যা মানবিক ইন্দ্রিয় দ্বারা বোঝা যায়। আর তারা মানুষের মত নয়। তারা খায়না ও পান করে না এবং ঘুমায় না ও বিয়ে-শাদী করে না। তারা প্রাণীমূলক প্রবৃত্তি থেকে পবিত্র এবং পাপ ও ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে মুক্ত। আর আদমসন্তান যেসব গুণে গুনান্বিত তারা ঐসব গুণের কোন একটি জিনিসের সাথেও বিশেষিত নয়। (শারহুল ফিক্বহিল আকবার ১১ পৃষ্ঠা)

আল-কুরআনে আছে, কিছু ফেরেশতা মানুষের রূপে অতিথি সেজে ইবরাহীম ও লূত ('আ.)-এর কাছে এসেছিলেন। তারপর তাঁরা অতিথিদের সামনে খাবার পেশ করলে অতিথিরূপী ফেরেশতারা খাদ্যগুলো খায়নি।

(সূরা অযযা-রিয়াত ৫১ ঃ ২৪-২৮, সূরা হূদ ১১ ঃ ৭০, ভাবার্থ)

ফেরেশতাদের দৈহিক গঠন সম্পর্কে সাহাবী আনাস (রাযি.)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমাকে এটা বর্ণনা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর 'আর্‌শ বহনকারী একজন ফেরেশতার পা দু'টি আছে (সাত তবক) যমীনের নীচের অংশে এবং তার শিং-এর উপরে আছে আল্লাহর 'আর্‌শ। আর তার দুই কানের লতি ও তার কাঁধের মাঝে পাখীর ওড়ার ৭০০ (সাতশত) বছরের দূরত্ব। ঐ ফেরেশতা বলে, (হে রাব্বুল 'আলামীন!) তুমি পবিত্র যেখানেই তুমি থাকো না কেন।

(তাবারানী আওসাত্ব আ'-লামুল মালা-য়িকাতিল আবরা-র ১১ পৃষ্ঠা)

ফেরেশতাদের ডানা আছে। তাই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلاً اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴾

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আকাশমণ্ডলী ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা এবং দুই দুই ও তিন তিন ও চার চার ডানাধারী ফেরেশতাদেরকে দূতরূপে

https://www.facebook.com/178945132263517

তৈরীকর্তা। সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি যা চান তা বিস্তৃত করতে থাকেন। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসেরই উপরে কর্তৃত্ববান।" (সূরা ফাতির ৩৫ ঃ ১)

কেবলমাত্র জিবরীল ('আ.) ফেরেশতার ডানা আছে ৬০০ (ছয়শত)– (বুখারী ২য় খণ্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা, মিসরী ছাপা)। পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানের ব্যবধান যত, তাঁর দুই ডানার মাঝখানে ব্যবধান ততটুকু– (তাফসীর ইবনে কাসীর ২য় খণ্ড, ৫৪৭ পৃষ্ঠা)।

ফেরেশতাদের বিভিন্ন নাম

১-২) জিবরীল ও মীকায়ীল ঃ সমস্ত ফেরেশতার নাম না জানা গেলেও কিছু ফেরেশতার নাম কুরআন ও হাদীস দ্বারা জানা যায়। যেমন আল-কুরআনে জিবরীল ও মীকায়ীল ফেরেশতার নাম আছে। (সূরা বাকারা ২ঃ৯৮)

৩) ইসরাফীল ঃ 'আয়িশা (রাযি.)-এর বর্ণনায় আছে, নাবী ﷺ যখন রাতে সালাতে দাঁড়াতেন তখন বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা রব্বা জিবরাঈল ওয়া মীকায়ীল ওয়া ইসরা-ফীল ..... (মুসলিম, মিশকাত ১০৮ পৃষ্ঠা)। এ হাদীস দ্বারা ইসরাফীল-এর নামটা জানা যায়।

৪) মালাকুল মাওত ইযরাযীল ঃ মৃত্যুর ফেরেশতা মালাকুল মাওতের নাম কুরআন ও সহীহ হাদীসে পরিষ্কারভাবে নেই। তবে কোন আ-সা-রে তাঁর নামটি ইযরায়ীল বলে, উল্লেখিত হয়েছে। এ কথা বলেন হাফেয ইবনে কাসীর। (আলবিদা-য়াহ অননিহা-য়াহ ১ম খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা)

৫-৬) মালিক ও রিযওয়ান ঃ জাহান্নামের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতার নাম মালিক। যেমন আল-কুরআনে আছে, জাহান্নামীরা চীৎকার করে বলবে, হে মালিক! তোমার প্রতিপালক যেন আমাদের ব্যাপারটা ফায়সালা করে দিন। সে বলবে, তোমরা তো অবশ্যই (জাহান্নামে) এভাবেই থাকবে।

(সূরা যুখরুফ ৪৩ ঃ ৭৭)

https://www.facebook.com/178945132263517

হাফিয ইবনে কাসীর বলেন, কোন কোন হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, জান্নাতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতার নাম রিযওয়ান।

(আল বিদয়াহ ওয়াননিহা-য়াহ ১ম খণ্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা)

৭-৮) মুনকির নাকীর ঃ আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ একজন মৃত ব্যক্তিকে যখন কবর দেয়া হয় তখন তার কাছে দু'টি নীল-চোখ কালো রংয়ের ফেরেশতা আসে। তাদের দু'জনের মধ্যে একজনের নাম মুনকির এবং অন্যজনের নাম নাকীর..... ।

(তিরমিযী, মিশকাত ২৫ পৃষ্ঠা)

৯-১০) কিরামান কা-তিবীন ঃ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ তোমাদের উপরে বহু তদারককারী নিশ্চয়ই (মোতায়েন রাখা) আছে। তাঁরা হলেন–কিরামান কা-তিবীন তথা সম্মানিত লেখকবর্গ– (সূরা ইনফিত্বার ৮২ ঃ ১০-১১)। মানুষের ডানে ও বামে একজন করে দু'জন তার 'আমাল গ্রহণকারী (ফেরেশতা) বসে আছে। মানুষ যখনই কোন শব্দ উচ্চারণ করে তখনই তার কাছে একজন সদাপ্রস্তুত প্রহরী থাকে– (সূরা কা-ফ ৫০ ঃ ১৭-১৮)। এরা মানুষের দৈনন্দিন 'আমাল লেখে। আর এরা আল্লাহর প্রতিনিধি।

১১) আর্‌শবাহী ঃ তাদের (জিন ও ইনসানের) উপরে তোমার প্রতিপালকের 'আর্‌শ বহন করবে সেদিন (৮) আটজন– (সূরা আল হা-ক্কাহ ৬৯ ঃ ১৭)। এঁরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে– (সূরা মু'মিন ৪০ ঃ ৭)।

১২) পাহারাদার ঃ তাঁর (তরফ থেকে) বহু অনুসরণকারী (ফেরেশতা) রয়েছে মানুষের সামনে ও তার পেছনে। যারা আল্লাহর নির্দেশে তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে– (সূরা রা'দ ১৩ ঃ ১১)। এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় মুজা-হিদ তা-বিয়ী বলেন, প্রত্যেক বান্দারই সাথে একজন করে ফেরেশতা মোতায়েন থাকে যে তাকে তার ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায় পাহারা দেয় জিন ও ইনসান এবং কষ্টদায়ক প্রাণী থেকে– (তাফসীরে ইবনে কাসীর ২য় খণ্ড, ৫০৪ পৃষ্ঠা)।

https://www.facebook.com/178945132263517

১৩) চক্কর কাটা ফেরেশতা ঃ ইবনে মাস'ঊদ (রাযি.)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ নিশ্চয় যমীনে ঘুরে বেড়ায় আল্লাহর বহু ফেরেশতা এমন আছে, যারা আমার কাছে আমার উম্মাতের সালাম পৌঁছে দেয়।

(নাসায়ী, দারিমী, মিশকাত ৮৬ পৃষ্ঠা)

১৪) পাহাড়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঃ 'আয়িশা (রাযি.)-এর বর্ণনায় আছে, তায়িফে অমানুষিকভাবে নির্যাতিত হবার পর পাহাড়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সালাম দিয়ে বলেন, আমি পাহাড়গুলোর ফেরেশতা.....। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫২৩ পৃষ্ঠা)

১৫) ভাগ্যলেখক ঃ ইবনে মাস'ঊদ (রাযি.)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেরই সৃষ্টির সময় তার মায়ের পেটে বীর্যরূপে ৪০ দিন জমা থাকে। তারপর তা ঐভাবে (চল্লিশ) দিন রক্তপিণ্ড হয়ে থাকে। তারপর তা ঐভাবে (৪০ দিন)। মাংসপিণ্ড হয়ে থাকে। তারপর আল্লাহ তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠান চার কথা দিয়ে। ফলে সে তার জন্য লিখে দেয় তার কাজ ও তার আয়ু এবং তার রুযী আর সে হতভাগা কিংবা সৌভাগ্যবান। তারপর তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়.....।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২০ পৃষ্ঠা)

১৬) মৃতের রূহবাহক ঃ বারা ইবনে 'আযিব (রাযি.)-এর বর্ণনায় রাসূলূল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় হয় তখন আকাশ থেকে বহু ফেরেশতা নেমে আসে। তারপর মৃত্যুর ফেরেশতা (ইযরায়ীল) তার মাথার কাছে বসে তার রূহটাকে বের হতে বলে। তারপরে রূহটাকে তিনি যখন ধরেন তখন রূহবাহক ফেরেশতারা ওটাকে তাঁর হাতে চোখের পলক মারার মত সময়ও ছেড়ে দেয় না। সেটাকে তারা নিয়ে আসমানে চড়তে থাকে.....। (মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত ১৪২ পৃষ্ঠা)

১৭) বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণকারী ঃ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ ফালমুদাব্বিরা-তি 'আমরান– অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়ের নিয়ন্ত্রণকারী (ফেরেশতা)-এর কসম– (সূরা না-যিআ-ত ৭৯ ঃ ৫)। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

ফাল মুক্বাসসিমা-তি 'আমরান– অর্থাৎ বিষয়গুলোর বণ্টনকারী (ফেরেশতা)-এর কসম– (সূরা যা-রিয়াত ৫১ ঃ ৪)। হাসান বাসরী (রহ.) বলেন, ফেরেশতাগণ আল্লাহর হুকুমে আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত ব্যাপারগুলো নিয়ন্ত্রণ করেন– (তাফসীর ইবনে কাসীর ৪র্থ খণ্ড, ৪৬৭)।

ফেরেশতাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন, তারা (ফেরেশতারা) আল্লাহকে অমান্য করে না যা তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন। আর তারা তা করে তাদেরকে যে হুকুম দেয়া হয়ে থাকে– (সূরা তাহরীম ৬৬ ঃ ৬)। তারা তাঁর ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকে– (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ২৮)।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ আর ফেরেশতাগণ তাদের প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে– (সূরা শূরা ৪২ ঃ ৫)। তারা রাত-দিন তাঁর তাসবীহ পড়ে। তারা শৈথিল্য করে না– (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ২০)।

সাহাবী আবূ যার (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন যিকর সর্বোত্তম? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের এবং তাঁর বান্দাদের জন্য যা চয়ন করেছেন তা হল 'সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াবিহামদিহী'। (সহীহ মুসলিম, মিশকাত ২০০ পৃষ্ঠা)

ফেরেশতাদের বিভিন্ন রূপধারণ

১) উবাই (রাযি.) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ আদম ('আ.) যখন ওফাত পান তখন ফেরেশতারা তাঁকে পানি দিয়ে বেজোড় গোসল দেন এবং তারা তাঁর জন্য কবরও খোঁড়েন। আর তারা বলেন, এটাই আদমের রীতি থাকলো তাঁর সন্তানদের মধ্যে। (সহীহুল জা-মি' ৫ম খণ্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা; আ'-লামুল মালা-য়িকাহ ৩৮ পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

২) তেমনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সদ্য বিবাহিত সাহাবী বাসর শয্যা থেকে নাপাক অবস্থায় উঠে গিয়ে উহূদের যুদ্ধে শহীদ হওয়া এক ভাগ্যবান ব্যক্তি হানযালাহ ইবনে আবী আ-মির (রাযি.)-কে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছিল। (হাকিম, সুনানে বাইহাকী, আ'-লামুল মালা-য়িকাহ ৩৮ পৃষ্ঠা)

৩) ইবরাহীম ('আ.)-এর কাছে মানুষরূপী অতিথির বেশে কিছু ফেরেশতা এসেছিল। (সূরা যা-রিয়া-ত ৫১ ঃ ২৪-২৮, সূরা হূদ ১১ ঃ ৭০)

৪) লূত ('আ.)-এর কাছে সুন্দর যুবকের বেশে ফেরেশতারা এসেছিল। (সূরা হূদ ১১ ঃ ৭৭)

৫) মানুষের বেশে মালাকুল মাওত (মরণের ফেরেশতা) মূসা ('আ.)-এর কাছে এসেছিল। তখন মূসা ('আ.) তাঁকে চড় মেরে তার চোখে চোট করে দিয়েছিলেন।

(বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, 'আ-লামুল মালা-য়িকাহ ৫২ পৃষ্ঠা)

৬) 'ঈসা ('আ.)-এর মা মারইয়্যাম ('আ.)-এর কাছে রূহুল আমীন [জিবরীল ('আ.)] মানুষের বেশে আল্লাহর দূত হিসেবে এসেছিলেন।

(সূরা মারইয়্যাম ১৯ ঃ ১৬-১৯)

৭) রাসূলুল্লাহ ﷺ বানী ইসরাঈলের ওয়াহী সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন ঃ কখনো ফেরেশতাটি আমার সামনে মানুষের রূপে আসে। অতঃপর সে আমার সাথে কথা বলে। তারপর আমি তা আয়ত্ব করে ফেলি যা সে বলে। (বুখারী ১ম খণ্ড, ১ম পৃষ্ঠা)

৮) রাসূলুল্লাহ ﷺ বানী ইসরাঈলের একজন লোক সম্পর্কে বলেন ঃ সে নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করে তাওবার জন্য ধাবিত হয়ে পথের মধ্যে মারা পড়ে। তখন রহমাতের ফেরেশতা এবং 'আযাবের ফেরেশতা ঐ লোকটির ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি করে। ফলে তারা একজন ফেরেশতাকে বিচারক মানে। যিনি তাদের কাছে একজন মানুষের রূপে এসেছিলেন।

(মুসলিম, বাবুত তাওবাহ)

https://www.facebook.com/178945132263517

৯) আবূ হুরায়রাহ (রাযি.)-এর বর্ণনায় নাবী ﷺ বলেন ঃ একবার বানী ইসরাঈলের তিনজন ব্যক্তি শ্বেতরোগী, টেকো মাথা ও অন্ধ-কে পরীক্ষা করার জন্য একজন ফেরেশতা মানুষের বেশে এসেছিলেন।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৬৫-১৬৬ পৃষ্ঠা)

১০) সাহাবী যাইদ ইবনে হা-রিসাহ নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন ঃ প্রথম ওয়াহীর সময় জিবরীল ('আ.) নাবী ﷺ-এর কাছে আসেন। অতঃপর তিনি তাঁকে অযূ ও সালাত শিখিয়ে দেন। তারপর যখন তিনি অযূ শেষ করেন তখন এক আঁজলা পানি নিয়ে নিজের গুপ্তাঙ্গে ছিটিয়ে দেন।

(মুসনাদে আহমাদ ৫ম খণ্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা)

১১) ইবনে 'আব্বাসের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ বায়তুল্লাহর (কা'বার) কাছে জিবরীল ('আ.) দু'বার আমার ইমামতি করেছিলেন।

(আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত ৫৯ পৃষ্ঠা)

জিবরীল ('আ.)-এর পরিচয়

মর্যাদার দিক দিয়ে আল্লাহর অতি নিকটবর্তী ফেরেশতা চারজন ঃ ১) জিবরীল, ২) মীকায়ীল, ৩) ইসরাফীল ও ৪) ইযরায়ীল।

(কানযুল উম্মাল ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭১ পৃষ্ঠা)

এঁদের মধ্যে জিবরীলকে রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'বার তাঁর আসল রূপে দেখেছিলেন। তখন তিনি আকাশ থেকে যমীনের দিকে নামছিলেন। তাঁর বিরাট দেহ আসমান ও যমীনের মাঝটা ছেয়ে ফেলেছিল।

(বুখারী, মুসলিম, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১ম খণ্ড, ৪০ পৃষ্ঠা)

ইবনে মাস'ঊদ (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরীল ('আ.)-কে একদা তাঁর আসল রূপে দেখেছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর ছয়শো ডানা ছিল। ওর মধ্যকার প্রত্যেকটি ডানা দিকচক্রবালকে ঢেকে রেখেছিল। তাঁর ডানা থেকে বিভিন্ন রংয়ের মতি ও ইয়াকূত ঝরে পড়ছিল।

(আহমাদ, শেষোক্ত ৩৯ পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

ইবনে 'আব্বাসের বর্ণনায় নাবী ﷺ বলেন ঃ জিবরীলের দু' কাঁধের মাঝের দূরত্ব দ্রুত-ওড়া পাখীর পাঁচশো বছর উড়ার পথ।

(আবুশ শাইখ, আল হাবা-য়িকা ফী আখবা-রিল মালা-য়িক ২১ পৃষ্ঠা)

কা'ব থেকে বর্ণিত, জিবরীল ('আ.)-এর সবুজ রংয়ের দু'টি বিশেষ ডানা আছে। যা তিনি লাইলাতুল ক্বাদরের ভোরবেলায় সূর্যোদয়ের সময় ছড়িয়ে দেন। (তাফসীর ইবনে কাসীর ৪র্থ খণ্ড, ৫৩৬ পৃষ্ঠা)

এত অকল্পনীয় আকৃতি বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর ভয়ে জিবরীলের অবস্থা কেমন হয় তার বর্ণনা জাবির (রাযি.)-এর রিওয়ায়তে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মি'রাজের রাতে আমি "মালা-য়ি আ'লা-র" পাশ দিয়ে গেলাম। তখন জিবরীল আল্লাহর ভয়ে একটি পুরনো কম্বলের মত পড়েছিল।

(সহীহুল জা-মি' ৫ম খণ্ড, ২০৬ পৃষ্ঠা; আ-লামুল মালা-য়িকাতিল আবরা-র ৩৩ পৃষ্ঠা, তাবারা-নী সগীর, কানযুল উম্মাল ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭০ পৃষ্ঠা)

ইবনে 'আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণনায় আছে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরীলকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কোন দায়িত্বে আছেন? তিনি বলেন, বাতাস ও আল্লাহর সৈন্য (ফেরেশতা)-দের দায়িত্বে আছি।

(তাবারানী, আল-বিদায়াহ ওয়াননিহা-য়াহ ১ম খণ্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)

জিবরীল আমীন ('আ.) সমস্ত নাবী এবং আল্লাহর মাঝে দূত ছিলেন। তিনি আল্লাহর ওয়াহী নিয়ে নাবীদের উপরে অবতীর্ণ হতেন। (ঐ- ৩৯ পৃষ্ঠা)

সহীহুল বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ কাসতালানী (মৃত ৯২৩ হিঃ) বলেন, ইবনে আ-দিলের তাফসীরে আছে যে, জিবরীল অবতীর্ণ হয়েছিলেন নাবী ﷺ-এর উপর ২৪,০০০ (চব্বিশ হাজার) বার। আদমের উপর মাত্র ১২ বার। ইদরীসের উপর মাত্র ৪ বার। নূহের উপর ৫০ বার। ইবরাহীমের উপরে ৪২ বার। মূসার উপরে ৪০০ বার। আর 'ঈসার উপরে মাত্র ১০ বার। (ইরশাদুস সা-রী ১ম খণ্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

জিবরীল ('আ.)-এর শক্তির অনুমান নিম্নের বর্ণনাটি দ্বারা হতে পারে। একবার তিনি কওমে লূতের শহরগুলো নিজ ডানায় তুলে ধরেন। ঐ শহর ছিল সাতটি এবং ঐ শহরের বাসিন্দা ছিল ৪ (চার) লাখ। আর ওদের সাথে ছিল, পশুপক্ষী ও ঘরবাড়ী এবং জায়গা-জমি প্রভৃতি। ঐ সমস্তকে তিনি একটি ডানায় তুলে আকাশের কাছে পৌঁছে যান। এমনকি ফেরেশতাগণ তাদের কুকুরের আওয়াজ ও মোরগের ডাক শুনতে পান। তারপর তিনি ওদেরকে উল্টে দেন। ফলে তিনি ওদের উপরের অংশটা নীচু করে দেন। এটাই হল তাঁর মহাশক্তির নমুনা। (আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১ম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা)

শেষ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওফাতের পর এ জগতে জিবরীলের আসা বন্ধ হয়ে যায়, কেবল বৎসরের একটি রাত ছাড়া। তা হল প্রত্যেক রমাযানের শেষ দশদিনের পাঁচ বেজোড় রাতের কোন একটি রাত। যে রাতে লাইলাতুল ক্বদর সংঘটিত হয়। (সূরা কাদর ৯৭ ঃ ৪, তাফসীর ইবনে কাসীর ৪র্থ খণ্ড, ৫৩৬ পৃষ্ঠা)

মীকায়ীল ও ইসরাফীলের পরিচিতি

তাবারানীতে ইবনে 'আব্বাসের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার জিবরীলকে জিজ্ঞেস করেন যে, মীকায়ীল কোন্ দায়িত্বে আছেন? তিনি বলেন, উদ্ভিদ ও বৃষ্টিবর্ষণের। এই উদ্ভিদ ও বৃষ্টি দ্বারা এ জগতের খোরাকীর ব্যবস্থা হয়। মীকায়ীলের সহকারী বহু ফেরেশতা আছে। তারা তা করে যা করার হুকুম তিনি ওদেরকে দেন আল্লাহর নির্দেশে। আল্লাহর ইচ্ছামত তারা বাতাস ও মেঘ সঞ্চালিত করেন। একটি বর্ণনায় আছে, এমন একটি বৃষ্টিবিন্দু আকাশ থেকে পড়ে না যার সাথে একটি ফেরেশতা থাকে না। তিনি ওটাকে যমীনে ওর নির্দিষ্ট জায়গাতে স্থিতিশীল করে দেন।

(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১ম খণ্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)

মুসনাদে আহমাদে আনাস ইবনে মালিকের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার জিবরীলকে বলেন ঃ আমার কী হল যে, আমি মীকায়ীলকে

https://www.facebook.com/178945132263517

কখনো হাসতে দেখিনি। তিনি বললেন, যখন থেকে জাহান্নাম তৈরী করা হয়েছে তখন থেকে মীকায়ীল কখনই হাসেনি। (আল-বিদায়াহ ১ম খণ্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)

ইসরা-ফীল ঃ ইবনে 'আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহর 'আর্‌শ বহনকারী ফেরেশতাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ইসরাফীল ('আ.)। আল্লাহর 'আর্‌শের কোণগুলোর মধ্যে একটি কোণ তাঁর কাঁধের উপরে আছে। তাঁর পা-দু'টি পাতালের নিচে পুঁতে আছে এবং তাঁর মাথাটা সপ্তম আসমানের উপরে উঠে আছে।

(হিলয়্যাতুল আউলিয়া, কানযুল উম্মাল ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা)

ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত যে, একবার জিবরীল ('আ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন ঃ ইসরাফীলের ১২টি ডানা আছে। তন্মধ্যে একটি পূর্বে এবং একটি পশ্চিমে আছে। আর আল্লাহর 'আর্‌শটা তাঁর কাঁধের উপরে আছে। কখনো সে আল্লাহর মাহাত্ম্যের কারণে একটি চড়ুই পাখীর মত ক্ষুদ্র হয়ে যায়। তখন কেবলমাত্র আল্লাহর মাহাত্ম্যই তাঁর 'আর্‌শটাকে বহন করে। (ইবনুল মুবারকের কিতাবুদ যুহদ ওয়ার রকায়িক ৭৪ পৃষ্ঠা)

বিখ্যাত তাবা-তাবিয়ী ইমাম আওযায়ী (রহ.) [মৃত ১৫৭ হিঃ] বলেন, কোন সৃষ্টজীবই ইসরাফীলের চেয়ে সুন্দর আওয়াজের নেই। তিনি যখন তাসবীহ পড়তে থাকেন তখন তিনি সাতটি আকাশমণ্ডলীর বাসিন্দাদের সালাত ও তাসবীহগুলোকে ঢেকে দেন। (আবুশ শাইখ, আল-বাহায়িক ৩৫ পৃষ্ঠা)

মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আন্নাক্কাশ বর্ণনা করেছেন যে, ইসরাফীলই প্রথম, যিনি ফেরেশতাদের মধ্যে সিজদা করেন। তাই তাঁকে 'লাওহে মাহফুয'-এর নৈকট্য দান করা হয়েছে। (আল-বিদায়াহ ১ম খণ্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযি.)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমি কিভাবে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবো? কারণ, শিঙ্গাওয়ালা ওটাকে মুখে নিয়ে আছেন এবং তিনি তাঁর কানটা লাগিয়ে আছেন। আর তিনি মুখে কপালটা ঝুঁকিয়ে এই অপেক্ষায় আছেন যে, কখন তাঁকে ওতে ফুঁক দেবার নির্দেশ দেয়া হবে। এবার সাহাবীগণ বললেন, তাহলে আপনি আমাদের কী নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি

https://www.facebook.com/178945132263517

বললেন, তোমরা বল ঃ হাসবুনাল্লা-হ ওয়ানি'মাল ওয়াকীল– আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর তিনিই উত্তম কার্যোদ্ধারকারী। (তিরমিযী, মিশকাত ৪৮২ পৃষ্ঠা)

আবূ সা'ঈদ (রাযি.)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার শিঙ্গাওয়ালা (ইসরাফীল)-এর উল্লেখ করেন এবং বলেন ঃ তাঁর ডান দিকে আছে জিবরীল। আর তাঁর বামদিকে আছেন মীকায়ীল। (রযীন, মিশকাত ৪৮২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ ছাড়া সমস্ত জিনিসকেই ধ্বংস এবং পুনরুত্থান করার জন্য ইসরাফীল ('আ.)-কে তিনবার শিঙ্গায় ফুঁক দিতে হবে।

(তাফসীর ইবনে কাসীর ৪র্থ খণ্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা)

মালাকুল মাওত – ইযরাঈলের পরিচয়

সমস্ত প্রাণীর জান কবয করার দায়িত্বে যে ফেরেশতা আছেন কুরআনে তাঁকে মালাকুল মাওত নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে– (সূরা সাজদাহ ৩২ ঃ ১১)। কুরআন ও সহীহ হাদীসে তাঁর আলাদা নামের উল্লেখ নেই। কোন আ-সা-রে তাঁর নাম ইযরাঈল বলে উল্লেখিত আছে– (আলবিদায়াহ ১ম খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা, আল-হাবায়িক ফী আখবারিল মালায়িক ৪২ পৃষ্ঠা)।

পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশে মালাকুল মাওত নামটা 'আযরাঈল'– অর্থাৎ আইন বর্ণে যবর দিয়ে উচ্চারণ করা হয়। কিন্তু আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে 'আবদুল ওয়াহহাব নাজদীর বইয়ে –আইন হরফে যের দিয়ে– ইযরাঈল লেখা হয়েছে– (কিতাবু অসূলিল ঈমান ২৫ পৃষ্ঠা)। আমার মনে হয়, আইনে যের দিয়ে ইযরাঈল উচ্চারণটাই সঠিক। কারণ, জিবরীলের প্রথম বর্ণ জীমে যের এবং মীকায়ীলের প্রথম হরফ মীমে যের আর ইসরাফীলের প্রথম পক্ষ আলিফে যের আছে। সেরূপ ইযরাঈলের প্রথম হরফ আইন বর্ণেও যের হবে। বিখ্যাত সাহাবী ও বিশিষ্ট তাবিয়ী মুজাহিদ প্রমুখ বলেন, সমগ্র পৃথিবীটা মালাকুল মাওতের সামনে একটি দস্তরখানের মত। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নির্দেশে যেখান থেকে তিনি চান রূহ তুলে নন।

(আল-বিদায়াহ ১ম খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

বিখ্যাত মুফাসসির ইবনে আবী হাতিম বর্ণনা করেন যে, জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদের পিতা বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারীর নিকটে মালাকুল মাওতকে দেখে বলেন ঃ হে মালাকুল মাওত! আমার সাথীর সাথে নরম ব্যবহার কর। কারণ, তিনি ঈমানদার। তখন মালাকুল মাওত বলেন, আপনি মনটাকে শান্ত রাখুন এবং চোখটাকে ঠাণ্ডা রাখুন। কারণ, আমি প্রত্যেক ঈমানদারের প্রতিই নরম। আর আপনি জেনে রাখুন যে, যমীনে এমন কোন ইটের ঘর ও পশমের ঘর নেই- তা ডাঙ্গাতে হোক কিংবা সমুদ্রে– আমি যাদেরকে প্রত্যেক দিনে পাঁচবার খুঁজে না বেড়াই। এমনকি আমি তাদের ছোট ও বড়কে ব্যক্তিগতভাবে চিনি। আল্লাহর কসম। হে মুহাম্মাদ! আমি যদি একটি মশারও জান কবয করার ইচ্ছা করি তাহলেও আমি তা করার ক্ষমতা রাখি না– যতক্ষণ আল্লাহই ওর জান-কবয করার নির্দেশ আমাকে না দেন। (আল-বিদায়া, ৪২ পৃষ্ঠা)

আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর বর্ণনায় একটি সুদীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ইসরাফীলকে শিঙ্গায় ফুঁক দিতে বলবেন। তিনি ফুঁক দেবেন। ফলে আসমান ও যমীনে সবাই মারা পড়বে– কেবল আল্লাহর 'আর্‌শবাহী ফেরেশতা এবং জিবরীল ও মীকায়ীল নয়। ..... তারপর জিবরীল ও মীকায়ীল মারা পড়বে আল্লাহর নির্দেশে। ..... তারপর মালাকুল মাওতকে আল্লাহ বলবেন, তুমি মরে যাও। ফলে তিনিও মারা পড়বেন। পরিশেষে বাকী থাকবেন কেবলমাত্র সেই আল্লাহ যিনি একক, কারো দ্বারা তিনি জন্ম নেননি। আর যাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। তিনি অন্তহীন। যেমন তিনি ছিলেন আদিহীন। (তাবারানী, ইবনে জারীর, বাইহাক্বী, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১ম খণ্ড, ৪২-৪৩ পৃষ্ঠা)

ইবনে আবিদ দুনয়্যা এবং আবুশ শাইখ 'আযমাহ' গ্রন্থে আশ'আস ইবনে আসলাম থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা ইবরাহীম ('আ.) মরণের ফেরেশতা–যাঁর নাম ইযরাঈল তাঁকে জিজ্ঞেস করেন। তাঁর দু'টি চোখ আছে চেহারাতে এবং দু'টি চোখ আছে তাঁর ঘাড়ে। ইবরাহীম ('আ.) বলেন ঃ হে মালাকুল মাওত! আপনি তখন কী করেন যখন একটি প্রাণ থাকে পূর্বে এবং

https://www.facebook.com/178945132263517

একটি থাকে পশ্চিমে? আর একটি ভূপৃষ্ঠে মহামারীর উপদ্রব হয় এবং দু'টি যুদ্ধরত দল পরস্পর সম্মুখীন হয়। তখন আপনি কী করেন? তিনি বললেন, আমি তখন ঐ রূহগুলোকে আল্লাহর অনুমতিক্রমে ডাকতে থাকি। ফলে তারা আমার দুই আঙ্গুলের মাঝে এসে যায়। তিনি বলেন, আর যমীনটি ওর জন্য বিছিয়ে দেয়া হয়। ফলে ওটাকে একটি খাঞ্চার মত ছেড়ে দেয়া হয়। অতঃপর মালাকুল মাওত ওর যেখান থেকে চান সেখান থেকেই রূহগুলো তুলে নেন। (আল্লামা সুয়ূতীর আল-হাবায়িক ফী আখবারিল মালায়িক ৪২ পৃষ্ঠা)

হারূত ও মারূত প্রসঙ্গে

আল-কুরআনে আছে ঃ

﴿وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ﴾

অর্থাৎ "ব্যবিলনে দু' ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপরে যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল। (সূরা বাকারা ২ ঃ ১০২)

উক্ত আয়াতটি প্রমাণ করে যে, হারূত ও মারূত নামেও দু'টি ফেরেশতা আছে। আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তাবারী তদীয় তাফসীর 'জা-মিউল বায়া-ন ফী তাফসীরিল কুরআনে' এবং আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী তাঁর তাফসীরগুলোতে উক্ত হারূত ও মারূত সম্পর্কে একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন যার সারাংশ এই ঃ

মানুষ যখন পাপে ডুবে যায় এবং ভূ-পৃষ্ঠ শির্‌কে ছেয়ে যায় তখন ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে এই মিনতি জানায় যে, হে আল্লাহ! তুমি তো মানুষকে এজন্য সৃষ্টি করেছিলে যাতে তারা তোমার প্রশংসাসমূহ পাঠ করে। কিন্তু এখন কোন্ পাপ এমন নেই যাতে তারা লিপ্ত নেই। তাই তাদেরকে তুমি ধ্বংস করে দাও।

তখন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ দুনিয়াবাসীরা নিজ চোখে আমার মাহাত্ম্য ও গাম্ভীর্য দেখেনি। তাই তাদের মধ্যে আমার ভয়টা কম। ফলে

https://www.facebook.com/178945132263517

তারা কখনো কখনো পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। তোমরা যদি ওদের জায়গায় হতে তাহলে তোমরাও তাই করতে। উত্তরে ফেরেশতারা বলল, সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াবিহামদিহী– আমরা কখনই এরূপ করতাম না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বললেন ঃ তাহলে তোমরা এটাকে পরীক্ষা করে দেখে নাও। তোমরা তোমাদের মধ্যে থেকে দু'জন ফেরেশতাকে বেছে নাও। যারা দুনিয়াতে গিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুক। তাদেরকেও আমার আদেশ ও নিষেধ মেনে চলতে হবে।

অতঃপর ফেরেশতারা হারূত ও মারূত নামে দু'জন ফেরেশতাকে মনোনয়ন করলো। ওদের মধ্যে মানুষের গুণাবলী রাগ, ভয় ও কামশক্তি দিয়ে ওদেরকে দুনিয়াতে পাঠানো হল। আর বলা হল, তারা যেন কুফরী ও শির্ক না করে, না-হক খুন, ব্যভিচার ও মদপান প্রভৃতি সব রকম পাপ থেকে বেঁচে থাকে। তারপর তারা দুনিয়ায় এসে সব রকম ভালকাজ করতে লাগলো। পরিশেষে তারা এক সুন্দরী নারীর প্রেমে পড়লো এবং তার ছলনায় পড়ে তারা মদপান করলো, তার সাথে ব্যভিচার করলো এবং একব্যক্তিকে খুনও করে ফেললো। তারপর তারা দুনিয়ায় না থেকে আসমানে যেতে চাইলো। কিন্তু তাদেরকে বিনা শাস্তিতে যেতে দেয়া হল না। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হল, তোমরা দুনিয়াতে সাজা চাও, না আখিরাতে সাজা চাও? তারা দুনিয়ার সাজা নিতে রাজী হয়। ফলে তাদেরকে ব্যবিলনে এক কুঁয়োতে মাথা নীচু করে এবং পা-দু'টো উল্টো দিকে করে ঝুলিয়ে দেয়া হল। এভাবে তারা কিয়ামাত পর্যন্ত লটকে থাকবে। অন্যদিকে আকাশে ওঠার দু'আটা উক্ত দুষ্টু নারী শিখে নেয়ায় সে আকাশে উঠে যায় এবং সে "যুহরাহ" নাম্নী তারকারূপে পরিণত হয়। (তাফসীর দুররে মানসূর ১ম খণ্ড, ৯৭ থেকে ১০৩ পৃষ্ঠা, তাফসীর তাবারী ১ম খণ্ড, ২৬২-২৬৭ পৃষ্ঠা)

বিশিষ্ট তাফসীরকার আল্লামা আ-লুসী বলেন, ফেরেশতাদের ব্যভিচার করা, মদপান করা, একজনকে হত্যা করার ঘটনা এবং যুহরার আকাশে উড়ে গিয়ে তারকায় পরিণত হওয়া আর হারূত ও মারূতকে ব্যবিলনের কুয়ায়

https://www.facebook.com/178945132263517

লটকানোর কাহিনী এত লোক বর্ণনা করেছেন যে, যার বর্ণনাগুলো প্রায় ২০টির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। তথাপি এত বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও আলিমদের একটি দল উক্ত ঘটনাকে অস্বীকার করেছেন এবং ওটাকে মনগড়া কাহিনী বলেছেন। কাযী ইয়ায এটাকে কঠোরভাবে অস্বীকার করেছেন। ইবনে হিব্বান এটাকে মনগড়া কাহিনী বলেছেন। যুহরাকে অভিশাপ দেয়ার হাদীসগুলোও জাল হাদীস।

(তাফসীর রূহুল মাআনী, মুস্তাফায়িয়্যাহ দেওবন্দ ছাপা ১ম খণ্ড, ৩৪২ পৃষ্ঠা)

আল্লামা বাইযাভী বলেন, হারূত ও মারূত ফেরেশতা ছিলেন। তাদের সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে মানুষরূপে দুনিয়ায় পাঠানো হয় এবং যুহরাহ নাম্নী একটি নারী তাদেরকে শির্ক করায়। তারপর ঐ মেয়েটি আকাশে উঠে যায়। এসব ইয়াহূদীদের মনগড়া কাহিনী।

(তাফসীরে বাইযাভী- মিসরী ছাপা, ৪২ পৃষ্ঠা)

আল্লামা ইবনুল জাওযী উক্ত কাহিনীকে মনগড়া কাহিনী বলেছেন।

(আল্লাআ-লিল মাসনূআহ ফিল আহা-দীসিল মাউযুআহ ১ম খণ্ড, ৮২ পৃষ্ঠা)

আল্লামা শিহাব ইরাকী বলেন, যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস রাখবে যে, হারূত ও মারূত এমন দু'জন ফেরেশতা ছিলেন তাদেরকে 'আযাব দেয়া হয়েছে সে নিশ্চয়ই কাফির। (তাফসীর রূহুল মাআনী ১ম খণ্ড, ৩৪১ পৃষ্ঠা)

হারূত ও মারূত এবং যুহরাহ সংক্রান্ত উপরোক্ত ঘটনার ব্যাপারে আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, উক্ত সমস্ত বর্ণনাগুলো দুর্বল এবং ইবনে 'উমার এবং অন্যান্য সাহাবী থেকে তা বর্ণনা হওয়াটাও জ্ঞানের বাইরে। ওর কোন তথ্যই সঠিক নয়। এতে ফেরেশতা হারূত ও মারূত-এর চরিত্র সম্পর্কে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা ফেরেশতাদের চরিত্র বিরোধী। কারণ, ফেরেশতা সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ﴾

অর্থাৎ "তারা আল্লাহর অবাধ্য হয় না যা তাদেরকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) হুকুম দেয়া হয়।" (সূরা তাহরীম ৬৬ ঃ ৬)

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লামা কুরতুবী আরো বলেন, হাদীসে আছে- আকাশ যখন সৃষ্টি করা হয় তখন ওর মধ্যে সাতটি চক্কর কাটা তারকা তৈরী করা হয়। তা হল ঃ ১) যুহল, ২) মুশতারী, ৩) বাহরাম, ৪) উত্বারিদ, ৫) যুহরাহ, ৬) সূর্য, ৭) চন্দ্র। এটাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার উক্তি ঃ

﴿كُلٌّ فِى فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ﴾

অর্থাৎ "ওরা প্রত্যেকেই আকাশে সাঁতার কাটছে।"

(সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ৩৩)

এর প্রকৃত অর্থ ঐ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যুহরাহ ও সুহায়ল তারকা আদমের সৃষ্টির আগে থেকেই ছিল। তাই তাফসীরে বর্ণিত দুশ্চরিত্রা নারীটির তারকা হওয়াটা মিথ্যা কথা। (তাফসীরে কুরতুবী ২য় খণ্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা)

আল্লামা খাযিন বলেন, তাফসীরকারকরা হারূত ও মারূতের কাহিনী বর্ণনা করেছেন তা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত নেই। এসব খবরগুলো ইয়াহূদীদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে। অথচ ফেরেশতা ও নাবীদের ব্যাপারে ইয়াহূদীদের মিথ্যা অপবাদ দেয়াটা সবারই জানা। সূরা বাকারার ১০২ নম্বর আয়াতের আগেকার কতিপয় আয়াতে ইয়াহূদীদের মিথ্যা অপবাদের তথ্য আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করার পর ১০২ নম্বর আয়াতের শুরুতে সুলায়মান ('আ.) নাবীর উপর ইয়াহূদীদের মিথ্যা অপবাদের কথা তিনি তুলে ধরে তারপরে হারূত ও মারূতের ব্যাপারে ইয়াহূদীদের মিথ্যা অপবাদের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

তিনটি কারণে ঐ ঘটনা মিথ্যা প্রমাণিত হয় ঃ ১) ফেরেশতারা পাপ করতেই পারে না, অথচ ঐ ঘটনাতে ফেরেশতাদের পাপ করার কথা বলা হয়েছে যা মিথ্যা। ২) ওতে দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তির মধ্যে একটি শাস্তিকে বেছে নিতে বলা হয়েছে। এটা মনগড়া কথা। কারণ, শিরককারীকে আল্লাহ কোন রকমই অধিকার দেবেন না। তাই হারূত ও মারূতের তাওবাহ যদি সত্যি কবূল হতো তাহলে তো তাদের শাস্তিই হতো না। তাই ঐ ঘটনাটা

https://www.facebook.com/178945132263517

মিথ্যা। ৩) একটি চরিত্রহীনা নারী আকাশে চড়তে পারে- এটা তো জ্ঞান বহির্ভূত কথা। তাই হারূত ও মারূতের কাহিনী সবটাই মনগড়া কাহিনী।

(তাফসীরে খাযিন ১ম খণ্ড, ৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা)

হাফিয ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, ঐসব ঘটনার বিশদ বিবরণে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে কোন হাদীসই পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তা বানী ইসরাঈলদের খবরাখবর। কুরআনেও ওই ঘটনার বিশদ বিবরণ নেই। (তাফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা; ফাতহুল কাদীর ১ম খণ্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা; ফাতহুল বায়ান ১ম খণ্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

বিশিষ্ট হানাফী মুফাসসির আল্লামা সানাউল্লাহ পানীপথী (রহ.) বলেন, হারূত ও মারূতের ঐ ঘটনাটা এমন সব অতি দুর্বল সূত্র দ্বারা বর্ণিত যার প্রমাণে কুরআনের কোন তথ্য নেই। আর ওতে এমন কিছু কথা আছে, যাকে কুরআন ও হাদীসের অন্য তথ্য মেনে নিতে পারে না। যেমন যুহরার তারকা হয়ে আকাশে চড়া যখন সে ইসমে-আযম শিখে নেয়। অথচ ফেরেশতা হারূত ও মারূত আকাশে চড়তে পারেনি– তারা যুহরার শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও এবং ওর মত পাপে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও। যদিও ওদের দু'জনের কুফরীটা যুহরার কুফরীর চেয়েও ছোট কুফরী ছিল। কারণ, ওরা দু'জন নেশাগ্রস্ত ছিল। আর যুহরাহ নেশাগ্রস্ত ছিল না। ..... এ খবরগুলো কা'ব ইয়াহূদীর বর্ণনা এবং ওদের মিথ্যা অপবাদ।

(তাফসীরে মাযহারী ১ম খণ্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা)

ঈমানের তৃতীয় অঙ্গ আসমানী গ্রন্থ

আল্লাহ ও ফেরেশতার পর ইসলামী ঈমানের তৃতীয় অঙ্গ আসমানী গ্রন্থসমূহকে বিশ্বাস করা। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১১ পৃষ্ঠা)

সমস্ত মানুষের বিবেক এক রকম নয় এবং কোন মানুষেরই বুদ্ধি ও বিবেক পূর্ণাঙ্গ নয়। সেই সঙ্গে অধিকাংশ মানুষই নিজের বিবেককে পূর্ণ মনে

https://www.facebook.com/178945132263517

করে। ফলে অন্যের বিবেকের সাথে তার বিবেকের সংঘর্ষ বাধে। এর বিপরীত আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের বিবেক ও বুদ্ধি পূর্ণাঙ্গ এবং সুপরিপক্ক। তাই মানুষের মধ্যে যখনই মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে তখনই তাদের মতভেদ দূর করার জন্য আল্লাহ তা'আলা নাবীদের পাঠিয়েছেন এবং তাঁদের সাথে আসমানী গ্রন্থাবলীও অবতীর্ণ করেছেন।

যেমন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ..... ﴾

"লোকেরা একটিই জাতি ছিল। অতঃপর আল্লাহ (তাঁর) নাবীদেরকে (জান্নাতের) সুসংবাদ দানকারী এবং (জাহান্নামের) ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠান। আর তাদের সাথে তিনি সত্য সহকারে আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ করেন। যাতে তা লোকেদের মাঝে ফায়সালা করে দিতে পারে সেসব বিষয়ের যে ব্যাপারে তারা মতভেদ করেছিল.....।" (সূরা বাকারা ২ ঃ ২১৩)

আসমানী কিতাবের সংখ্যা

উক্ত আয়াতটি প্রমাণ করে যে, সমস্ত নাবীদের সাথে আসমানী গ্রন্থ অবশ্যই ছিল। একটি হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, ছোট ও বড় আসমানী পুস্তিকা ও গ্রন্থ ছিল ১০৪ (একশো চার) খানা। যেমন বিখ্যাত সাহাবী আবূ যার (রাযি.) বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কত গ্রন্থ আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন? তিনি (ﷺ) বললেন, ১০৪ (একশো চার) খানা। ৩০

https://www.facebook.com/178945132263517

(ত্রিশ)টি সহীফা শীস ('আ.)-এর উপর। ৫০ (পঞ্চাশ) খানা ইদরীস ('আ.)-এর উপর। ১০টি ইবরাহীমের উপর এবং তাওরাত নাযিলের আগে মূসার উপরে ১০টি। আর তিনি নাযিল করেছেন তাওরাত ও ইনজীল এবং যাবুর ও ফুরকান।

(মাজমূআহ তাফসীর শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ ১১৩ পৃষ্ঠা)

আবূ যার-এর অন্য বর্ণনায় আছে, শীসের উপরে ৫০ (পঞ্চাশ)টা এবং ইদরীসের উপরে ২০টি সহীফা নাযিল হয়েছিল।

(তাফসীরে কাবীর ৩১ খণ্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা; তাফসীর দুর্‌রে মানসূর ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৪১ পৃষ্ঠা; তাফসীর রূহুল মাআনী, আমপারা ১১৯ পৃষ্ঠা)

উক্ত সহীফা ও গ্রন্থাবলীর মধ্যে অধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ চারটি। তা হল ঃ ১) তাওরাত, ২) যাবূর, ৩) ইনজীল, ৪) আল-কুরআন। আর ঐগুলো অবতীর্ণ করা সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿وَأَنْزَلَ التَّوْرٰتَ وَالْإِنْجِيْلَ ۞ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾

"আর তিনি নাযিল করেছেন তাওরাত ও ইনজীল ইতোপূর্বে লোকেদের সুপথ প্রদর্শনের জন্য। আর তিনি ফুরক্বান (কুরআন) নাযিল করেছেন।"

(সূরা আ-লে 'ইমরান ৩ ঃ ৩-৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا﴾

"আর আমি দাঊদকে যাবূর দান করেছিলাম।" (সূরা নিসা ৪ ঃ ১৬৩)

ইবরাহীম ('আ.)-কে যে সহীফা দান করা হয়েছিল তার কিছু বক্তব্য কুরআনেও আছে। যেমন এক প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল-কুরআনের সূরা আ'লার ১৪ থেকে ১৯ আয়াতদ্বয় ঃ আফলাহা মান

https://www.facebook.com/178945132263517

তাযাক্কা ..... সুহুফি ইবরাহীমা ওয়া মূসা– পড়ে বললেন, এগুলো ইবরাহীমের সহীফাতেও ছিল। (মাজমূআহ তাফসীর শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ ১১৩ পৃষ্ঠা, তাফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড, ৫৮৮ পৃষ্ঠা)

বর্তমানে সহীফায়ে ইবরাহীম সহ অন্যান্য সহীফাগুলোর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না তবুও ওগুলোর ব্যাপারে একজন মুসলিমকে কেবলমাত্র এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, ওগুলোও আল্লাহর অবতীর্ণ করা আসমানী গ্রন্থ। উক্ত একশো চারখানা গ্রন্থের মধ্যে সহীফাগুলো ছাড়া কেবলমাত্র চারটির অস্তিত্ব বর্তমানে পাওয়া যায়। তা হল তাওরাত ও ইনজীল এবং যাবূর ও কুরআন। উক্ত চারখানার মধ্যে একমাত্র আল-কুরআনই ঠিক সেভাবেই অবিকৃত আছে যেভাবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। বাকি তিনটি আসমানী গ্রন্থ বহুলাংশে বিকৃত হয়ে গেছে। তাই উক্ত চারটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ক্রমান্বয়ে দেয়া হল।

তাওরাতের পরিচয়

তাওরাত শব্দটি হিব্রু। যার অর্থ শরীআত বা আইন-কানূন। এটি ইয়াহূদীদের ধর্মগ্রন্থ। যা বিখ্যাত নাবী মূসা ('আ.)-এর উপর নাযিল হয়েছিল। ইয়াহূদীদের পরিভাষায় পাঁচটি গ্রন্থের সমষ্টির নাম তাওরাত। তাঁদের ধারণায় মূসা ('আ.) ওগুলোকে নিজ হাতে লিখেছিলেন। তা হল ঃ ১) সিফরুত তাকভীন, ২) সিফরুল খুরূজ, ৩) সিফরুল লা-ভিয়িয়্যীন, ৪) সিফরুল আদাদ, ৫) সিফরুত তাসনিয়্যাহ।

কিন্তু খৃস্টানদের পরিভাষায় তাওরাত বলা হয় সেসব গ্রন্থাবলীকে যেগুলোকে তারা প্রাচীন যুগের গ্রন্থাবলী নামে অভিহিত করে। তা হল ইসরাঈল বংশীয় নাবীদের গ্রন্থাবলী ও তাদের বিচারকদের সিদ্ধান্তাবলী আর 'ঈসা ('আ.)-এর আগেকার রাজা-বাদশাহদের সংবাদসমূহ। তারা ওর লেখকদেরকে চেনেন কিংবা না চেনেন দুই-ই সমান। কখনো খৃস্টানরা

https://www.facebook.com/178945132263517

তাওরাতের সমষ্টিগ্রন্থ এবং ইনজীল উভয়কেই তাওরাত নামে অভিহিত করে। এবার আমরা দেখব এ ব্যাপারে মুসলিমদের পরিভাষা। তাঁদের ধারণায় সে কিতাবটির নাম তাওরাত যা আল্লাহ তা'আলা মূসা ('আ.)-এর উপরে নাযিল করেছিলেন লোকেদের জন্য পথপ্রদর্শক ও আলোকবর্তিকারূপে। আর এটাকে কিছু ফলকে লেখা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে সমর্পণ করেছিলেন।

(আল-আদয়্যান ওয়াল ফিরাক্ব ওয়াল মাযা-হিবুল মুআস্বরাহ ১৭ পৃষ্ঠা)

তাওরাতে বিকৃতি

সমস্ত ইসলামী বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আসমানী গ্রন্থ তাওরাতের শব্দে এবং অর্থে বিকৃতি প্রবেশ করেছে।

যেমন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿ اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴾

"তোমরা কি এ আকাঙ্ক্ষা কর যে, তারা (ইয়াহূদীরা) তোমাদেরকে বিশ্বাস করবে? অথচ ওদের মধ্যকার একটি দল আল্লাহর কালাম শোনে। তারপর তারা ওটাকে বুঝেও বিকৃত করে থাকে। অথচ তারা এটা জেনে-শুনেই করে।" (সূরা বাকারা ২ ঃ ৭৫)

﴿ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ﴾

"যারা ইয়াহূদী হয়েছে তাদের মধ্যকার কিছুলোক (তাওরাতের) বাক্যগুলোকে তার স্থানচ্যুত করে বিকৃত করে থাকে।" (সূরা নিসা ৪ ঃ ৪৬)

বানী ইসরাঈলদের একজন নাবীর নাম উযায়র ('আ.)। কিন্তু ইয়াহূদীরা তাঁর নাবী হওয়াকে বিকৃত করে তাঁকে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে দিয়েছে।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

যেমন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ﴾

"ইয়াহূদীরা বলেছে, উযায়র আল্লাহর পুত্র এবং খৃষ্টানরা বলেছে, ('ঈসা) মাসীহ আল্লাহর পুত্র। এটা তাদের মুখের কথা"– (সূরা তাওবা ৯ ঃ ৩০)। এটা আল্লাহর কথা নয়।

তাওরাত-বিকৃতির আর একটি তথ্য এই যে, তাওরাতের কোন একটি পুস্তিকাতে মূসা ('আ.)-এর মৃত্যুর বর্ণনা আছে যা তিনি নিজ হাতে লিখে গেছেন। এটা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিশ্বাস করতে পারে কি, যে মূসা ('আ.) আল্লাহর মত আ-লিমুল গায়ব সেজে নিজের মৃত্যুর বর্ণনা নিজেই দিয়েছেন?

(আল-আদয়্যান ওয়াল ফিরাক্ব ১৯ পৃষ্ঠা)

মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে, সমগ্র তাওরাতটা বিকৃত হয়নি। বরং ওতে বহু শব্দ ও তথ্য বিকৃত হয়েছে। যেমন ব্যভিচারীকে পাথর মারা এবং না-হক খুনের বদলে খুন করার বিধান তাওরাতেও আছে। ইয়াহূদীরা সেটাকে ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে মুখ কালো করার এবং তা প্রকাশ্যে করার বিধান বিকৃত হয়েছে। তেমনি তারা বিভিন্ন নাবী ও রাসূলের নামে কলংক লেপন করেছে। যেমন তারা বলেছে যে, ইয়াকূব নাবী আল্লাহকে আছাড় মেরেছেন। লূত নাবী মদপান করে তাঁর দুই মেয়ের সাথে ব্যভিচার করেছেন– সুগর পাহাড়ে মুক্তি পাবার পরে। দাঊদ নাবী আল্লাহর চোখে কলংকিত হয়েছেন প্রভৃতি– (ঐ- ২১-২২ পৃষ্ঠা)। ইবরাহীম ডাহা মিথ্যুক। দাঊদ আউরিয়ার বিবির সাথে ব্যভিচার করেছেন। সুলাইমান তাঁর স্ত্রীর সন্তুষ্টির জন্য ঠাকুরপূজা করেছেন– নাঊযুবিল্লাহ! (আল-আক্বায়িদুল ইসলামিয়্যাহ ১৬৭ পৃষ্ঠা)

যে হিব্রু ভাষায় তাওরাত নাযিল হয়েছিল সেই আসল ভাষা অর্থাৎ হিব্রুতে একটিও তাওরাত বর্তমান বিশ্বে পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তা আসলটির বিকৃত অনুবাদ এবং তা বহু বিকৃত তথ্য-সম্বলিত। তাওরাতকে ওল্ড টেস্টামেন্টও বলা হয়।

https://www.facebook.com/178945132263517

যাবূর-এর পরিচয়

তাওরাতের পর যাবূর নামক আসমানী গ্রন্থটি বিখ্যাত নাবী দাউদ ('আ.)-এর উপরে নাযিল হয়েছিল। যাবূর শব্দটির যাবর শব্দ থেকে উৎপন্ন। যাবর-এর অর্থ লিখন। এখানে যাবর-এর ভাবার্থ মাযবূর বা মাকতূব। অর্থাৎ লিখিত বস্তু। যাবূর ১৫০ (একশো পঞ্চাশ)টি সূরা ছিল। ওর মধ্যে হালাল ও হারামের কোন বিধান ছিল না। দাউদ ('আ.)-এর কণ্ঠস্বর খুবই মধুর ছিল। তাই তিনি যখন যাবূর পড়তে লাগলেন তখন মানুষ ও জিন এবং পশু ও পাখী তাঁর মধুর স্বরের কারণে তাঁর কাছে একত্রিত হয়ে যেতো।

(তাফসীরে কুরতুবী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা)

যাবূর সুরয়্যানী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এটাও আসল সুরয়্যানী ভাষায় পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায়, তা অনুবাদ গ্রন্থ এবং কিছুটা বিকৃত গ্রন্থ।

ইনজীল-এর পরিচয়

ইনজীল শব্দটি গ্রীক ভাষার শব্দ। যার অর্থ সুসংবাদ। ইসলামী পরিভাষায় সেই আসমানী গ্রন্থটিকে ইনজীল বলা হয় যা আল্লাহ তা'আলা 'ঈসা ('আ.)-এর উপর অবতীর্ণ করেছিলেন।

যেমন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ﴾

"আর আমি তাকে ('ঈসা ইবনে মারইয়ামকে) ইনজীল দান করেছিলাম যার মধ্যে সুপথ প্রদর্শন এবং আলোকবর্তিকা আছে।" (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৪৬)

তথাপি ইনজীলের মধ্যেও বহু বিকৃতি ঘটেছে। 'ঈসা ('আ.) নিজে ইনজীল লিখে যাননি। তিনি ইসরাঈলদের মধ্যে কেবলমাত্র ইনজীলের সুসমাচার শোনাতেন। তাঁর আকাশে উঠে যাবার পর বিভিন্ন ইনজীল

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

সংকলিত হয়েছে। যাতে 'ঈসা ('আ.)-এর উল্লেখ আছে। তা আসমানী তথ্য নয়। বরং তা বিকৃত তথ্য। গ্রীক ভাষায় অবতীর্ণ আসল ইনজীলের কোন অস্তিত্বই বর্তমানে পাওয়া যায় না খৃষ্টানদের কাছে। কোন ইতিহাসবিদ এ কথা বলতে পারেনি যে, তিনি আসল ইনজীলের কোন সংস্করণ দেখেছেন। (আল-আদয়্যান ওয়াল ফিরাক্ব ৩৮ পৃষ্ঠা)

ইনজীলের বিকৃতি

'ঈসা ('আ.)-এর আকাশে ওঠার পর তাঁর অনুসারীদের উপর বিপদ আপতিত হয়। তখন তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। এমতাবস্থায় 'বুলিস শাওল' নামে এক ইয়াহূদী খৃষ্টানধর্মে দীক্ষিত হন এবং এই ঘোষণা দেন যে, তিনি 'ঈসা থেকে সরাসরি তাঁর শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। অতঃপর তিনি লোকদের মধ্যে 'ঈসা ('আ.)-এর পক্ষ থেকে একটি নতুন চিন্তাধারা প্রচার করতে থাকেন। তিনি প্রচার করেন যে, 'ঈসা উপাস্য এবং তিনি আল্লাহর পুত্র। আর তিনি ফাঁসীকাঠে ঝুলে মানুষের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। তাই তাঁর শিক্ষা ছাড়া আর কোন শিক্ষার কথা শোনাই যাবে না। এভাবে এটাই ছিল ইনজীলের প্রথম বিকৃতি। (ঐ- ৩৯ পৃষ্ঠা)

ইনজীল-বিকৃতির আর একটি প্রমাণ এই যে, বর্তমানে খৃষ্টানদের যে ইনজীলগুলো পাওয়া যায় তা সংখ্যায় ৪ (চার)খানা। যা ৭০ (সত্তর)খানা ইনজীলের মধ্যে থেকে চয়ন করা হয়। এসব ইনজীলে 'ঈসা ('আ.)-এর জীবনী সম্পর্কে কিছু তথ্য লিখিত আছে। আর এর সংকলকগণ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি যাঁদের নাম ঐ ইনজীলগুলোতে লিখিত আছে। খৃস্টান-সমালোচকগণ নিজেরাই এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, ঐসব ইনজীলগুলোর 'আকীদা তথা ধ্যান-ধারণা বুলিস-এর মতানুযায়ী। তা 'ঈসার হাওয়ারী তথা সহচরদের মতানুযায়ী নয় এবং 'ঈসা ('আ.)-এর অতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের মতানুসারেও নয়। (আল-আক্বায়িদতুল ইসলামিয়াহ, ১৬৮ পৃষ্ঠা)

ইনজীলকে বাইবেল এবং নিউ টেস্টামেন্টও বলা হয়।

https://www.facebook.com/178945132263517

একাধিক ইনজীল ও তা নিয়ে বিতর্ক

খৃষ্টান ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, প্রাচীন যুগে ইনজীল তথা বাইবেল বহু সংখ্যক ছিল। যেগুলোকে খৃষ্টানদের বিভিন্ন দল গ্রহণ করেছিল এবং তারা তাদের নিজস্ব বাইবেল ছাড়া অন্য দলের বাইবেলটিকে গ্রহণ করতো না। এমতাবস্থায় খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের শুরুতে গির্জার পক্ষ থেকে কেবলমাত্র চারটি বাইবেলকে বহালের স্বীকৃতি দেয়া হয়। তা হল ঃ ১) মথির রচিত বাইবেল। ২) মার্ক রচিত বাইবেল। ৩) লূক রচিত বাইবেল। ৪) যোহন রচিত বাইবেল। এগুলো ছাড়া বাকি বাইবেলগুলোকে গির্জাওয়ালারা বাতিল ঘোষণা করেন।

কিছু ঐতিহাসিক বলেন, এ চারটি বাইবেলেরও উল্লেখ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষ পর্যন্তও পাওয়া যায় না। এ চারটি বাইবেলের উল্লেখ যিনি প্রথম করেন তিনি হলেন আরিনিতাস ২০০ খৃষ্টাব্দে। তারপরে আসেন ক্লিমনস ইস্কান্দারয়্যানুস ২১৬ খৃষ্টাব্দে। ইনি এ কথাও প্রকাশ করেন যে, এ চারটি বাইবেল অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।

আর এর কিছুদিন পর রোমক সম্রাট কনস্টান্টাইন খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে দেখেন যে, 'ঈসার ব্যাপারে খৃষ্টানরা খুবই কোন্দলে ব্যস্ত। তাদের মধ্যে কেউ বলে, 'ঈসা আল্লাহর রাসূল ও দাস। কেউ দাবী করে যে, 'ঈসা আল্লাহর পুত্র। তিনি অনাদি ও অনন্ত। মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ার গির্জা প্রচার করে যে, 'ঈসা স্বয়ং আল্লাহ।

এমতাবস্থায় সম্রাট কনস্টান্টাইন ৩২৫ খৃষ্টাব্দে ২০৪৮ (দু'হাজার আটচল্লিশ) জন পাদ্রীকে একত্রে জমায়েত করে এক মহাসম্মেলনের মাধ্যমে সবাইকে ঐকমত্যে আনার চেষ্টা করেন। তারপর উক্ত চারটি বাইবেলকে সবারই ঐকমত্যে স্বীকৃতি দিয়ে বাকী বাইবেলগুলোকে তাঁরা নাকচ করে দেন। (আল-আদয়্যান ওয়াল ফিরাক্ব ৩৯-৪১ পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

মথি ও তাঁর বাইবেল

'ঈসা ('আ.)-এর ১২ জন বিশেষ শিষ্যের মধ্যে একজন ছিলেন মথি। ইনি 'ঈসার শিষ্য হবার আগে রোমকদের ট্যাক্স-কালেক্টর ছিলেন। এর রচিত বাইবেলের রচনাকাল নিয়ে বহু মতভেদ আছে। যেমন তা হল ৩৮ খৃষ্টাব্দ কিংবা ৪১ অথবা ৪৩ নতুবা ৪৮ কিংবা ৬১ অথবা ৬২ নতুবা ৬৩ কিংবা ৬৪ খৃষ্টাব্দ।

তেমনি এ বাইবেলটি কোন্ ভাষায় এবং কোন্ শহরে লেখা হয়েছিল তা নিয়েও বিস্তর মতভেদ আছে। কারো মতে মিঃ মথি এটাকে হিব্রু ভাষায় লেখেন। অন্যমতে সুরয়্যানী ভাষায়। কেউ বলেন, তিনি এটা জেরুযালিমে লেখেন। কারো মতে গ্রীসে। মিঃ মথি ৭০ খৃষ্টাব্দে হাবশায় মারা যান।

(পূর্বোক্ত- ৪২-৪৩ পৃষ্ঠা)

মার্ক-এর বাইবেল

মিঃ মার্ক ইয়াহূদী ছিলেন। 'ঈসা ('আ.)-এর অভ্যুদয়ের সময় এর বংশ জেরুযালিমে বাস করতেন। 'ঈসা ('আ.)-এর এক বিশেষ সহচর পিতরিসের ছাত্র ছিলেন মিঃ মার্ক। তেমনি 'ঈসার এক ঘনিষ্ঠ সহচর বার্নাবার-এর ছাত্র ছিলেন মিঃ মার্ক। বার্নাবার মার্কের মামা ছিলেন। মিঃ মার্ক তাঁর এ বাইবেলটি গ্রীক ভাষায় লেখেন। ইনি 'ঈসার উপাস্য হবার কথা অস্বীকার করেন। ইনি মিসরে খৃষ্টধর্ম প্রচারকালে প্রতিমা পূজারীগণ একে বন্দী করেন এবং শাস্তি দেন। তারপর একে ৬২ খৃষ্টাব্দে তারা হত্যা করেন।

(ঐ- ৪৪ পৃষ্ঠা)

লূক-এর বাইবেল

মিঃ লূক 'ঈসা ('আ.)-এর শিষ্য নন এবং তাঁর কোন শিষ্যেরও ছাত্র নন। ইনি শাওল ইয়াহূদী বুলিসের ছাত্র। এঁর জন্ম ইন্তাকিয়া শহরে কিংবা রোমে। ইনি ইটালীতে লালিত পালিত হন। ইনি চিকিৎসক ছিলেন। কারো

https://www.facebook.com/178945132263517

মতে চিত্রশিল্পী ছিলেন। তার বাইবেল রচনার কাল নিয়ে বহু মতভেদ আছে। তা হল- ৫৩ বা ৬৩ অথবা ৮৪ ইত্যাদি খৃষ্টাব্দে। (ঐ- ৪৫ পৃষ্ঠা)

যোহন-এর বাইবেল

খৃষ্টান বিদ্বানদের মতে এ বাইবেলটি খুবই বিতর্কিত। অধিকাংশের মতে যোহন 'ঈসার বিশেষ শিষ্য ছিলেন। কারো মতে এটাও এ যোহনের নয়। বরং এটি অন্য যোহনের বাইবেল। কারো মতে যোহনের বাইবেলটি আলেকজান্দ্রিয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন এক ছাত্রের রচনা। গবেষকদের মতে এ বাইবেলটি রচিত হয়েছে ৯৫ কিংবা ৯৬ অথবা ৯৮ খৃষ্টাব্দে। অন্যদের মতে ৬৮ কিংবা ৬৯, ৭০ নতুবা ৮৯ খৃষ্টাব্দে। খৃষ্টানদের সাধারণ ঐতিহাসিকগণ বলেন,যোহনের বাইবেলটি ঈসাকে উপাস্য তৈরীর জন্য রচিত হয়েছে। (ঐ- ৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা)

চার বাইবেলের পরস্পর বিরোধী তথ্য

মথির বাইবেল বলে, ঈসা ('আ.) সুলাইমান ইবনে দাউদের বংশের সন্তান। লুকের বাইবেল বলে, ঈসা ('আ.) না-সা-ন ইবনে দাউদের বংশের সন্তান। মথির বাইবেল বলে, দাউদ থেকে ঈসা পর্যন্ত ২৬ (ছাব্বিশ)টি পিড়ি। লুকের বাইবেল বলে, দাউদ থেকে ঈসা পর্যন্ত ৪১ (একচল্লিশ)টি পিড়ি। মথির বাইবেল বলে, সুর ও সাইদা নামক জায়গা থেকে ফেরার পথে যে মহিলাটি ঈসার সাথে মিলিত হন তিনি ছিলেন কিনআনী বংশের। কিন্তু মার্কের বাইবেল বলে, ঐ মহিলাটি ছিলেন সিরিয়ার উমামিয়্যাহ নারী। ঈসাকে ধরার ব্যাপারে মথির বাইবেল যা বলে তারই বিপরীত বলে যোহনের বাইবেল। (পূর্বোক্ত ৪৮ পৃষ্ঠা)

বার্নাবাসের বাইবেল

ঈসা আলাইহিস সালামের বারজন শিষ্যের মধ্যে একজন ছিলেন বার্নাবাস। খৃষ্টানদের মধ্যে যারা ঈসাকে উপাস্য বানিয়েছে তাদের প্রতিবাদে সেন্ট বার্নাবাস এই বাইবেলটি রচনা করেন।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

কোন ঐতিহাসিক কিংবা খৃষ্টানবিদ বার্নাবাসের এই ইনজীলের কথা উল্লেখ করেননি। ৪৯২ খৃষ্টাব্দে বাবা প্রথম জালাসিউস যখন বাবাভী রাজত্বের সিংহাসনে বসেন তখন তিনি এমন কিছু গ্রন্থের নাম প্রকাশ করেন যার মধ্যে বার্নাবাসের ইনজীলটিও ছিল। এর একমাত্র ইটালীয় সংস্করণটি বলাতের লাইব্রেরীতে এখনো পর্যন্ত আছে। এটি ষোল শতকের শেষদিকে পঞ্চম বাবা সেক্টস-এর লাইব্রেরীতে ছিল।

এই বাইবেলের অন্য একটি সংস্করণের সন্ধান ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে পাওয়া গিয়েছিল। যা স্পেনীয় ভাষায় লেখা হয়েছিল। এক প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত সাইল এটার ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন। তারপর ঐ সংস্করণটি হারিয়ে যায়। বিংশ শতকের শুরুতে ডঃ খলীল সাআদাহ এই বাইবেলটির আরবী তর্জমা করেছিলেন। যেটাকে প্রকাশ করেছিলেন - "আলমানার" - পত্রিকার সম্পাদক আল্লামা রশীদ রিযা (রহ.)। আল্লাহর একত্ববাদ এবং 'ঈসা ইবনে মারইয়্যামের ব্যাপারে এই বাইবেলের সাথে ইসলামী মতবাদের প্রায় মতভেদ নেই বললেই চলে। (ঐ- ৫০-৫১ পৃষ্ঠা)

এ বাইবেলটিকে খৃষ্টানরা অস্বীকার করে বলে যে, এটি মুসলিমদের তৈরিকৃত। যার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, বার্নাবাসের বাইবেলটি খৃষ্টানদেরই নিকট পাওয়া গেছে। মুসলিমরা তো এর খবরই জানতো না। সেই সাথে উক্ত ইটালির সংস্করণটি আজও পর্যন্ত ফীনা লাইব্রেরীতে রয়েছে। যেমন খৃষ্টান বিদ্বানগণ উল্লেখ করেছেন। খৃষ্টানদের এই অস্বীকৃতি নতুন ব্যাপারে নয়। কারণ, তারা তো ৩২৫ খৃষ্টাব্দে নিকিয়া-সম্মেলনের আগে পর্যন্ত একে অপরের বাইবেলকেও অস্বীকার করতো– (ঐ- ৫১ পৃষ্ঠা)। তেমনি তারা এ বাইবেলটিকেও তাদের বিপরীত স্বভাব অনুযায়ী অস্বীকার করে থাকে।

https://www.facebook.com/178945132263517

বাইবেল-বিকৃতির কিছু প্রমাণ

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ﴾

"খৃষ্টানরা বলেছে, মাসীহ (ঈসা) আল্লাহর পুত্র। এটা তাদের মুখের কথা"– (সূরা তাওবা ৯ ঃ ৩০)। অথচ ঈসা ('আ.) বলেন,

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ﴾

"যারা বলে, 'আল্লাহই মারইয়াম তনয় মসীহ', তারা তো কুফরী করেছেই। অথচ মাসীহ বলেছিল, 'হে বানী ইসরাঈল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত কর।"

(সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৭২)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾

"তারা (সেই খৃষ্টানরা) কাফির হয়ে গেছে যারা বলেছে, নিশ্চয় আল্লাহ-তিনিই তো মাসীহ ইবনে মারইয়্যাম।" (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৭১-৭২)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ﴾

"তারা (সেই খৃষ্টানরাও) অবশ্যই কাফির হয়ে গেছে যারা বলেছে যে, যে আল্লাহ তিনজনের তৃতীয় জন। অথচ কোন উপাস্যই নেই একমাত্র উপাস্য (আল্লাহ) ছাড়া।" (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৭৩)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

﴿مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ﴾

"মাসীহ ইবনে মারইয়্যাম তো কেবলমাত্র একজন রাসূল।"

(সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৭৫)

আল-কুরআনের পরিচয়

আসমানী গ্রন্থাবলীর সর্বশেষ গ্রন্থ আল-কুরআন। যা শেষনাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এটি পৃথিবীতে নাযিল হবার আগে সাত আসমানের বহু উপরে অবস্থিত আল্লাহর আরশের ডানদিকে একটি সুরক্ষিত ফলক-যার ইসলামী নাম 'লাওহে-মাহফুয' তাতে লিখিত ছিল।

যেমন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۞ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ﴾

"বরং সেই মহান কুরআন লাওহে-মাহফুযে বিদ্যমান।"

(সূরা বুরূজ ৮৫ ঃ ২১-২২)

লাইলাতুল কাদরে বা মর্যাদার রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়।

যেমন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

﴿اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾

"নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে।"

(সূরা কাদর ৯৭ ঃ ১)

ইমাম ইবনে আবী শাইবাহ তাঁর 'ফাযা-য়িলে কুরআন' গ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, লাইলাতুল কাদরে গোটা কুরআন জিবরীলকে দেয়া হয়। অতঃপর তিনি ওটাকে বাইতুল ইযযাতে রেখে দেন। তারপর ধীরে ধীরে তা পৃথিবীতে নাযিল করেন– (আল ইতক্বা- ১ম খণ্ড ৪০ পৃষ্ঠা)। প্রথম আসমানে ফেরেশতাদের ইবাদত করার ঘরটির নাম বাইতুল ইযযাত– (তাফসীর ইবনে কাসীর ৪র্থ খণ্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা)।

https://www.facebook.com/178945132263517

মুসনাদে আহমাদ ও বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমানে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ২৪শে রমাযানের দিনগত রাত অর্থাৎ পঁচিশের রাতটি (যা লাইলাতুল কাদরের রাত) ছিল সেটাই আল-কুরআন অবতীর্ণের প্রথম রাত ছিল। (তাফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা, ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, ৫ম পৃষ্ঠা)

ইবনে জুরাইজের বর্ণনায় আছে, নাবী ﷺ-এর মৃত্যুর নয়দিন আগে (১১ হিজরীর ৩রা রবীউল আউয়ালে) আল-কুরআনের সর্বশেষ আয়াত হিসেবে সূরা বাকারার ২৮১ নম্বর আয়াতটি নাযিল হয়।

(আল-ইতক্বান ১ম খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা)

তাবারানী, ইবনে ইসহাক ও ইবনে আবী শাইবা প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীস অনুসারে কুরআন নাযিলের আরম্ভ থেকে শেষ অবতরণের সর্বমোট সময় ছিল ২২ বছর ২ মাস ২২ দিন। যার আরম্ভ ছিল মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্ম সনের ৪১ সালের ২৪শে রমাযান এবং শেষ ছিল তাঁর জন্ম সনের ৬৩ সালের ৩রা রবীউল আউয়াল। (তারীখুত তাশরীয়িল ইসলামী ৭ম ও ১০ম পৃষ্ঠা, তারীখে ফিক্বহে ইসলামী ৩য় ও ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা)

পবিত্র মাক্কায় অবস্থিত কাবা গৃহ থেকে তিন মাইল দূরবর্তী হেরা পাহাড়ের সর্বোচ্চ গুহায় ধ্যানরত অবস্থায় আল্লাহর সংবাদবাহক ফেরেশতা জিবরীলের মাধ্যমে রাসূল ﷺ-এর উপর সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিলের মাধ্যমে আল-কুরআন নাযিলের সূচনা হয়– (বুখারী ১ম খণ্ড, ১ম পৃষ্ঠা)। তারপর পবিত্র মাক্কার বিভিন্ন জায়গায় এবং মাদীনা মনোয়ারায় ও তার পাশ্ববর্তী এলাকায় ধীরে ধীরে প্রায় তেইশ বছর ধরে গোটা আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿يَهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ﴾

https://www.facebook.com/178945132263517

"যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এটা দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।" (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ১৬)

কুরআনের অর্থ ও বিভিন্ন তথ্য

কুরআন আরাবী শব্দ। কুরআনের শাব্দিক অর্থ মাকরূ বা পঠিত। যেমন আরাবী মাশরুব শব্দের অর্থ শারাব এবং মাকতূব শব্দের অর্থ কিতাব। (তাফসীরে কাবীর ৫ম খণ্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা, তাফসীরে ফাতহুল কাদীর ১ম খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ﴾

"আল্লাহর নিকট হতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে।" (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ১৫)

﴿وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ۞ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ۞ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ﴾

"নিশ্চয় আল-কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালক হতে অবতীর্ণ। জিবরীল তা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।"
(সূরা শু'আরা ২৬ ঃ ১৯২-১৯৫)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ ..... اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا﴾

"নিশ্চয়ই এ কুরআন হিদায়াত করে সেই পথের দিকে যা সুদৃঢ় এবং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।" (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ ৯)

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা অপর আয়াতে বলেন ঃ

﴿الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ ..... اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ﴾

"আলিফ-লাম্-রা, এ কিতাব, এটা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার হতে আলোকে, তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ।"

(সূরা ইব্রাহীম ১৪ ঃ ১)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াত'আলা আরো বলেন ঃ

﴿هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلٰى ..... وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾

"তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোকে আনার জন্য। আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি অবশ্যই করুণাময়, পরম দয়ালু।" (সূরা হাদীদ ৫৭ ঃ ৯)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াত'আলা আরো বলেন ঃ

﴿فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ﴾

"আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা দুখান ৪৪ ঃ ৫৭)

তাবারানী আওসাতে উম্মে সালামা (রাযি.)-এর বর্ণনায় আছে, জিবরীল ('আ.) নাবী ﷺ-এর মাধ্যমে কুরআনী ওয়াহী লিখে দিতেন– (মাজমাউয যাওয়া-য়িদ ৭ম খণ্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা)। তাই কুরআনী ওয়াহী অবতীর্ণের পর নাবী ﷺ ওয়াহী লেখকদের ডেকে নিয়ে তা লিখিয়ে দিতেন। অতঃপর তা পড়িয়ে নিজে শুনে ওতে ভুল থাকলে তা সংশোধন করে দিতেন– (তাবারনী, মাজমাউয যাওয়া-য়িদ ৮ম খণ্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা)।

যেসব সাহাবায়ে কিরাম কুরআনী ওয়াহী লিপিবদ্ধ করতেন তাঁদের সংখ্যা ছিল ৪৪ (চুয়াল্লিশ) জন। (আলমিসবা-হুল মুযী ফী কুতা-বিন নাবিয়্যিল উম্মী, ১ম খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

গোটা কুরআন ত্রিশভাগে বিভক্ত। এর এক একটি ভাগকে আরবীতে জুয এবং ফারসীতে পা-রাহ বরা হয়। বিখ্যাত সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাযি.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ একমাসে কুরআন খতম করতে বলেন– (নাসায়ী, ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, ৫২ পৃষ্ঠা)। আর সেই অনুকরণে কুরআনকে ৩০ ভাগে ভাগ করা হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধিকাংশ সাহাবী ৭ দিনে কুরআন খতম করতেন– (আল ইতকা-ন ১ম খণ্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা)। তাই প্রতি সপ্তাহে কুরআন খতমের উদ্দেশে কুরআনে ৭টি স্তর নির্ধারণ করা হয়। ঐ এক একটি স্তরকে মনযিল বলা হয়– (তাদাব্বুরে কুরআন ২২ পৃষ্ঠা)।

কুরআনের এক একটি অধ্যায়কে আরবীতে সূরা বলে।

ইসলামী বিদ্বানদের ঐকমত্যে কুরআনে মোট সূরা আছে একশো চৌদ্দটি। (বাসা-য়িরু যাভিত তাময়ীয ৯৭ পৃষ্ঠা)

আল-কুরআনের এক একটি বাক্যকে আরাবীতে আয়াত বলে। বিশিষ্ট সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস থেকে বর্ণিত আল-কুআনের মোট আয়াত সংখ্যা ৬ ছয় হাজার ৬ ছয় শো ১৬ ষোল। (আল ইতক্বান ১ম খণ্ড ৬৭ পৃষ্ঠা, মিফতা-হুস সাআ-দাহ ২য় খণ্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা)

আল-কুরআনে মোট শব্দ আছে ৭৭, ৯, ৩৪ (সাতাত্তর হাজার নয়শো চৌত্রিশ)– (প্রথমোক্ত ১ম খণ্ড-৭০ পৃষ্ঠা, শেষোক্ত ২য় খণ্ড-২৫৮ পৃষ্ঠা)। কুরআনে মোট রুকূ আছে ৫৪০টি।

বিখ্যাত কুরআনবিদ হামযাহ যাইয়্যঅ-ত ও আবূ হাফস বলেন, কুরআনে বর্ণিত মোট অক্ষর সংখ্যা ৩,৭৩,২৫০ (তিন লাখ তিয়াত্তর হাজার দু'শো পঞ্চাশ)। (বাসা-য়িরু যাভিত তাময়ীয ফী লাত্বা-য়িফিল কিতা বিল আযীয ৫৬২ পৃষ্ঠা)

মুহাম্মাদ তা-হির কুর্দী বলেন, কুরআনে মোট নুক্বতা আছে ১০,২৫,০৩০ (দশলাখ পঁচিশ হাজার ত্রিশ)। (তারীখুল কুরআন ১৭০ পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

আল-কুরআনে ফাতহাহ বা যবর আছে– তিপ্পান্ন হাজার দু'শো তেতাল্লিশ (৪৩,৫৩,২৪৩)। কাসরাহ বা যের আছে- ৮৮,০২০ (অষ্টাশি হাজার বিশ) মাদ্দ আছে- ১,৭৭১ (এক হাজার সাতশো একাত্তর)। তাশদীদ আছে- ১,২৫৩ (এক হাজার দু'শো তিপ্পান্ন)।

অন্যান্য আসমানী - গ্রন্থের বিকল্প আল-কুরআনে

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমাকে তাওরাতের বদলে সাতটি লম্বা সূরা দান করা হয়েছে এবং যাবূরের বদলে দু'শো আয়াত সম্বলিত (সূরা ইউনুস থেকে সূরা ফাতির) আর ইনজীলের বদলে মাসা-নী (সূরা ইয়াসীন থেকে সূরা হুজুরাত) দান করা হয়েছে। তদুপরি মুফাসসাল (সূরা কা-ফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো) দ্বারা আমাকে বিশেষ মর্যাদা দান করা হয়েছে।

(মুসনাদে আহমাদ, জা-মি সগীর, ১ম খণ্ড, ৩৭১ পৃষ্ঠা এবং মুকাদ্দামাতা-নে ফী উলুমিল কুরআন ২৩৫ পৃষ্ঠা)

বেদ কি আসমানীগ্রন্থ

হিন্দুদের মতে তাদের ধর্মগ্রন্থের নাম বেদ। এই বেদ আসমানী গ্রন্থ কিনা তার কোন প্রমাণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কুরআন ও হাদীসে নেই। তেমনি অন্য বিখ্যাত তিনটি আসমানী গ্রন্থ তাওরাত, যাবূর ও ইনজীলেও বেদের কোন উল্লেখ নেই। এখন দেখা যাক ঐতিহাসিক সূত্র কী বলে।

প্রাচীন ভারবর্ষে আর্যদের আগমনের আগে এদেশে ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রামাণ্য বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। ঋগবেদ দ্বারা আর্যদের ধর্মীয় ইতিহাস জানা যায়। তা হল এই যে, ঈসা ('আ.)-এর জন্মের দু হাজার বছর আগে - অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় চার হাযার বছর পূর্বে মধ্য এশিয়া থেকে একটি জাতি ভারতে আসে। তারা আর্য নামে অভিহিত হতো। ভারতের প্রাকৃতিক দৃশ্য তাদের মনে আধ্যাত্মিকতার ভাব ফুটিয়ে তোলে। যার ফলে তারা ঋগবেদের অসংখ্যা গীত তৈরি করেন। যেগুলোকে বিভিন্ন ব্যক্তি সংকলিত করেন। এভাবে আরো কতিপয় বেদের আবির্ভাব হয়। মহামুনি পীতঞ্জীর-এর

https://www.facebook.com/178945132263517

যুগে বেদের সংখ্যা (১১৩১) খানা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তন্মধ্যে চারখানা বেদ প্রাধান্য পায়। তা হল ঃ ১) ঋগবেদ, ২) যজুর্বেদ, ৩) সামবেদ, ৪) অথর্ববেদ। (মুহাম্মাদ ফারুক রচিত, হিন্দু ধর্ম এক মুতা-লাআহ দ্রষ্টব্য)

পণ্ডিত সত্যব্রত বলেন, আমাদের মুনিঋষিগণই বেদ রচনা করেছেন। সেজন্য প্রত্যেক সুক্তের উপরে তার রচয়িতা ঋষির নাম লেখা আছে। এক ঋষির পূর্ণাঙ্গ শ্লোকগুলোকে সুক্ত বলা হয়। কোন সুক্তের উপরে যদি কোন পুরুষ ঋষির নাম থাকে তাহলে ওর রচনাগুলোতে পুংলিঙ্গ প্রকাশক শব্দ থাকে। তেমনি কোন সুক্তের উপরে যদি কোন মহিয়সী নারীর নাম থাকে তাহলে ওর রচনাগুলোতে স্ত্রীলিঙ্গ প্রকাশক শব্দ থাকে। যা এ কথা প্রমাণ করে যে, বেদের সুক্তগুলো হয় কোন পুরুষ ঋষি কিংবা মহিয়সী নারীর বানী। আর তা আল্লাহর বাণী নয়।

তথাপি বেদকে যদি আসমানী কিতাব বলে মেনে নেওয়া হয় তাহলে বর্তমানে যে বেদগুলো পাওয়া যায় তা আসলে আসমানী গ্রন্থ নয়। ওগুলোও তাওরাত, যাবূর ও ইনজীলের মত আসমানী তথ্য-বিকৃত গ্রন্থ।

চার বেদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১। ঋগবেদ ঃ বেদ শব্দটি সংস্কৃত শব্দ। যার অর্থ জানা ও জ্ঞান অর্জন করা প্রভৃতি। চতুর্বেদের একটির নাম ঋগবেদ। সংস্কৃত ঋগ শব্দের ভাবার্থ প্রশংসার মন্ত্র। একে রচাও বলা হয়। যে বেদে প্রশংসার মন্ত্রগুলো সংকলিত করা হয়েছে তার নাম ঋগবেদ। কিছু বিদ্বানের ধারণা যে, খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে চার বেদের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ঋগবেদ গাওয়া হতো। এর মধ্যে ১০১৭টি ধর্মীয় সঙ্গীত আছে। যা দ্বারা ধার্মিক হিন্দুগণ তাঁদের দেবতাদের সামনে কাকুতি মিনতি করেন।

২। যজুর্বেদ ঃ এটি যজু ও বেদ শব্দের সমন্বয়ে গঠিত নাম। যজু শব্দের অর্থ যজ্ঞ। এই বেদে সেসব মন্ত্র আছে যা দ্বারা যজ্ঞ করা হয়। এটি দু'ভাগে বিভক্ত। শুক্ল যজুর্বেদ ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ। কৃষ্ণ যজুর্বেদে আল্লাহ

https://www.facebook.com/178945132263517

সংক্রান্ত জ্ঞান পাওয়া যায়। এটি গদ্যে রচিত। ধার্মিক ব্যক্তিগণ যজ্ঞ করার সময় এটিকে আবৃত্তি করেন।

৩। **সামবেদ ঃ** সংস্কৃত সাম শব্দের অর্থ শান্তি ও নিরাপত্তা প্রভৃতি। কিন্তু ওখানে ওর অর্থ শান্তি নয়, বরং গীত। এতে প্রকৃতপক্ষে ৯৯টা গীত আছে। বাকিগুলো ঋগবেদ থেকে নেয়া হয়েছে।

৪। **অথর্ববেদ ঃ** অথর শব্দের অর্থ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণ প্রভৃতি। আর অথর্ব শব্দের অর্থ আগুন। পূজারীদের মাধ্যমে আগুনের সাহায্যে জিন-ভূত ও শয়তানদের যাদু ও কু-নযর থেকে বাঁচবার মন্ত্র আছে এ অথর্ববেদে।

চার বেদের বিভিন্ন শাখা ও সংস্করণ

চার বেদের বহু শাখা ও সংস্করণ পাওয়া যায়। যার মধ্যে বিন্যাস ছাড়া শব্দের দিক দিয়েও অনেক মতভেদ দেখা যায়। পীতঞ্জীর-এর বর্ণনা মতে ঋগবেদের ২১টি (একুশ) শাখা যজুর্বেদের ১০১টি (একশো এক) শাখা, সামবেদের ১০০০ (এক হাজার) এবং অথর্ববেদের ৯টি (নয়) শাখা আছে।

ঋগবেদের একুশটি শাখার মধ্যে কেবলমাত্র ৪টি শাখাকে মেনে নেয়া হয়েছে। ওর মধ্যে শুক্ল শাখা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। পুরাণ অনুসারে সামবেদের (১০০০) একহাজার সংস্করণ ছিল। বর্তমানে ওর কেবলমাত্র ১৩টি সংস্করণ পাওয়া যায়। ওর মধ্যে (৩) তিনটি সংস্করণ সংরক্ষিত আছে। চার বেদের বিভিন্ন সংস্করণের মতভেদ এবং মন্ত্রের সংখ্যায় কম ও বেশী এবং শব্দেও বিভিন্নভাবে প্রমাণ করে যে, বেদের প্রকৃত শিক্ষাকে বিকৃত করে দেয়া হয়েছে। এই বিকৃতির কথা অনেক হিন্দুও স্বীকার করেন। এমনি তো চার বেদের মধ্যে বিকৃতি ঘটেছে। যেমন আজমীর থেকে প্রকাশিত সামবেদের মন্ত্র সংখ্যা ১২৮৪। জিওষান্দ ও ওয়েলসাগর-এর ছাপা সামবেদে ১৮০৮টি মন্ত্র পাওয়া যায়। পণ্ডিত শিবশংকরাচার্যের মতে সামবেদের মন্ত্র সংখ্যা ১৫৪৯। (বেনারসের উর্দু মাসিক মুহাদ্দিস, ১৯৯৬ সংখ্যা, ৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

মহান ও মহীয়ান আল্লাহ্ আয্যা ওয়াজাল্লা বলেন ঃ

﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾

"আমার বান্দাগণের মধ্যে এক দল ছিল যারা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও দয়া কর; তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।" (সূরা মু'মিনূন ২৩ ঃ ১০৯)

https://www.facebook.com/178945132263517

প্রমাণপঞ্জী

১) আল-কুরআন। ২) সহীহুল বুখারী- দিল্লী ও মিসরী। ৩) সহীহ মুসলিম- রশীদিয়্যাহ, দিল্লী। ৪) সুনানে নাসায়ী- দিল্লী। ৫) সুনানে তিরমিযী- ঐ। ৬) সুনানে আবূ দাঊদ- কানপুর। ৭) সুনানে ইবনে মাজাহ- কলকাতা। ৮) মুসনাদে আহমাদ- মিসরী। ৯) মুস্তাদরক হাকিম- বৈরুত। ১০) মিশকাত- রশীদিয়্যাহ, দিল্লী। ১১) মাজমাউয যাওয়ায়িদ- বৈরুত। ১২) মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ- বোম্বাই। ১৩) কানযুল উম্মাল- হায়দারাবাদ। ১৪) ইবনুল মুবারকের কিতাবুয যুহদ- ওয়ার রক্বায়িক্ব, মালেগাঁও, নাসিক, ১৯৬৬ ইং। ১৫) সহীহুল জা-মি। ১৬) তাবারানী ক্বাবীর। ১৭) ফাতহুল বারী- রিয়ায। ১৮) আল্লামা সুয়ূতীর আল-লাআলিল মাসনূআহ ফিল আহা-দীসিল মাউযূআহ- হুসাইনিয়াহ, মিসরী। ১৯) তাফসীরে তাবারী- মাইমানিয়্যাহ, মিসরী। ২০) তাফসীরে কুরতুবী- বৈরুত। ২১) তাফসীর ইবনে কাসীর- রিয়ায। ২২) তাফসীরে কাবীর- আমিরাহ শারফিয়্যাহ, মিসরী। ২৩) তাফসীর দুররে মানসূর- বৈরুত। ২৪) ইমাম শাওকানীর তাফসীর ফাতহুল ক্বাদীর- বৈরুত। ২৫) ইমাম সিদ্দীক হাসানের তাফসীর ফাতহুল বায়ান- বুলাক্ব, মিসরী। ২৬) আল্লামা আ-লূসীর তাফসীর রূহুল মাআনী- মুনীরিয়াহ, মিসরী। ২৭) তাফসীরে বায়যাভী- মিসরী। ২৮) তাফসীরে খাযিন- মিসরী। ২৯) তাফসীরে মাযহারী- দিল্লী। ৩০) মাজমুআ তাফসীর ইবনে তাইমিয়াহ- বোম্বাই। ৩১) ইমাম তাইমিয়ার তাফসীর সূরা ইখলাস। ৩২) শারহুল 'আকীদাতিত তাহাভিয়াহ- বৈরুত, ১৪০৪ হিঃ। ৩৩) ইবনে তাইমিয়ার আল-'আকীদাতুল ওয়া-সিতিয়্যাহ- বৈরুত। ৩৪) কিতাবুল ঈমান- বৈরুত, ১৯৮৩ ইং। ৩৫) ইমাম আবূ বাকর আজুরীর আশ শারীআহ- লাহোর। ৩৬) মাজমূআ আল-ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ- রিয়ায ছাপা, ১৩৮১ হিঃ। ৩৭) ঐ- ক্বা-য়িদাহ জালীলাহ ফিত তাওয়াসসুল ওয়ালঅসীলাহ, বৈরুত। ৩৮) ইমাম শা-ফিঈর আলফিক্বহুল আকবার, আমিরাহ শারফিয়্যাহ- মিসরী, ১৩২৪ হিঃ। ৩৯) ইমাম দারাকুত্বনীর কিতা-বুস সিফা-ত। ৪০) ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের আস সুওয়া-য়িকুল মুরসালাহ, আলাল জাহমিয়্যাহ অল মুআত্বতিলাহ- রিয়ায ছাপা। ৪১) ইমাম দা-রিমীর রদ্দুল ইমাম দারিমী আলাল

https://www.facebook.com/178945132263517

মুরীসী। ৪২) আল্লামা শাহরিস্তানীর আল-মিলাল ওয়াননিহাল, আযহার- মিসরী, ১৩৪৭ হিঃ। ৪৩) মুহাম্মদ খালীল হার্রাসের শারহুল 'আকীদাতিল ওয়াসিতিয়্যাহ, ১৩৮৬ হিঃ, বেরুত। ৪৪) সা-লিহ ইবনে ফাওযা-নের ঐ শারহ- রিয়ায, ১৪১৪ হিং। ৪৫) শাইখ আব্দুর রহমান আ-লি শাইখের ফাতহুল মাজীদ শারহু কিতাবিত তাওহীদ- মাক্কা, ১৯৬৭ ইং। ৪৬) শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহর তাইসীরুল আযীযিল হামী'দ, আলমাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, ১৩৯৭ হিঃ। ৪৭) আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারীর মারহু ফিক্বহি আকবার আশরাফী- দেওবন্দ, ১৯৮৬ ইং। ৪৮) মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব নাজদীর কিতা-বু অসূলিল ঈমান- রিয়ায। ৪৯) লাওয়া-মিউল আনওয়া-র। ৫০) ইমাম সিদ্দীক হাসানের ক্বত্বফুস সামার ফী বায়া-নি 'আকীদাতি আহলিল আসার, আ-লামূল কুতুব, বৈরুত, ১৯৮৪ ইং। ৫১) আবদুল আযীয মুহাম্মাদ সালমানের আলকাওয়া-শিফুল জালীলাহ আন মাআ-নিল ওয়া-সিত্বিয়্যাহ, কুয়েত। ৫২) সাইয়িদ সাবিক মিসরীর আলআক্বায়িদুল ইসলামিয়্যাহ, দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত। ৫৩) সালিহ ইবনে ফাওযানের আলইরশা-দ ইলা সহীহিল ই'তিক্বা-দ অর্রদ্দু আলা আহলিশ শিরকি অলইলাদ'- কায়রো, ১৯৯০ ইং। ৫৪) শাইখ স-লিহ ইবনে ইবরাহীম এর 'আকীদাতুল মুসলিমীন অররদ্দু আলাল মুলহিদীন অল মুবতাদিয়ীন- রিয়ায, ১৪০১ হিঃ। ৫৫) শাইখ হাফিয ইবনে আহমাদ হাকামীর মাআ-রিজুল ক্বাবুল বি-শারহি সুল্লামিল অসূল ইলা ইলমিল অসূল, ফিত তাওহীদ- রিয়ায। ৫৬) ডঃ উমার সুলাইমান আল আশক্বার এর আল 'আকীদাহ ফিল্লাহ, মাকতাবাহ আলফালাহ- বৈরুত, ১৯৮৪ ইং। ৫৭) ঐ আ'-লামূল মালা-য়িকাতিল আবরার- ঐ ছাপা, ১৯৮৫ ইং। ৫৮) আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতীর আল হাবা-য়িক ফী আখরা রিল মালা-য়িক- বৈরুত ১৯৮৮ ইং। ৫৯) আল্লামা আবূ বাকর আলজাযা-য়িরির 'আকীদাতুল মুমিন, মাকতাবাতুল কুল্লিয়্যা-ত- আযহার মিসর, ১৯৭৮ ইং। ৬০) হাফিয যাহাবীর তাযকিরাতুল হুফফা-য- হায়দরাবাদ। ৬১) তাঁরই মীযা-নুল ইতি-দাল ফী নাক্বদির রিজা-ল, মিসরী। ৬২) হাফিয ইবনে কাসীরের আলবিদায়্যাহ অননিহা-য়্যাহ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ- বৈরুত ১৯৮৯ ইং। ৬৩) হাফিয মিযযির তাহযীবুল কামাল। ৬৪) হাফিয ইবনে হাজার আসকালানীর লিসা-নুল মীযান, দারুল ফিকর- বৈরুত ১৯৮৮

https://www.facebook.com/178945132263517

ইং। ৬৫) আহমদ আমীনের ফাজরুল ইসলাম। ৬৬) আল্লামা আবদুল কাদির শাইবাতুল হামদ এর আলআদয়্যা-ন অলফিরাক ওয়ালমাযা-হিবুল মুআ-সরাহ' জা-মিয়া ইসলা-মিয়্যাহ- মাদীনা ছাপা। ৬৭) আল্লামা আবূ যাহরার তারীখুল মাযা-হিব, দেওবন্দ ছাপা। ৬৮) আল্লামা সুয়ূতীর আলবা-ন ফী অলুমিল কুরআন, মিসরী। ৬৯) আল্লামা তা-শকুবরী যা-দাহ এর মিফতা-হুস সাআ-দাহ হায়দারাবাদ। ৭০) আল্লামা মাজদুদ্দীন ফিরোযা-বাদীর বাসা-য়িরু যা-ফিত তাময়ীয ফী লাত্বা-য়িফিল কিতা-বিল আযীয- কায়রো, ১৩৮৪ হিঃ। ৭১) তারীখুত তাশরীয়িল ইসলামী, জামিআ সালাফিয়্যাহ বেনারস, ১৯৮৩ ইং। ৭২) তারীখুল কুরআন, ১৯৫৪ ইং। ৭৩) মুক্বাদ্দামাতা-নে ফী অলুমিল কুরআন, বাগদাদ ১৯৫৪ ইং। ৭৪) আল মিসবা-হুল মুযী ফী কুত্তা-বিন নাবিয়্যিল উম্মী, হায়দরাবাদ। ৭৫) জামিউস সগীর। ৭৬) আল্লামা কসতলা-নীর ইরশা-দুস সা-রী, মিসরী। ৭৭) আলফারকু বাইনাল ফিরাক্ব। ৭৮) ইমাম নাওওয়াব সিদ্দীক হাসান খানের ফাতহুল বা-ব লি-আক্বী-য়িদি উলিল আলবা-ব এর উর্দু সারাংশ 'আকীদাতুল মুমিন, জামিআ সালাফিয়্যাহ- বেনারস, ১৯৮৬ ইং। ৭৯) মাওঃ ইদরীস কান্ধলভীর আক্বা-য়িদে ইসলাম, তা-জুল মাআ-রিফ দেওবন্দ, ১৯৭৮ ইং। ৮০) মাওঃ মুহাম্মাদ ত্বা-হির ক্বা-সিমীর আক্বা-য়িদে ইসলাম ক্বাসিমী- ঐ ছাপা, ১৩৭১ হিঃ। ৮১) আহমাদ জাঙ্গ এর জা-মিউল আকা-য়িদ ফিত তাওহীদ- হায়দারাবাদ, ১৯৬০ ইং। ৮২) মাওঃ আবদুর রউফ রহমানীর দালা-য়িলে হাস্তী বা-রী তাআ-লা। ৮৩) আক্বল ও নাক্বল। ৮৪) আহমাদ ইবনে হাজার বূতামীর আত তাওহীদের উর্দু তর্জমা- বোম্বাই। ৮৫) মাওঃ আমীন ইসলা-হীর তাদাব্বুরে কুরআ-ন- লাহোর। ৮৬) ফাতা-ওয়া রিযফিয়্যাহ মুবারকপুর। ৮৭) মাওঃ আমজাদ আলীর বাহা-রে শারীআত। ৮৮) মুহাম্মাদ ফারুক এর হিন্দু ধরম এক মুতা-লাআহ। ৮৯) মিসবাহুল লুগা-ত- দিল্লী, ১৯৫৭ ইং। ৯০) বেনারসের উর্দু মাসিক পত্রিকা মুহাদ্দিস, জুলাই ১৯৯৬ সংখ্যা। ৯১) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৌদ্ধধর্ম।

https://www.facebook.com/178945132263517

জ্ঞানীগুণীদের দৃষ্টিতে লেখক

এই লেখকের রচনাবলী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে **দুই বাংলার বিশিষ্ট রিজালবিদ আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ.) তাঁকে "বাংলার ইবনে তাইমিয়াহ" নামে আখ্যায়িত করেছেন।**

ভারতের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত বক্তা ও ইসলামী বিদ্বান দিল্লীর মাওঃ আবদুল হামীদ রহমানী সাহেব তাঁকে "এ যুগের ইবনে হাজার আস্‌কালানী" বলে মন্তব্য করেছেন। উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট মনীষী আল্লামা আহমাদ হুসায়ন শ্রীমন্তপুরী তাঁকে "বাংলার আবুল কালাম আযাদ" বলে অভিহিত করেছেন। পশ্চিম বঙ্গের বিশিষ্ট শিক্ষাগুরু মাওঃ আতাউল্লাহ সাহেব তাঁকে দুই বাংলার অনন্য প্রতিভা বলেছেন।

বাংলার বিশিষ্ট শাইখুল হাদীস ও প্রথিতযশা বক্তা মাওঃ আবদুর রউফ শামীম সাহেব তাঁকে "বিপ্লবী সংস্কারক, মন্ত্রমুগ্ধকর বাগ্মী ও বহুমুখী প্রতিভা" জ্ঞান করেছেন। মিশকাতের বাংলা অনুবাদক বাংলার বিশিষ্ট আলেম মাওঃ আমীর আলী সাহেব তাঁকে "দুই বাংলার যুগ-সংস্কারক, যুগশ্রেষ্ঠ ও অনুকরণীয় প্রতিভা" বলে মন্তব্য করেছেন।

বাংলার বিশিষ্ট গবেষক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক ড. উসমান গণী (এম.এ, পি.এইচ.ডি, ডি-লিট) সাহেব তাঁকে "কালজয়ী, অনন্য সাধারণ ও বিরল প্রতিভা' বলে মনে করেন। কলিকাতা মাদ্‌রাসার সাবেক অধ্যক্ষ ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ সাহেব তাঁকে "বাংলার অনন্য ইসলামী গবেষক, অনন্য সাধারণ স্মৃতিধর ও ক্ষুরধার লেখক" হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

https://www.facebook.com/178945132263517

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অশেষ রহমাতে বাংলাদেশের অগণিত ভক্তবৃন্দের আকাঙ্ক্ষার ফলশ্রুতিতে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম রিজালশাস্ত্রবিদ

আল্লামা শাইখ আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ.)

লিখিত ও অনূদিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো প্রকাশিত হলো ঃ

১। আম্মাপারার তরজমা ও ভাষ্য (তাফসীর)

২। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত এবং 'আকীদা ও জরুরী সহীহ মাসআলা

৩। আর্ রিসালাতুস সানিয়াহ– নামায ও উহার অপরিহার্য করণীয় (অনূদিত)
[মূল ঃ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)]

৪। হাজ্জ উমরাহ ও যিয়ারাত (অনূদিত) [মূল ঃ আল্লামা শাইখ আবদুল্লাহ বিন বায (রহ.)]

৫। ইসলামে বিভিন্ন দল ও উহার উৎস

৬। মুসলিম জাতির কেন্দ্রবিন্দু (তাওহীদের তত্ত্ব ও সুন্নাহর গুরুত্ব)

৭। মৃতদের জন্য জীবিতদের করণীয়

৮। হাকীকাতুস সালাত (ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহার কিরাআত)

৯। ইসলাম ও তাসাওউফ

১০। কিতাবুদ্ দু'আ (শুদ্ধভাবে সালাত ও দৈনন্দিন অপরিহার্য দু'আসমূহ) [তাহকীক ও তাখরীজ সহ]

১১। খুৎবাতুত্ তাওহীদ ওয়াস্ সুন্নাহ

১২। অসূলে দীন (দীনের মৌলিক বিষয়সমূহ)

১৩। সূরা মুল্ক-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

১৪। ইসলাম ও অর্থনীতি (বিশ্লেষণ ও সমাধান)

১৫। ধর্ম ও রাজনীতি

১৬। মুসলিম বিশ্বে ইয়াহূদী চক্রান্ত ও সমাজতন্ত্রের রূপরেখা

১৭। নতুন চাঁদ (বিভিন্ন দেশে চাঁদ উদয়ের তারতম্যের সমাধান)

১৮। ইসলামের নামে সন্ত্রাস

১৯। মতবাদ ও সমাধান

২০। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.)

প্রাপ্তিস্থান ঃ

তাওহীদ পাবলিকেশন্স– ৯০ হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬

https://www.facebook.com/178945132263517

জনাব আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে
আল্লাহ তা'আলার অশেষ রাহমাতে বাংলাদেশের অগণিত ভক্তবৃন্দের
আকাঙ্ক্ষার ফলশ্রুতিতে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম রিজাল শাস্ত্রবিদ

আল্লামা শাইখ আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ.)

লিখিত ও অনূদিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো প্রকাশিত হলো ঃ

০১। আম্মাপারার তরজমা ও ভাষ্য (তাফসীর)
০২। রাসূলুল্লাহর (সা.) সালাত এবং আকীদা ও যরূরী সহীহ মাসআলা
০৩। আর্ রিসালাতুস সানিয়াহ–নামায ও উহার অপরিহার্য করণীয় (অনূদিত)
[মূল ঃ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)]
০৪। হাজ্জ উমরাহ ও যিয়ারাত (অনূদিত) [মূল ঃ শাইখ আবদুল্লাহ বিন বায (রহ.)]
০৫। ইসলামে বিভিন্ন দল ও উহার উৎস
০৬। মুসলিম জাতির কেন্দ্রবিন্দু ঃ তাওহীদের তত্ত্ব ও সুন্নাহর গুরুত্ব
০৭। মৃতদের জন্য জীবিতদের করণীয়
০৮। হাকীকাতুস সালাত (ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহার কিরাআত)
০৯। ইসলাম ও তাসাওউফ
১০। কিতাবুদ দু'আ (শুদ্ধভাবে সালাত ও দৈনন্দিন অপরিহার্য দু'আসমূহ) [তাহকীক ও তাখরীজ সহ]
১১। খুৎবাতুত তাওহীদ ওয়াস্ সুন্নাহ
১২। অসূলে দীন (দীনের মৌলিক বিষয়সমূহ)
১৩। সূরা মুল্ক-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা
১৫। ইসলাম ও অর্থনীতি [বিশ্লেষণ ও সমাধান]
১৫। ধর্ম ও রাজনীতি
১৬। মুসলিম বিশ্বে ইয়াহূদী চক্রান্ত ও সমাজতন্ত্রের রূপরেখা
১৭। নতুন চাঁদ (বিভিন্ন দেশে চাঁদ উদয়ের তারতম্যের সমাধান)
১৮। ইসলামের নামে সন্ত্রাস
১৯। মতবাদ ও সমাধান
২০। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.)

উন্নত মানের ছাপা, কাগজ ও আকর্ষণীয় প্রচ্ছদে এবং সুলভ মূল্যে এখন পাওয়া যাচ্ছে

আপনার কপিগুলো আজই সংগ্রহ করে নিজের জ্ঞানভাণ্ডারকে আরও সম্প্রসারিত করুন।

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬

https://www.facebook.com/178945132263517